ভানুমতী চিত্তবিলাস

নাটক।

হুগলী বিদ্যালয়ের পূর্ব্ব ছাত্র

ইদানীং

মালদহের আবকারীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট

শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ

কর্ত্তৃক রচিত।

কলিকাতা পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সন ১৮৫৩। শকাব্দা ১৭৭৫।

ভানুমতী চিত্তবিলাস

নাটক।

বর্ণিত ব্যক্তিগণের নাম ও উপাধি।

বীরবর।	উজ্জয়িনী দেশের রাজা।
শক্তিধর।	রাজপুরুষ ও ধর্ম্মাধ্যক্ষ।
বিষ্ণুশর্ম্মা।	রাজ-কুল পুরোহিত।
কন্দর্পকেতু।	কাশী রাজপুত্র } ভানুমতী লাভার্থী।
বিজয়কেতু।	কলিঙ্গ রাজপুত্র } ভানুমতী লাভার্থী।
চারুদত্ত।	গুজরাটি দেশীয় পোত বণিক।
চিত্তবিলাস।	চারুদত্তের মিত্র ও ভানুমতী লাভার্থী।
চিত্রসেন }	চারুদত্ত ও চিত্তবিলাসের অমাত্য।
জয়দেব }	চারুদত্ত ও চিত্তবিলাসের অমাত্য।
সহদেব }	চারুদত্ত ও চিত্তবিলাসের অমাত্য।
চন্দ্রসেন।	চারুদত্ত ও চিত্তবিলাসের অন্তরঙ্গ ও শশিমুখি কন্যার্থী।
লক্ষপতি রায়।	গুজরাট দেশীয় উৎকট কুসীদ-গ্রাহী কৃপণ মহাজন।
গণপতি রায়।	উক্ত মহাজনের কুটুম্ব ও অনুগত।
দুলাল দাস।	লক্ষপতির কৃষাণ ভৃত্য।
নন্দলাল।	দুলালের অতি বৃদ্ধ পিতা।
কানু রায়।	জ্যোতির্ব্বেত্তা নাপিত।
গঙ্গানায়ক।	উজ্জয়িনী দেশীয় ভাট ও রাজদূত।
সদানন্দ।	ভাঁড়।
চন্দ্রাবলী।	রাজমহিষী।
ভানুমতী।	রাজ কন্যা [অনূঢ়া]
সুলোচনা।	রাজ কন্যার সহচরী।
সুশীলা।	মন্ত্রি পুত্রী ও রাজ কন্যার সহচরী [অনূঢ়া
শশিমুখী।	লক্ষপতির কন্যা।
সাবিত্রী।	লক্ষপতির ভার্য্যা।
সেবিকা।	সাবিত্রীর দাসী।
মালতী।	কানুরায় নাপিতের মুখরা পত্নী।
বিলাস।	সদানন্দ ভাঁড়ের রসিকা স্ত্রী।

এতদ্ভিন্ন আরং রাজকর্ম্মচারি কোটাল ও দণ্ডনায়কগণ ও শেলধারী ও শূলধারী ও খড়্গধারী ও প্রহরী ও নর্ত্তক নর্ত্তকী ও পারিষদ্ প্রভৃতি উপস্থিত থাকিবেক।

নাট্যাগার কদা উজ্জয়িনী ও কদাচিৎ গুজরাট দেশে হইবেক।

ভূমিকা।

এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দের জ্ঞান বৃদ্ধ্যর্থে উৎসাহান্বিত ইংলণ্ডীয় কোন বিচক্ষণ মহাজনের পরামর্শক্রমে আমি "সেক্স্পিয়র" নামক ইংলণ্ডীয় মহা কবির স্বনাম প্রসিদ্ধ মহা নাটক হইতে "মরচেণ্ট-অফ-ভিনিস" ইত্যভিধেয় অপূর্ব্ব কাব্যের আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ কাব্যের অনেকানেক স্থানের ভাব দেশীয় ভাষার ভাবের সহিত ঐক্য হয় না দেখিয়া কতিপয় প্রাচীন জ্ঞানবান্ মহাশয় উল্লেখিত কাব্যের আখ্যানের মর্ম্ম মাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আমূলাৎ দেশীয় প্রণালীতে রচনা করিতে যুক্তি দান করেন। আমি উক্ত উক্তি যুক্তিযুক্ত বোধে তদনুসারে এই "ভানুমতী চিত্তবিলাস" নাটক গদ্য পদ্যে রচনা করিলাম। যদ্যপিও ইহাতে উল্লেখিত ইংরাজী কাব্যের আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ না হউক, তথাপি বর্ণিত মহা কবি সেক্স্পিয়রের সদ্ভাবের বহুলাংশ অথচ সম্পূর্ণ আখ্যানের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি; তবে বহু স্থানে মূল কাব্যের সহিত মিলন করিলে নিবর্ত্তন পরিবর্ত্তনাদি দৃষ্ট হইবেক বটে, কিন্তু তাহা সুদ্ধ দেশীয় মহাশয়দিগের অবকাশ কালে গ্রন্থ পাঠামোদের আনুকূল্য বিবেচনায় করা হইল। অতএব যদি এতন্নাটক এতদ্দেশীয় ভদ্র সমাজের মনোনীত হয় তবে আমি প্রকৃষ্ট রূপে কৃত স্বীয় পরিশ্রম সফল বোধ করিব। কিমধিকং সুধীবরেষ্বিতি।

শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ।

হুগলী }
ভাদ্র। ১৭৭৪ শকাব্দা }

PREFACE.

In presenting this piece of dramatic composition to my indulgent readers, I would observe, that at the suggestion of an European friend of native education, I had originally undertaken the translation of Shakspeare's Merchant of Venice—a play, which, though inferior in some respect to *Macbeth*, *Hamlet*, *Lear*, and *Othello*, or perhaps to the First and Second parts of *Henry IV*, was considered the best for the purpose, for which the translation was avowedly undertaken by me. But the plan was abandoned before I had distanced the flight of *Jessica*, some of my learned friends having surmised that my performance was not likely to be popular, unless the mode in which it was done were altered. I took their advice and undertook to write it in the shape of a Bengali *Natuck* or Drama, taking only the plot and underplots of the Merchant of Venice, with considerable additions and alterations to suit the native taste; but at the same time losing no opportunity to convey to my countrymen, who have no means of getting themselves acquainted with Shakspeare, save through the medium of their own language, the beauty of the author's sentiments as expressed in the best passages in the play in question. The sort of reception my *Natuck* is to meet with from the public, I can by no means divine or guess at, the work being of a novel character, professing, as it does, to be a Bengali *Natuck*, though written much after the manner of an English play. But should my work meet with their approbation, I would deem my labours amply rewarded, and, if thus encouraged, endeavour to devote my leisure hours to writing other [illegible] of a similar nature.

[illegible]Y. }
[illegible] 1852. } HURRO CHUNDER GHOSE.

ভানুমতী চিত্তবিলাস

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম অঙ্গ।

রঙ্গ ভূমি উজ্জয়িনীর রাজবাটী।

নান্দী।

সরস্বতীর বন্দনা।

সারদে বরদে বাণি, নারায়ণি বীণাপাণি,
তার মা গো সর্ব্ব প্রাণি, ভবভয় ভঞ্জিনী।
মণ্ডিত মল্লিকা মালা, দশ দিক করি আলা,
ভুবনমোহিনী বালা, সর্ব্ব মনোরঞ্জিনী॥
ত্বমাদ্যা প্রকৃতি সতী, অগতি জীবের গতি,
ত্বংহি মাতা ভগবতী, গিরি রাজ নন্দিনী।
কোমলাঙ্গী সিতছবি, উজ্জ্বলা জিনিয়া রবি,
চরণাবনত কবি, সুররাজ বন্দিনী॥
সরাগ রাগিণী রঙ্গে, তাল মান সুপ্রসঙ্গে,
অমর অমরী সঙ্গে, নৃত্যগীত রঙ্গিণী।
আসরে আসিয়া উর, অজ্ঞানের আশা পুর,
সুরস্বরে মহা শূর, হরিহর সঙ্গিনী॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধার নেপথ্যাভিমুখ হইয়া

নটপ্রিয়াকে আহ্বান করিয়া কহিল। প্রিয়ে দেখ এই বীর-বর মহারাজ এবং রাজমহিষী চন্দ্রাবলী অন্তঃপুর হইতে রঙ্গভূমি

শুভাগমন করিতেছেন অতএব এই প্রকৃত সময়ে সুমধুর স্বরে একটী গান করিয়া ইহাঁদিগের মনোরঞ্জন কর।

নর্ত্তকীর প্রবেশ।

পয়ার।

নর্ত্তকী. যে আজ্ঞা যাহাতে নাথ তব প্রয়োজন।
তাহাই অবশ্য মম কর্ত্তব্য করণ॥
অতএব শুন বর্ত্তমান বিবরণ।
ঋতু শ্রেষ্ঠ বসন্তের হৈল আগমন॥
নবীন পল্লব ধরে যত তরু বর।
অশোক কিংশুক হৈল কিবা শোভাকর॥
কাননে কুসুম জাতি অসীম ফুটিছে।
মধু লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে মধুপ ছুটিছে॥
আনন্দে বহিছে মন্দ মলয় সমীর।
নায়ক নায়িকা যত প্রফুল্ল শরীর॥
নিরন্তর শুনি কর্ণে কোকিল সুস্বর।
অন্তর দহিছে যার কান্ত দেশান্তর॥
সুধাংশুর সুধাময় শীতল নীহার।
বিরহিণী ভাগ্যে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার॥
শীতল না হয় প্রাণ শীতল জীবনে।
দ্বিগুণ আগুন বাড়ে ফাগুনের গুণে॥
বিগুণ বিধাতা যার সেই বিরহিণী।
কি গুণ জীবনে তার বঞ্চিতা কামিনী॥
নির্গুণ পুরুষ সেই বঞ্চয়ে বিদেশে।
কোন গুণে অবলা বধয়ে নিজ দেশে॥

[এতচ্ছ্রবণে সূত্রধার স্বয়ং একটী গান করিতে প্রবৃত্ত হইল।

নর্ত্তক. কঠিন কন্দর্প অতি শুন প্রিয়তমা।
ক্ষীণ বল অবলারে নাহি করে ক্ষমা॥
সহায় থাকিলে পতি মন্মথ সহায়।
অনাথা দেখিলে অগ্রে নাশ করে তায়॥

সমীরে অনলে দেখ সখ্য চিরকাল।
ক্ষীণ বল প্রদীপের পক্ষে হয় কাল॥

[গান সমাপ্ত্যনন্তর নর্ত্তক নর্ত্তকীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি উজ্জয়িনী রাজধানীর অন্তঃপুর।

বীরবর নৃপতি ও চন্দ্রাবলী রাণীর প্রবেশ।

পয়ার।

রাজ। কহ রাণি অদ্য কেন বিরস বদন।
মুদিত করিছ কেন পঙ্কজ নয়ন॥
অন্তরেতে কিবা দুঃখ জন্মিল তোমার।
সুখের আগারে কিসে দুঃখের সঞ্চার॥
প্রবাল বরণ ওষ্ঠ মলিন হইল।
কিবা কষ্ট রাণি তাহা স্পষ্ট করি বল॥

দীর্ঘ চতুষ্পদী।

চন্দ্র। শুন শুন মহারাজ, কি কব তোমার কায,
নাহি ভাব লোক লাজ,
হিতাহিত দেখি কিছু নাহি কর গণনা।
ভানুমতী তব কন্যা, রূপে গুণে মহী ধন্যা,
মহীতলে নাহি অন্যা,
বিবাহের নাহি তার কর কোন ঘটনা॥
ভানুর আকার প্রায়, তরুণ যৌবন তায়,
কেমনে দেখয়ে মায়,
দিবা নিশি মহারাজ এই মম যাতনা।
কথা না কহিলে নয়, কুলের কলঙ্ক হয়,
নতুবা কে কথা কয়,

তোমা হেন পতি যার তার কিসে সান্ত্বনা ॥
সুলোচনা সহচরী, সুমতি সুশীলা ধরি,
রাখয়ে প্রবোধ করি,
প্রবোধে বা নিত্য শালা বাঁচে কিসে বল না।
চতুরা সুধীরা সতী, সেই মম ভানুমতী,
অধুনা যৌবন বতী,
মনোনলে জ্বলিতেছে সেই নব ললনা ॥
লোকে বলে ধর্ম্ম কেতু, তুমিতো অধর্ম্ম সেতু,
আমি বলি এই হেতু,
কন্যা দায়ে যে বা কিছু নাহি করে মন্ত্রণা।
আমার অদৃষ্ট মন্দ, নচেৎ কেন বা দ্বন্দ্ব,
সুখ সত্ত্বে নিরানন্দ,
বিধাতার এই লিপি মম ভাগ্যে যন্ত্রণা ॥
সভাসদ্ আছে যারা, কেবল রাক্ষস তারা,
ভাণ্ডার করিল সারা,
তোমার কপাল হেতু সেও এক ঘটনা।
ভাল মন্দ এক কথা, কেহ নাহি কহে যথা,
কেবা বল থাকে তথা,
কন্যা কাল গত হলে অখ্যাতিটা রটনা ॥
মৃগয়ার সুখে থাক, স্বদোষ সকল ঢাক,
বাহিরে সম্মান রাখ,
অন্তঃপুরে কিবা হয় তাহা কিছু জান না।
কেবল অসৎ সঙ্গ, নাহি কেহ অন্তরঙ্গ,
বসিয়া দেখয়ে রঙ্গ,
কুল বিপরীত কার্য্য জেনে শুনে মান না।
সব কার্য্য পরিহর, আমার বচন ধর,
কন্যা স্বয়ম্বরা কর,
চির দিন আইবড় কন্যা রাখা ভাল না।
ভাটে কর নিয়োজন, দশ দিগে দশ জন,

এথা কর আয়োজন,
উদ্যোগ করিয়া কেন আত্ম কার্য্য পাল না॥

[ইহা নিবেদিয়া রাণী প্রস্থান করিলেন।

পয়ার।

রাজা। [আত্ম কথন পর]

এ সব বৃত্তান্ত রাণী চন্দ্রা নাহি জানে।
নারী বুদ্ধি না বুঝিয়া, নানা ভয় মানে॥
ভানুমতী বিবাহেতে, মন্ত্রী সুধীবর।
অপূর্ব্ব করিল যুক্তি, লোকে অগোচর॥
স্বয়ম্বরা কার্য্যে জানি, বিঘ্ন অতিশয়।
করিতে না দিল যুক্তি, মন্ত্রী সদাশয়॥
পঞ্চাল নগরে পূর্ব্বে, ঘটিল প্রমাদ।
দেশ নষ্ট কষ্ট শ্রেষ্ঠ, বিগ্রহ বিষাদ॥
ভগদত্ত কন্যা যবে, হৈল স্বয়ম্বরা।
করিল অনেক যুদ্ধ, রাধেয় প্রখরা॥
জরাসন্ধ জিনিয়া, লভিল ভানুমতি।
কুরু রাজে দিল কন্যা, কর্ণ মহামতি॥
স্বয়ম্বরা পূর্ব্বেতে করিল, কাশীরাজে।
তাহাতে পাইল কষ্ট, নৃপতি সমাজ॥
রুক্মিণী হরিল পূর্ব্বে, যাদব ঈশ্বর।
অপ্রমেয় হৈল ক্লেশ, সমর বিস্তর॥
ইহাতে আছয়ে বিঘ্ন, চিন্তি মন্ত্রিবর।
ভানুর বিবাহে কৈল, যুক্তি স্বতন্তর॥
সৃজিল সম্পুট তিন, কিবা রূপ চারু।
কিবা শোভা যেন, গঠিয়াছে বিশ্ব কারু॥
প্রথম সম্পুট কৈল, কাঞ্চনে নির্ম্মাণ।
জিনি শশধরে, যার কিরণ বাখান॥
রজতে দ্বিতীয় হৈল, রূপ মনোহর।
মধ্যাহ্ন কালেতে যেন, দীপ্ত দিবাকর॥

তৃতীয় গঠিল যেই, সীসকে রচিত।
উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ, অতি সুশোভিত॥
একের মধ্যেতে রাখি, ভানুমতী ছবি।
কিরণে বিবর্ণ যার, হইতেছে রবি॥
চিত্রকাব্য প্রত্যেকে রাখিল, এক লেখি।
করিতে পরীক্ষা গুণ, এই মাত্র দেখি॥
যুক্তি দিল মন্ত্রিবর, নিয়ম করিতে।
সেইত সম্পুট যেই, পারিবে খুলিতে॥
ভানুমতী চিত্র অনুরূপ আছে যায়।
ভানুমতী কন্যা মম, বরিবেক তায়॥
সম্পুট করিবে মুক্ত, মাত্র একবার।
বিধির নির্বন্ধ ভাগ্যে, যা থাকে তাহার॥
যেই রাজপুত্র তাহা, নিষ্ফল করিবে।
এক ক্ষণ মম রাজ্যে, আর না রহিবে॥
না করিবে কভু আর, কন্যা অন্বেষণ।
ব্যক্ত না করিবে এই, নিগূঢ় বচন॥
এই দিব্য অগ্রে করি, দেবীর গোচরে।
প্রবিষ্ট হইবে পরে, ত্রিসম্পুট ঘরে॥
রাজ বংশ্য বিনা কেহ, নারিবে খুলিতে।
এই ত প্রতিজ্ঞা মম, মন্ত্রির যুক্তিতে॥
এই মতে যেই হবে, ভানুমতী পতি।
সেই জন হবে মম, রাজ্য অধিপতি॥
অপুত্রক রাজা আমি, লোকেতে বিদিত।
জামাতা হইবে পুত্র, সেই সে উচিত॥
রাজ্যে রাজ্যে ঘোষণা দিয়াছে মন্ত্রিবর।
আসিতেছে বহু রাজপুত্র রাজ্যধর॥
কে জানে কে লভিবেক, ভানুমতী নিধি।
রাণীকে কহিগে শেষ যা করেন বিধি॥

[অনন্তর রাজা প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি উজ্জয়িনী রাজবাটীর অন্তঃপুর।

ভানুমতী ও সুলোচনা এবং সুশীলার প্রবেশ।

লঘু ত্রিপদী।

সুলোচনা. রাজার বচন, শুনিনু এখন,
বিবাহের যেই হবে।
নহে স্বয়ম্বর, কেবা হবে বর,
ভানুমতী কার তবে॥
আমি এই জানি, শুনিয়াছি বাণী,
তব ছবি যেই পাবে।
সেই তব বর, তোমার ঈশ্বর,
আর যত চলি যাবে॥
মনে যারে কর, সেই হবে বর,
কোন্ বরে পাবে তারে।
চিনিতে নারিবে, পণেতে হারিবে,
আর না দেখিবে যারে॥
হৈত স্বয়ম্বর, চিনে লতে বর,
বিধি তাতে হৈল বাম।
প্রতিজ্ঞা রাজার, হইল প্রচার,
কেবা করে অন্য নাম॥

পয়ার।

ভানুমতী. যদি নাহি পূরে ইথে মনের কামনা।
বিবাহে কি ফল তবে বল সুলোচনা॥
যারে মনে বরিয়াছি সেই মম বর।
অন্য বরে না বরিব যা করে ঈশ্বর॥

সুশীলা. ন্যাকা হও ঠাকুরাণি এই বড় দুখ।
পিতার প্রতিজ্ঞা তবে কে করে বিমুখ॥

প্রতিজ্ঞা করিল রাজা শুনিতে দুর্ব্বার।
ধাতুতে গঠিল তিন অপূর্ব্ব আধার॥
চিত্র প্রতিরূপ তব একেতে থুইয়া।
উপরেতে প্রহেলিকা রাখিল লিখিয়া॥
বুদ্ধির প্রভাবে যেই তোমা চিনি লবে।
তুমি তার সে তোমার অন্যথা না হবে॥
ইহার অন্যথা করে সাধ্য আছে কার।
তুমি কারে বরিয়াছ কিবা নাম তার॥
শুনিতেছি রাজপুত্র এলো কত জন।
একে একে তা সবার কব বিবরণ॥
তোমার মানস আগে কহ রাজ বালা।
কাহাতে হইল মন কারে দিবে মালা॥

ভানুমতী. গুজ্‌রাট নগরে বাস রাজ বংশ্য বটে।
শুভাদৃষ্টে সুশীলা লো যদি সেই ঘটে॥
শ্রী চিত্ত বিলাস নাম চিত্তের বিলাস।
মন্মথ জিনিয়া মূর্ত্তি মনের উল্লাস॥
কথা কয় সুধাময় সুন্দর সুধীর।
নয়নের প্রভা যেন কন্দর্পের তীর॥
মনের ঔদাস্যে ফিরে দেশ দেশান্তরে।
এবে চারুদত্ত গৃহে গুজ্‌রাট নগরে॥
ভ্রমণ করিতে যবে হেথায় আইল।
রাজ পুরে পিতা তারে যতনে রাখিল॥
কৃষ্ণসার মন মম যখন বিন্ধিল।
চারুর সহিত চিত্ত প্রস্থান করিল॥

সুশীলা. তবে এক যুক্তি বলি শুন ঠাকুরাণি॥
নায়ক নামেতে ভাট শিরোমণি মানি॥
অসাধ্য সাধন এই করিবারে পারে।
অজ্ঞাতে যাইতে পারে পারাবার পারে॥
প্রিয়ম্বদ দূত বটে রাজ প্রিয় অতি।

গুজরাট দেশে ভাট যাবে শীঘ্র গতি॥
নিজ হস্তে চিত্র কাব্য করিয়া লিখন।
গঙ্গার হস্তেতে তাহা করহ অর্পণ॥
রুক্মিণী সাধিল কার্য্য সুদামা সন্ধানে।
সেই মত সাধ কার্য্য নায়ক প্রয়াণে॥

ভানুমতী. কহ সখি সুলোচনা, কহ সখি সুলোচনা॥
ভাটেরে প্রেরণ করা কি করি বল না॥
যদি এই কথা শুনে, যদি এই কথা শুনে।
না জানি কি দোষ রাণী দেয় ভাগ্য গুণে॥
ইথে সংশয় আছয়, ইথে সংশয় আছয়।
শেষ বুঝে কার্য্য করা উচিত যে হয়॥
কহ করিয়া বিচার, কহ করিয়া বিচার॥
বুদ্ধিতে প্রবীণা বট বিদ্যার আধার॥

সুলোচনা. সুশীলা দিলেক যুক্তি ভাট পাঠাইতে।
ভূপের সহিত চিত্র বিলাসে আনিতে॥
ঘোষণা দিলেন রাজা নানা দিগ্‌দেশে।
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদি গুজরাট শেষে॥
কাশী কাঞ্চী কান্যকুব্জ মথুরা মিথিলা।
রাজা রাজচক্রবর্ত্তী আদি নিমন্ত্রিলা॥
ভাগ্যের পরীক্ষা হেতু নানা রাজসুত।
প্রেরণ করিছে বার্ত্তা পাঠাইছে দূত॥
অধীরা হইলে কি বা হবে, ঠাকুরাণি।
ভাটকে পাঠান আমি সুযুক্তি না মানি॥
অনূঢ়া নবীনা তুমি, মাতার অধীনা।
বুঝে দেখ এই কার্য্য অনুচিত কি না॥
সহসা করিলে কর্ম্ম সফল না হবে।
দশ দিগে দশ জন দশ কথা কবে॥
আমি অপমান পাব তুমি অনুযোগ।
তিরস্কার পুরস্কার সুশীলার ভোগ॥

গুজ্‌রাট হইতে দূত আসিবেক ফিরে।
যে আসিবে নাথ তব না যাইবে ফিরে॥
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা কে করে খণ্ডন।
ধৈর্য্য হও রাজবালা স্থির কর মন।
পদ্মিনী প্রফুল্ল হয় রবির প্রকাশে।
হতাশ না হয় কন বিচ্ছেদ হুতাশে॥

[সুলোচনা ও সুশীলা প্রস্থান করিল

ভানুমতী সোদ্বেগ চিন্তা।

সুশীলা দিলেক যুক্তি ভাট পাঠাইতে।
সুলোচনা যুক্তি দেয় তার বিপরীতে॥
করি কি না করি তাই চিন্তা করি মনে।
না করিয়ে স্থির হয়ে থাকি বা কেমনে॥
প্রেম পারাবার এই বড়ই দুর্ব্বার।
তরুণ তরুণী তেঁই ভাবি অনিবার॥
ভগ্না তরী ভরসায় যদি ভর করি।
সংশয় হতেছে তায় তরি কি না তরি॥
সমুদ্র তরঙ্গ দেখি মনে পাই ভয়।
আতঙ্কে বারেক ভাবি কি জানি কি হয়॥
প্রবল গঞ্জনা বায়ু বহে বহুতর।
কাণ্ডারী বিহীনা তরী জলধি দুস্তর॥
কেমনে বা ভর করি আরোহণ করি।
থাকিব তীরেতে ইথে বাঁচি কি বা মরি॥
বুদ্ধিতে প্রবীণা সেই সুলোচনা নারী।
তাহার অমতে কার্য্য না করিতে পারি॥
আসার আশায় থাকা এই যুক্তি সার।
দেখি বিধি কি লিখিল ভাগ্যেতে আমার।
অতএব এই যুক্তি করিলাম আমি।
বিধির ইচ্ছায় যদি সেই ঘটে স্বামী॥

সুলোচনা ও সুশীলার পুনঃ প্রবেশ।

[অধুনা গদ্য আশ্রয় করিয়া পরস্পরোক্তি।]

সুশীলা. রাজকুমারি, বিলাস নামে সদানন্দের পত্নী আপনার শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষে নিম্ন প্রকোষ্ঠে দণ্ডায়মানা আছে এবং কিঞ্চিৎ সুগন্ধ পুষ্প ও পুষ্প গুচ্ছ ও শুক্ল মলয়জ ও সুগন্ধ বারি ও কুঙ্কুম কস্তুরী ও মিষ্ট পান উপঢৌকন আনিতেছে, যদি প্রসন্না হয়েন তবে বিলাস উপরে আনীতা হইবেক।

ভানু. শুন সুশীলা, এই বিলাস কে আমার ভাল স্মরণ হইতেছে না।

সুশীলা. রাজকুমারি, এই বিলাস সদানন্দ ভাঁড়ের পত্নী ফলতঃ এ ও এক ভাঁড় বটে তাহাতে ব্যত্যয় নাই। রাণী ঠাকুরাণী ইহার মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট হইয়া আপনার সহিত মধ্যে২ সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া উৎসাহ দান করিয়াছেন এক্ষণে যেমত আজ্ঞা হয়।

ভানু. অরে এখানে দাসীরা কে আছে।

(অন্তঃ প্রকোষ্ঠ হইতে দাসীর উত্তর।)

ঠাকুরাণী, এই আইলাম।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী. কি আজ্ঞা, ঠাকুরাণি।

ভানু. সদানন্দের পত্নী বিলাসকে উপরে আন।

দাসী. যে আজ্ঞা, ঠাকুরাণি।

(দাসী প্রস্থান করিল।

ভানু. অয়ি সুলোচনে, সদানন্দের বিলাসকে এক্ষণে আমার

ভাল মনে পড়িল, ইটি রসিকা বটে, আর নামটি ও ভাল।

সুলোচনা. রাজকুমারি, বিলাস তো নবীনা নয় এক প্রকার মাগী বটে।

ভানু. তা, বটে, কিন্তু নবীনার মত কাচ কাচে। সুশীলা মন্দ বলে নাই এও যে এক ভাঁড় বটে। এই দেখ আসিতেছে।

বিলাসের প্রবেশ।

ভানু. কও বিলাস, কেমন আছ, অনেক দিনের পর কি মনে করে?

বিলাস. ঠাকুরাণি প্রণাম করি, তোমার রাঙ্গা চরণ দর্শন করিতে আইলাম, আর সদানন্দ যে কিঞ্চিৎ ভেটের দ্রব্য আয়োজন করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে দৃষ্টি প্রসাদ হইলে শ্রম সার্থক হয়।

ভানু এই সকল দ্রব্য উপাদেয় ও রাজ ভোগ্য গ্রাহ্য বটে। বিলাস, আমি আপ্যায়িত হইলাম।

সুশীলা সকৌতুকা হাঁ বিলাস, সদানন্দ তোর কে হয়?

বিলাস সস্মিতা আজ্ঞা ঠাকুরাণি, ইনি আমাদের তিনি, অর্থাৎ আমার তিনি, কি না সেই তিনি।

সুশীলা. হাঁ বিলাস তবে কি তুই স্বামির নাম ধরিস?

বিলাস. ঠাকুরাণি, অবরে সবরে একং বার ধরিয়া থাকি

পরিহাস রতা ইহাতে কিঞ্চিৎ সুখ আছে। আপনি থুবড়া তাহা কি জানিবেন। কিন্তু সুশীলা ঠাকুরাণী আপনি বড় ন্যকরা করেন, আমি ভ্যাকরা নই যে এত ন্যকরা করিব, যদি ও পাড়ার অমুক ন্যাকরা হইত তবে

তোমার সহিত মিলিত। তুমি এক সুর্পনখা ঠাকুরাণী।

সুশীলা. তোমার মুখে ছাই, আমি তোমাকে রাজকুমারী দর্শন করাইলাম তাহার ফল এই? হাঁ লো?

বিলাস. ঠাকুরাণি সে যা হউক আমার অভিলাষ যে রাজ-কুমারী স্বয়ম্বরা হইলে আমি একখানি সুবর্ণালঙ্কার ও কুসুম বর্ণের সাটী পাই যে ঐ বসন ভূষণে ভূষিতা হইয়া আনন্দে সদানন্দে দেখাই।

সুশীলা. তোর কি কুসুম বর্ণের সাটী পরিবার আর বয়েস আছে হাঁ বিলাস?

বিলাস. ঠাকুরাণি যদিও নাই বটে, তবু যা আছে তা অন্যের পর্ব্বত। ইতিই আমারদের তিনি কত ভাল বাসেন। কিন্তু যা হউক ঠাকুরাণি, কারু এমন তিনি নাই ব্যানে।

সুশীলা. তোর কপাল ভাল লো, বিলাস।

বিলাস. আজ্ঞা ঠাকুরাণি, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তাই বটে এক্ষণে ষষ্ঠীর কৃপায়———,

সুশীলা আ তোমার মরণ, আ তোমার মরণ, কি বলে দেখ।

বিলাস. কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিলে আমার মঙ্গল, আমি তাই বলি, এমনটি আর হয় না। দেখ ঠাকুরাণি তিনি বাহিরে সর্ব্বদাই আমোদ প্রমোদে থাকেন। আমি বাটীতে আমোদ প্রমোদে থাকি। দুই জনায় সংসার চালাই। কোন বাক্য ব্যয় হয় না।

[এই স্থানে ভানুমতী, সুলোচনা ও সুশীলার উভয়ায় হাস্য।]

সুশীলা. হাঁ বিলাস, তুই নাকি গান বাদ্য জানিস্? অর্থাৎ নাচ কাচ?

বিলাস. হাঁ ঠাকুরাণি জানি, পূর্ব্বে দময়ন্তীর যাত্রা করিতাম, কিন্তু তাহাতে দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ না হওয়াতে এক্ষণে ঘরে বসিয়া যাত্রা করি এই শুন।

সুশীলা. রাজকুমারীর শুভ বিবাহ নির্ব্বাহ হইলে তোমাকে যথেষ্ট বস্ত্রালঙ্কার পারিতোষিক দিবেন।

ভানু. সহচরি, এক্ষণে বিলাসকে পাঁচটি সুবর্ণ মুদ্রা দেও, নচেৎ বিলাস মন ভারি করিবে।

সুশীলা. হেদে বিলাস এই লও, ধর রাজকুমারী তোমাকে পাঁচটি স্বর্ণ মুদ্রা দিতেছেন, তুষ্ট হইয়া ঘরে যাও।

বিলাস. যে আজ্ঞা ঠাকুরাণি, যথেষ্ট পাইলাম, বিবাহের সময় আসিব।

[বিলাসের প্রস্থান।

ভানু. দেখ সুশীলে, এই বিলাসের অন্তঃকরণটি বড় পরিষ্কার, ইহার প্রতি আমি বড় তুষ্ট হইলাম।

সুশীলা. রাজকুমারি, ইহা আশ্চর্য্য নহে কেননা প্রগল্ভা নারী মাত্রেই উদারা ও রসিকা হয়েন ও তাহারদের অন্তঃকরণে কোন মালিন্য থাকে না। এই বিলাসের বাক্য শুনিলে হঠাৎ সংশয় জন্মিতে পারে কিন্তু ইহার চরিত্র এমতি পবিত্র যে রাণী ঠাকুরাণী ইহাকে রাজপুরে আসিতে নিষেধ করেন না।

[ভানুমতী, সুলোচনা ও সুশীলার প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

রঙ্গ ভূমি উজ্জয়িনীর রাজবাটীর বহিঃ প্রকোষ্ঠ।

বীরবর রাজা, ভট্ট, বিষ্ণু শর্ম্মা ও আরং পারিষদ ও রাজ কর্ম্মচারি প্রভৃতির প্রবেশ।

গদ্য।

বিষ্ণুশর্ম্মা. মহারাজ অদ্য সৌর ফাল্গুনের একাদশ দিবস এবং অকাল গত প্রায়, বৈসাখীয় উনবিংশতি দিবসান্তে শুদ্ধ কাল প্রবৃত্ত হইলে ভানুমতী রাজ সুতার বিবাহের লগ্ন নির্ণয় করা যাইবেক, অগ্রে পাত্রের নির্ণয় হউক।

বীরবর রাজা } যদি ইহাই ভদ্র, তবে এই হউক।

গঙ্গা নায়ক ভাটের প্রবেশ।

ভাট. মহারাজ, জয় হউক, সম্প্রতি নিবেদন, কন্দর্প কেতু নামে কাশীরাজ পুত্র ও বিজয়কেতু নামে কলিঙ্গ রাজ তনয়, আপনাদের ভাগ্যের পরীক্ষার্থ ভানুমতীর কিরণে আকৃষ্ট হইয়া এই উজ্জয়িনী নগরে আগত হইয়াছেন। রাজ নন্দনেরদিগের সমভিব্যাহারে বহুতর সৈন্য সামন্ত ও অসীম গজ বাজি নিযুক্ত আছে। শ্রীমন্মহারাজের আদেশ হইলে বিদেশীয় রাজপুত্রদিগের ও অনুগামিগণের অবস্থানোপযুক্ত স্থান দেওয়া যায়। এবং পশ্বাদিও উপযুক্ত স্থানে থাকে এতভিন্ন কাঞ্চি ও কান্যকুব্জ ও মগধ মথুরা ও মিথিলা অঙ্গ বঙ্গাদি হইতে যেং রাজপুত্রেরা আসিয়াছেন, মন্ত্রিবরের নিয়োগ ক্রমে ঐ মহোদয়দিগকে যথোপযুক্ত আবাস প্রদত্ত ও তাঁহারদিগের ভক্ষ্য ভোজ্যের নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ধীরবর. এক্ষণে কন্দর্পকেতু ও বিজয়কেতু নামে রাজ পুত্র দ্বয়কে যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক উচিত স্থানে অবস্থান করাও, ও চর্ব্যচোষ্য লেহ্যপেয়াদি সসৈন্য ভোজন প্রদানের নিয়ম কর। রাজনন্দনেরা সমুচিত কালে সভাতে আহুত এবং শপথ করিয়া সম্পুট গৃহে নীত ও যবনিকান্তর্ব্বর্ত্তিনী রাজনন্দিনী কর্ত্তৃক দর্শিত হইবেন, ইহা ঘোষণা দেওয়াও।

ভাট. যে আজ্ঞা মহারাজ, এই হউক।

পয়ার।

কন্দর্পকেতুর কিছু শুন মহারাজ।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ সেই যুবরাজ॥
বয়েসে নবীন অতি বিক্রমে বিশাল।
ঐশ্বর্য্যের নাহি অন্ত পিতা মহীপাল॥
ধনুর্ব্বিদ্যা শিল্প বিদ্যা বিজ্ঞ রাজ সুত।
শাস্ত্রবিদ্যা শস্ত্রবিদ্যা জানয়ে অদ্ভুত॥
শান্ত দান্ত দয়াবন্ত গুণের সাগর।
অযোগ্য না হয় রাজা ভানুমতীশ্বর॥
বিজয় কেতুর কিছু কহি বিবরণ।
সংক্ষেপেতে মহারাজ করুন শ্রবণ॥
কলিঙ্গ ভূপতি সুত এই যুবরাজ।
সৌরভে আমোদ যার নৃপতি সমাজ॥
পাণ্ডব অর্জ্জুন প্রায় পরাক্রম যার।
খাণ্ডব দহিতে পারে শক্তি আছে তার॥
রূপে গুণে কুলে শীলে বিজয় নিপুণ।
ধনে মানে শ্রেষ্ঠ বটে এই তাঁর গুণ॥
সংক্ষেপেতে বর্ণিলাম রাজপুত্রদ্বয়।
ভানুমতী রত্ন ইথে যার ভাগ্যে হয়॥

[গঙ্গানায়ক ভাটের প্রস্থান।

গদ্য।

বীরবর. এক্ষণে সায়ংকাল উপস্থিত অতএব সভার কার্য্য সমাধা হউক। ও সভ্যেরা বিদায় হউন।

[রাজা ও বিষ্ণুশর্ম্মা পুরোহিত ও পাত্র মিত্র সভাসদ ও পারিষদ ও রাজকর্ম্ম চারিগণ সকলে প্রস্থান করিল।

পঞ্চম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি উজ্জয়িনী নগর সদানন্দ ভাঁড়ের বাটী।

সদানন্দ ও বিলাসের প্রবেশ।

গদ্য।

সদানন্দ. অয়ি বিলাস. আজি যে তোমার বড় উল্লাস দেখিতেছি। রাজ বাটী গিয়াছিলে, কি হইল, রাজ কুমারি কি কহিলেন এবং সহচরীরাই বা কি রূপ আলাপ করিলেন।

বিলাস. আমার মিষ্ট বাক্যে রাজকুমারী তুষ্টা হইয়া সুশীলা সহচরীর হাত দিয়া আমাকে পাঁচটি সুবর্ণ মুদ্রা দিলেন এবং সহচরিরাও বড় আমোদিত হইলেন আর কহিলেন যে তুমি রাজ কুমারীর বিবাহের সময়ে আসিও সুবর্ণালঙ্কার ও পরিপাটী সাটী দিব।

সদা তোমার মিষ্ট বাক্যে তুষ্টা হইয়া রাজকুমারী স্বর্ণ মুদ্রা দিলেন. তাই বটে? আমার ভেট দেখিয়া তুষ্টা হইয়া সোণার টাকা দিয়াছেন।

বিলাস. হাঁ। তোমার ভেটের জন্য রাজকুমারী পেট ধুয়ে ছিলেন। রাজ বাটী সামগ্রীর অভাব কি, আ পোড়া

বুদ্ধি এও বোধ নাই। না জানি তোমাকে কোন বিধাতায় গড়িয়াছিলেন।

মদ. যা হউক এত দিনের পরে বিলাস তুমি কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিলে।

বিলাস. তুমি যে কহিয়া থাক যে বিলাস কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে না কেবল বসিয়া খায় তবে এখন এ কি? বলি এখন এ কি? পাঁচ মোহর একেবারে উপার্জ্জন করিলাম সুবর্ণের মুদ্রা অর্থাৎ স্বর্ণের টাকা, কি না সোণার মোহর, অর্থাৎ মোহরের সোণা, যাহাতে অভরণ জন্মে ও লোকে পরিলে শোভা হয়। আবার ধর এখনও হয় নাই, এমন একং স্বর্ণের টাকায় একং কুড়ি রূপার টাকা হয় তাহাতে পাঁচ স্বর্ণের টাকায় পাঁচ কুড়ি রূপার টাকা হইবেক. তবে পাঁচ কুড়ি রূপার টাকা কত হয়, লেখা কর না? এখন পোড়ার মুখ শুকাল কেন। বিলাস কেবল বসিয়া খায় এক কড়া উপার্জ্জন করিতে পারে না, তোমার জন্ম চৈতন্যে এত টাকা উপার্জ্জন করিয়াছ। আজন্মেও কি এত মোহর উপার্জ্জন করিয়াছ?

মদ. না, আমি এমত বলি না যে তুমি কিছু উপার্জ্জন করিতে পার না, তুমিও উপার্জ্জন কর আমিও করি; তবে আমি বাক্য ব্যয় অর্থাৎ বাগ্ বিক্রয় দ্বারা উপার্জ্জন করি, তুমি আপন গতর বিক্রয়ের দ্বারা উপার্জ্জন কর।

বিলাস. বলি কি-কি-কি. শুনি কি? আ মুখে ছাই। তোমাকে ভুলে রয়েছেন।

মদ. তা নয়, বলি আমি বাক্য ব্যয় দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া থাকি তুমি আপন পরিশ্রমের দ্বারা অর্থাৎ গতর খাটাইয়া উপার্জ্জন কর।

বিলাস. তবে রক্ষা পাই।

মদ্য. সে যাহা হউক, প্রিয়ে আমার এক্ষণে এক কথা শুন, রাজকুমারীর স্বয়ম্বরার কাল নিকটবর্ত্তী প্রায়, অতএব তুমিও ক্রমশঃ সুকেশা ও সুবেশা ও সাভরণা হইয়া লাবণ্য বিশিষ্টা হও, যে স্থির সৌদামিনীর ন্যায় দৃশ্যমানা যে সেই রাজবালা তাঁহার আনন্দ-জনিকা ও চপলার ন্যায় চঞ্চলা যে সেই সুশীলা প্রভৃতি সহচরীগণ তাঁহারদের মনোরঞ্জিকা হইবা, বিশেষতঃ তোমার আশু তুষ্টকারিণী নৃত্যগীত শক্তি আছে এতাবতা এই এক সৌভাগ্য কাল উপস্থিত, অতএব যাহাতে এই সদুপায়ের কাল নিষ্ফল গত না হয় তাহার সদুপায় কর।

বিলাস. হে প্রিয় বল্লভ! আপনি যে আশা করিতেছেন তাহা আশু সফলা হউক। কিন্তু আমার নৃত্যগীত শক্তির ইদানীং অনেক হ্রাসতা হইয়াছে বিশেষতঃ আমি গত যৌবনা ও ভগ্ন দশনা হইতে বসিয়াছি, নৃত্যের অঙ্গ অঙ্গ ভঙ্গী, ফলতঃ নৃত্যই অঙ্গ ভঙ্গী বিশেষ। অতএব হে নাথ, দেখ যৌবন রূপ তরঙ্গের মান্দ্য হইলে নৃত্যের যে স্বাভাবিকী আকর্ষণ শক্তি তাহা ক্ষীণতাকে পায়, তথাচ যাহা সাধ্য তাহা সিদ্ধ হইবেক যাহা হউক রাত্রি স্বল্পা আছে অতএব অনুনতি করুন যে দণ্ডেক বিশ্রাম করি পথ পর্য্যটনে আমার অনেক শ্রম হইয়াছে।

মদ. প্রিয়ে তবে এক্ষণে বিশ্রাম কর কেননা অতিশয় শ্রম জন্য তোমার ঘন শ্যামাঙ্গে ঘর্ম্মবিন্দুচয় দীপ্যমান হইতেছে তাহাতে অসিত পক্ষের তমস্বিনীতে উদিতা তারাযুক্ত গগণ মণ্ডলের যে রূপ শোভা হয় তোমার বদন মণ্ডলের তেমতি শোভা হইয়াছে।

[মদানন্দ ও বিলাসের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

রঙ্গভূমি উজ্জয়িনী রাজবাটীর অন্তঃপুর।

ভানুমতী রাজকুমারী এবং সুশীলা ও সুলোচনা সহচরী দ্বয়ের প্রবেশ।

পয়ার।

রাজকুমারী। কেনবা বিষণ্ণ মন হইছে আমার।
কহ সুলোচনা সখি করিয়া বিচার॥
আসনে অশনে আর শয়নে স্বপনে।
সদাই অসুখ মনে জন্মিল কেমনে॥
বসনে ভূষণে যেন দংশিতেছে বিছা।
সংসারের সুখ আমি বুঝিতেছি মিছা॥

সুলোচনা। অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যে সুখ নাহি ঠাকুরাণি।
কুটীরে নাহিক সুখ একথাও মানি॥
সুখ দুঃখ মনো মধ্যে শুন রাজসুতা।
মধ্যম অবস্থা মানি সর্ব্ব গুণ যুতা॥
অতি দুঃখে দীন দুঃখী হয় অবসান।
অল্পেতে অসুখী হয় অতি ধনবান॥
তোমার অসুখ মাত্র অতিশয় ধনে।
বিষণ্ণা হইছ তেঁই এই লয় মনে॥

রাজকুমারী। এইত অপূর্ব্ব কথা উত্তম কহিলে।

সুলোচনা। ফলোদয় হয় আরো কার্য্যেতে করিলে॥

রাজকুমারী। মুখে যাহা বল তাহা কাযে নাহি ঘটে।
ভাবিয়া দেখহ সখি বটে কি না বটে॥
তথাস্তু বলিলে যদি হৈত সেইরূপ।
কুটীর প্রাসাদ হৈত দীন হৈত ভূপ॥
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি পিতা করিলেন পণ।

সম্পুটে চিনিবে যেই সেই প্রিয় জন ॥
না জানি চিনিবে কিসে কেবা হবে স্বামী।
চিত্র অনুরূপে কোথা লুক্কায়িত আমি ॥
পিতার আছয়ে ইথে গূঢ় অভিপ্রায়।
সুজন চতুর বিনা কে চিনে আমায় ॥
সংক্ষেপ করিয়া কহ শুনি সুলোচনা।
কোথা হইতে রাজসুত এলো কত জনা ॥
যবনিকা মধ্যেতে বৈসহ এক বার।
সভাতে দেখহ যত রাজার কুমার ॥
কি গুণ তাঁহারা ধরে কার কিবা দোষ।
শুনিতে বাসনা সখি করহ সন্তোষ ॥

সুলোচনা। যথা শুনিলাম আমি রাণীর আগারে।
একে২ সব কথা কহিব তোমারে ॥
হের দেখ অঙ্গ হতে অঙ্গ রাজসুত।
অনঙ্গের অঙ্গ যার শুনিতে অদ্ভুত ॥
কুরঙ্গ নয়ন তার তুরঙ্গের বল।
গতি দেখি ক্ষোভ পায় মাতঙ্গের দল ॥
অঙ্গের লাবণ্য দীপ দীপ্যমান তায়।
আতঙ্গে রমণী পোড়ে পতঙ্গের প্রায় ॥
নবীন বয়স বটে তর্ক শাস্ত্রে পটু।
এই মাত্র দোষ তার বাক্য কিছু কটু ॥

রাজ কুমারী } কটুতা লইয়া কায নাহিক আমার।
পটুতা লইয়া যান দেশে আপনার ॥

সুলোচনা। বঙ্গ রাজসুত কথা ব্যঙ্গ নাহি জান।
অশ্বের রক্ষণে পটু এই কথা মান ॥
অঙ্গ রাজসুত হইতে রূপে কিছু ন্যূন।
অস্ত্র বিদ্যা শাস্ত্র বিদ্যা আছে বহু গুণ ॥
বয়সে প্রবীণ নহে কাব্য শাস্ত্রে দড়।
অতুল ঐশ্বর্য্যবান কুলে শীলে বড় ॥

আসিয়াছে এই দেশে ভানু লাভ হেতু।
রাজ কুলোজ্জ্বল বটে নাম মীন কেতু।

রাজকুমারী। অশ্বের বৈদ্যেতে সখি নাহি প্রয়োজন।
অন্য দেশে অশ্বিনী করুন অন্বেষণ॥

সুলোচনা। কাঞ্চী রাজসুত কথা শুন রাজবালা।
অসুখী না হবে যদি এই পায় মালা॥
কাঞ্চন জিনিয়া কান্তি কাঞ্চীর নন্দন।
ইন্দীবর নিন্দি হের সুন্দর বদন॥
রাজীবের যুগ হের যুগল নয়নে।
যুগল মৃণাল বাহু যুক্ত যার সনে॥
কথা কয় সুধাময় অমৃতের ধার।
কটাক্ষ বিষের প্রায় নাহি প্রতিকার॥
গুণ শিক্ষা করিতেছে নবীন বয়েস।
হের দেখ রাজবালা বালকের বেশ॥

রাজকুমারী। বালিকা না হই সখি বালকে কি কায।
বরিলে হাঁসিবে বুঝি নারীর সমাজ॥
বাসর গৃহেতে যদি কান্দে কাঞ্চী রায়।
নাহি জানি কে সান্ত্বনা করিবেক তায়॥

সুলোচনা। কান্যকুব্জ কথা এবে মন দিয়া শুন।
ঘনশ্যাম বর্ণ বটে গুণে নহে ঊন॥
কৃষ্ণ না হইলে মুখ হইত কমল।
অঙ্গের হিল্লোল যেন কালিন্দীর জল॥
কদম্ব কুসুম প্রায় প্রফুল্ল শরীর।
মৃগয়ানুরক্ত সদা সুন্দর সুধীর॥
পুনরবতীর্ণ যেন অখিলের পতি।
কান্যকুব্জে জন্মিলা লভিতে ভানুমতী।

রাজকুমারী। কৃষ্ণ পক্ষে শুক্ল পক্ষে না হয় মিলন।
স্বদেশে করুন যাত্রা রুক্মিণী রমণ॥

সুলোচনা. বারেক মগধ সুতে হের ভানুমতি।
সূক্ষ্ম বুদ্ধি স্থূল কায় সুমেরু মূরতি॥
শুক্ল মলয়জ অঙ্গে শোভিতেছে যার।
কিরণে মলিন হের মুকুতার হার॥
ধবল মাতঙ্গে আসিয়াছে নৃপবর।
দুর্ব্বলের বল এই মগধ ঈশ্বর॥
ধনের নাস্তিক অন্ত তথাপি নির্ধন।
ধনী হয় যদি পায় ভানুমতী ধন॥
এই ধন লোভে আসিয়াছে এই দেশে॥
কহ ধনী নহে কেন বঞ্চয়ে বিদেশে॥

রাজ কুমারি } সুমেরু সহিত কেবা হইবে দোসর।
হের দেখ অঙ্গ মম কাঁপিছে সত্বর॥
পদ্মিনী গঠিল যারে সেই পদ্ম যোনি।
হস্তিনী কেমনে সেই হইবেক ধনী॥

সুলোচনা. কংসের বংশেতে জন্ম মথুরায় ঘর।
হের দেখ রাজবালা রাজার কুমার॥
মৃগাঙ্ক বিহীন যার মুখ শশধর।
শীতল নীহারে করে শীতল অন্তর॥
অমৃত আধার মুখে ক্ষরে বাক্য সুধা।
কর্ণ পথে পান কর দূর হবে ক্ষুধা॥
বারেক অপাঙ্গে হের যুবক কেশরী।
তব লাগি আসিয়াছে শুনলো কিশোরি॥
মদন সশঙ্ক সদা রতির কারণে।
পতি ভ্রমে যদি রতি ভজে এই জনে॥
নানা গুণোপেত বটে রাজার তনয়।
সম্পুটে চিনিতে তোমা এই যোগ্য হয়॥

রাজ কুমারী } শুনিয়াছি কংস বংশ নিদারুণ অতি।
এই হেতু বরিবারে নাহি হয় মতি॥

সুলোচনা. হের দেখ চন্দ্রাননি মিথিলার ভূপ।
চন্দ্র বংশে জন্ম কিবা অপরূপ রূপ।
চন্দ্র যেন ভূমণ্ডলে হয়েছে উদয়।
বারেক অপাঙ্গে হের হইয়া সদয়॥
আর যত রাজপুত্র দেখ বরাননে।
তা সভে তোমার প্রীতি না হইবে মনে॥
বর্ণনে নাহিক ফল শুন রাজবালা।
ভাবিয়া দেখহ মনে যেই পাবে মালা॥
কলিঙ্গ কাশীর পুত্র বর্ণিয়াছে ভাটে।
শুনিয়াছ তুমি তাহা থাকি অন্তঃপাটে॥
রাজবাট হতে ভাট যখন ফিরিবে।
চিত্তের বৃত্তান্ত তুমি তখন শুনিবে॥
যেই সব রাজপুত্রে তব নহে মতি।
বিদায় দিবেন রাজা অতি শীঘ্রগতি॥

(ভানুমতী ও সুলোচনা ও সুশীলার প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম অঙ্গ।

রঙ্গভূমি গুজরাট নগর চারু দত্ত বণিকের বাটী।

চারু দত্ত ও চিত্তবিলাস ও চিত্রসেন ও চন্দ্রসেন ও জয়দেব ও সহদেবের প্রবেশ।

পয়ার।

চারুদত্ত. কহ সখে আজি কেন মলিন বদন।
নাহি মুখে বাক্য তব কিসের কারণ॥

কি দুঃখ ঘটিল কিবা কোন প্রয়োজন।
সখারে আপন মন না কর গোপন ॥

লঘু ত্রিপদী।

চিত্ত বিলাস. আমি অকিঞ্চন, শুন মিত্রগণ,
আকিঞ্চন এক আছে।
উজ্জয়িনী সুতা, হবে পরিণীতা,
যাব আমি তার কাছে ॥
নাম ভানুমতী, মদনের রতি,
জিনিয়া ধরয়ে রূপ।
রূপে ভগবতী, গুণে সরস্বতী,
শুনি এলো কত ভূপ।
কেমনে বাখানি, সেই ধনী বাণী,
ধন ত্যজি কতজন।
এলো ধনী হতে, ধনীরে লইতে,
বুঝি দেখ কিবা ধন।
যে পাবে এধন, কুবেরের ধন,
সেই জন তুচ্ছ করি।
হৃদয় ভাণ্ডারে, রাখিবে তাহারে,
অন্যধন পরিহরি ॥
প্রাণ ধন তুল্য, অথবা অমূল্য,
ধনেশের মত ধন।
পণ নহে তার, শুন কথা সার,
এই ধনে প্রয়োজন ॥
হই রাজ সুত, নহি ধন যুত,
এই দুঃখে ভাবি আমি।
রাজ্য নিল অরি, কেমনে বা তরি,
রাজা হৈলা স্বর্গগামী ॥
লয় মম মন, পাইব সে ধন,
যদি কিছু ধন পাই।

স্মরিয়া শ্রীহরি, আয়োজন করি,
উজ্জয়িনী চলি যাই ॥

পয়ার।

চারুদত্ত. মদীয় বিভব যত দেখ মিত্রবর।
ভাসিতেছে সেই সব অর্ণব উপর ॥
নানা দেশে নানা পোত করিল পয়ান।
লইয়া বাণিজ্য দ্রব্য না পাই সন্ধান ॥
উপায় কি করি এবে আমি অর্থ হীন।
দেখ সখে যদি পাও মম নামে ঋণ ॥
লক্ষপতি নামে আছে এক মহাজন।
দিবে ঋণ কলে সেই বড়ই দুর্জ্জন ॥
ঋণ পত্র দিব আমি চিন্তা নাহি তার।
সহস দশেক মুদ্রা কর তুমি ধার ॥
মাস ত্রয়ে ফিরিবেক পোত তিন খান।
আসিবে অনেক অর্থ ইথে নাহি আন ॥
এই কাল মধ্যে ঋণ পরিশোধ হবে।
ঋণ পত্র দিব মিত্র প্রয়োজন যবে ॥
কুষীদ লিখিয়া দিব লক্ষ যাহা চায়।
ইহা ভিন্ন আর কিছু না দেখি উপায় ॥
যাহ সখে চন্দ্রসেন লক্ষের ভবন।
দেয় কি না দেয় বুঝ লক্ষের লক্ষণ ॥
শীঘ্র তথা যাহ তুমি যথা লক্ষপতি।
চিত্ত সহ পরে আমি যাব দ্রুতগতি ॥

(চিত্তবিলাস ও চারুদত্ত ও চিত্রসেন ও
জয়দেব ও সহদেবের প্রস্থান।

চন্দ্রসেন. কুষীদ গ্রহণে লক্ষ রাক্ষস বিশেষ।
একাকি চিন্তা গত { নিতান্ত নিষ্ঠুর ক্রূর সন্দিগ্ধের শেষ ॥
না দেখি ইহার তুল্য সংসার ভিতরে।

দয়া ধর্ম্ম লেশ নাহি তার কলেবরে॥
দশ মুদ্রা ঋণ দিয়া দশ গুণ লয়।
তথাচ তাহার ঋণে মুক্ত কেবা হয়॥
নাশিল সংসার এই পাপ অবতার।
সুবর্ণ গুচ্ছরাটি দেশ কৈল ছার খার॥
উদরে না দেয় অন্ন অঙ্গেতে বসন।
কথা কয় যেমনয় করয়ে চর্ব্বণ॥
রূপসী যুবতী কন্যা গৃহেতে রাখিল।
অর্থ ব্যয় ভয়ে তারে কারু নাহি দিল॥
দুলাল সহিত যুক্তি করিয়া এখন।
শশী মুখী কন্যা তার করিব হরণ॥
বুঝিয়া দিয়াছে নাম সাবিত্রী রূপসী।
কিরণে তিমির রাশি নাশ করে শশী॥
কঠিন কটাক্ষ যার কন্দর্পের ফাঁস।
বিহঙ্গ পুরুষ মন করিবারে নাশ॥
চাঁচর চিকুরে ঢাকিয়াছে পৃষ্ঠ দেশ।
অপূর্ব্ব বিনানি বেণী বিশেষে সুবেশ॥
সম্মুখেতে কেশ গুচ্ছ পড়িয়াছে আসি।
ঘেরিতেছে শশি যেন নীরদের রাশি॥
হৃদয়ে ফুটিছে কুচ কমলের কলি।
সুগন্ধেতে ঝাঁকেং ভ্রমিতেছে অলি॥
জিনিয়া সুবর্ণ বর্ণ অঙ্গের বরণ।
অনঙ্গের রতি জিনি অতি সুচিকণ॥
অনঙ্গ মোহিনী কেন দুর্জ্জনের তরে।
সাধিয়া হইব সিদ্ধ বিধাতার বরে॥

(চন্দ্রসেনের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি গুজরাট নগর চন্দ্রসেনের বাটী।

চন্দ্রসেন ও ভৃত্যের প্রবেশ।

গদ্য।

চন্দ্রসেন. লক্ষপতির ভবনে গমন করিব শীঘ্র আয়োজন কর।

ভৃত্য. ঠাকুর সকলি প্রস্তুত আছে। ক্ষৌরী হউন, নাপিত ডাকিয়া আনি।

[বিরলে] হাঁ এই বটে। আমি যাহা অনুভব করিয়াছি তাই বটে। নচেৎ এত দিনের পরে লক্ষপতির ঘরে গমনের কারণ কি? লক্ষ লোক সরল নহে, কিন্তু যদি লক্ষের ঘর হইতে লক্ষ্মী আইসে তবে ঠাকুরের লক্ষ্মীছাড়া অপবাদ যাইবে, এও মন্দ লক্ষণ নহে, ক্ষতি কি?

চন্দ্র. তুমি এখনও যাও নাই। থাক২।

ভৃত্য. ঠাকুর, এই চলিলাম।

(প্রস্থান করিল।

চন্দ্র. ছোঁড়া বড় শঠ। বুঝি কতক বুঝিয়াছে, যখন চারু-
(নির্জ্জনে) দত্তের গৃহে আমি একাকী এই কথা তর্ক করিতেছিলাম, তখন এই চতুর চার্ব্বাক তাহা আড়ালে থাকিয়া শুনিয়া থাকিবে, তাহাতে ক্ষতি কি? তবে অল্প বুদ্ধি যদি অগ্রে প্রকাশ করে তবে জানা জানি হইলে লোকে শীঘ্র কানাকানি করিবেক।

ভৃত্য ও কালুরায় নাপিতের প্রবেশ।

কি হে কালু যে। আ সর্ব্বনাশ, অদ্য এই খানেই সন্ধ্যা দেখিতেছি।

কালু. ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করুন। অদ্য গুরুবার কি জন্য দাসকে স্মরণ করিয়াছেন যদি ক্ষুরি কার্য্যের জন্য হয় তবে অকর্ত্তব্য কেননা গুরুবারে ক্ষুরি কার্য্যে মান হানির সম্ভব।

ভৃত্য. ঠাকুর, অন্য কোন নাপিত দৃষ্ট না হওয়াতে পাঁজী, পুঁথি দেখিতেছিলেন যে এই কালু রায় তাঁহাকেই আনিলাম, ইনি ক্ষৌরী কার্য্যেও কতক ভাল।

চঞ্চ. কতক ভাল, সে কেমন।

কালু. বিশেষতঃ আপনকার রেবতী মীন সুতরাং এক্ষণে কোন২ পাপ গ্রহ অতি প্রবল আর ক্ষুরি কার্য্য অতি কঠিন, কেননা দেখুন খুরুপা বাণের ন্যায় গমনশীল যে ক্ষুর, স্বল্প কালের জন্য কেশ কর্ণ নাসিকাদি সকলি ইহার অধীন হয়েন। ইহাতে কি জানি সকল গ্রহের বলাবল বিবেচনা না করিয়া এই কঠিন কার্য্যারম্ভ করিলে আপনকার ক্ষতাঙ্গ হইবার সম্ভব।

চঞ্চ. বোধ করি, তোমার দ্বারা কোন দুর্ঘটনা হইয়া থাকিবেক।

কালু. আজ্ঞা ঠাকুর, এমন নয়, তবে গত বৎসর অতি দুশানান ক্ষত্রিয় সন্তান বারম্বার বারিত হইলেও বারণ না শুনিয়া অকালে নিষিদ্ধ এই কার্য্যে আমাকে প্রবৃত্ত করিলে রাহুগ্রহের অশুভ দৃষ্টিতে ক্ষুরাগ্রভাগ দ্বারা তাঁহার নাসিকাগ্র ছিন্ন ও শোণিতময় হইল ইহাতে গতনাসিক ঐ ক্ষত্রিয় সন্তান ক্ষতজনিত জরাযুত ও জ্বরাতিসারগ্রস্ত হইয়া আশু পঞ্চত্ব ফলতঃ নির্ব্বাণকে পাইলেন ,ইহাতে

হিতাহিত বিবেচনা রহিত মূঢ় লোকেরা ঐশ্বরিকী ইচ্ছা না মানিয়া ক্ষুরি কার্য্যে পটু আমাকে যৎকিঞ্চিৎ কটু কহিলেন।

চন্দ্র. (ত্রাসিত) কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কালু তুমি বিদায় হও, আমি ক্ষৌরী হইব না।

কালু. তৎপূর্ব্ব বৎসরেও এইরূপ এক ঘটনা হইয়াছিল, তাহাতেও কালুর কিঞ্চিৎ অযশ রটনা হয়, অর্থাৎ এক অগ্নি হোত্র বিপ্র লোকান্তর গত পিতার একোদ্দিষ্ট দিবসে আমাকে কহিলেন যে কালুরায় আমি ক্ষৌরী হইব, ফলতঃ সাবধানে কার্য্য কর যেমতে ক্ষতাশৌচ না হয়, তাহাতে সাগ্নিক বিপ্রের বাক্য অনুচিত বোধ হইলেও হেলনে প্রত্যবায় সম্ভাবনা. এই বিবেচনায় কার্য্যারম্ভ করাতে ঝটিতি ক্ষুর ধারে ফলতঃ গ্রহ দেবতা বৈগুণ্যে তাঁহার শ্রবণাগ্র ছিন্ন হইলে ঐ ভ্রষ্ট কর্ণ বিপ্র অনেক কষ্ট পাইলেন এবং ক্ষতাশৌচ জন্য সুতরাং একোদ্দিষ্ট কার্য্যও নষ্ট হইল। আরো——,

চন্দ্র. কালু রায় ক্ষান্ত হও। আমি আর শুনিতে চাহি না। হে ভগবন্ না জানি অদ্য কি বিপত্তিতে পড়িলাম।

কালু. যত্র অপায় তত্র উপায় আস্তে। অর্থাৎ ঠাকুর, যেখানে বিপত্তি সেখানে তাহার নিষ্পত্তিও আছে, অতএব শ্রবণ করুন, যৎকালীন শ্রীরামচন্দ্র সসৈন্যে সেতু বন্ধে——,

চন্দ্র. কালু, ক্ষমা কর, আমি অত্যন্ত অধৈর্য্য আছি, কোন বিশেষ কার্য্যান্তরে আমাকে সত্বরে স্থানান্তরে যাইতে হইবেক, তুমি শীঘ্র বিদায় হও।

কালু. কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না। ঠাকুর, একটি পুষ্পের নাম করুন।

চন্দ্র. কি বিপত্তি। ভাল, স্থল পদ্ম, এই নাম করিলাম।

কালু. স্থল পদ্ম, দুই তিন সাত, তার গেল সমুদ্র, বক্রি (চিন্তাযুক্ত) পঞ্চবাণ। ঠাকুর সামুদ্রিক মতে কোন প্রেম ঘটিত বিষয়।

(চন্দ্রসেনের ঈষদ্ধাস্য।

চন্দ্র হঁ, তাই বটে, তুমি এক্ষণে বিদায় হও, ওরে কালুকে রাস্তার পার করিয়া দিয়া আয়।

ভৃত্য. যে আজ্ঞা, ঠাকুর।

(কালু রায় ও ভৃত্য প্রস্থান করিল।

চন্দ্র. আমি এক্ষণেই লক্ষপতির ভবনে গমন করি, বিশেষতঃ চিত্তবিলাস ও চারু দত্ত ব্যস্ত আছেন ফলতঃ আমিও চিত্ত হইতে চিন্তিত আছি, ভগবৎ স্বেচ্ছায় অস্মদাদির চিন্তাভিলাষ পূর্ণ হউক।

(চন্দ্রসেন প্রস্থান করিল।

তৃতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি গুজরাট নগর রাজপথ।

কালু রায় নাপিত ও চন্দ্রসেনের ভৃত্যের প্রবেশ।

কালু. দেখ তোমারদের শ্রীযুত বিশিষ্ট লোক বটেন কিন্তু শাস্ত্রানুশীলনে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ নাই, বরং প্রকৃষ্ট রূপে বিরাগ দেখিলাম।

ভৃত্য. শুন কালু, সকল বিষয়ের সময় আছে, অত্যন্ত

ব্যস্ত অথচ ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত ব্যক্তির নিকট তুমি সেতু বন্ধের প্রস্তাব করিলে কি অনুরাগ সম্ভাবনা।

কালু. তা বটে, তথাচ দেখ এক সময়ে ভগবানচন্দ্র অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সখে তুমি কাহার তুল্য, তাহাতে পার্থ———,

মালতীর প্রবেশ।

মালতী. (উত্তরায়) হেদেও। বলিও। তুমি যে এখানে শাস্ত্র ঝাড়িতেছ, সেখানে ছেলে পিলে খায় কি? তা তোমার মুখে ছাই।

কালু. (অন্যমনা) তাহাতে পার্থ উত্তর করিলেন যে———

ভৃত্য. কালু তুমি থাক, আমি চলিলাম, তোমার স্ত্রী বড় মুখরা। আমার ভয় হইতেছে।

(ভৃত্য ভয়ে প্রস্থান করে।

মালতী. বলি, আমার কথা কি গ্রাহ্য হয় না? আমি কি তোমার খএব খাবার যোগ্য নই। আ মরণ।

কালু. (অন্যমনা) ইদানীং লোকের শাস্ত্রের প্রতি অনেক মন্দাদর হইয়াছে বিশেষতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা মাত্র নাই। প্রত্যক্ষ শাস্ত্র! কি দুঃখের বিষয়!!

মালতী. তোমার আজি কি হইয়াছে, গা জ্বালা করে।

কালু. শুন মালতি ইদানীং তুমি কিঞ্চিৎ মুখরা হইয়াছ আর আমাকে অনেক কটু কহিতেছ, দেখ এ ভাল নয়। শাস্ত্রে বলে যে "উক্ত প্রত্যুত্তরং দদ্যাদ্যানারী ক্রোধ তৎপরা। সারামা জায়তে গ্রামে শৃগালী নির্জ্জনে বনে।" অর্থাৎ শুন, ক্রোধ তৎপরা হইয়া যে স্ত্রী স্বামির বাক্যে উত্তর প্রত্যুত্তর করে সেই

অঘীয়সী জন্মান্তরে গ্রাম মধ্যে কুক্কুরী ও নিবিড় বন মধ্যে শৃগালী হইয়া বাস করে।

মালতী. তোমার মুখে ছাই, তোমার শাস্ত্রেরও মুখে ছাই, যদি আমি কদাচ শৃগালী হই তবে তোমার মাংস অগ্রে ছিঁড়িয়া খাইব। এখন পাইয়াছ কি তা বল।

কান্নু. অদ্য বৃহস্পতিবার, ক্ষুরি কার্য্য নিষেধ অতএব কিছু লাভ হয় নাই।

মালতী. তবে এখন ছেলে পিলে খায় কি?

কান্নু. যিনি জীব দিয়াছেন তিনিই আহার দিবেন।

মালতী. জীব তো তুমিই দিয়াছ। সে তো পাড়া প্রতিবাসি দেয় নাই।

কান্নু. আ নির্ব্বোধ।

মালতী. হাঁ এখন তাই বটে, এ বার জীব দিতে যাইও, যা মনে আছে তা করিব।

(ক্রোধ ভরে মালতী প্রস্থান করিল।

কান্নু. একাকি ও মৃদুস্বরে) স্ত্রী জাতি কি নির্ব্বোধ! আছে কি নাই তাহা বুঝে না, কেবল দেও২, ফলতঃ অর্থ হীন স্বামির আপন স্ত্রীর নিকটেও মান নাই ইহাও বাস্তবিক বটে, আর কখনং দৃষ্ট হইয়াছে ইহাঁরা দানে কি মানে বশীভূতা হন না, শস্ত্রে বা শাস্ত্রেও বশীভূতা নহেন কেনন। স্ত্রীজাতি সর্ব্ব প্রকারে বিষমা।

(কান্নু রায়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

রঙ্গভূমি গুজরাট নগর, লক্ষপতি মহাজনের বাটী।

লক্ষপতি ও চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

লক্ষ. যাহার অর্থের প্রয়োজন সেই আমাকে কহিবেক. তোমার ইহাতে কি স্বার্থ আছে।

চন্দ্র. স্বার্থ না থাকিলে লক্ষপতি তোমার বাটীতে কি-মর্থে আইলাম, তুমি এমতি অভদ্র যে ভদ্র লোক তোমার বাটীতে আইলে তাহার সম্মান কর না।

লক্ষ. তোমরা অতি দুরাচার, বহু মাংস ভোজী. বিধর্ম্মি. তোমারদের সহিত আমার প্রীতি কি? আপনারা কি আমার সম্মান করিয়া থাকেন।

চিত্ত বিলাসের প্রবেশ।

আসুন্ সম্বাদ কি?

চিত্ত. সম্বাদ, শুনিয়া থাকিবে।

লক্ষ. হাঁ, আপনারা দশ সহস্র টাকা ঋণ চাহেন।

চিত্ত. সে কেবল তিন মাসের জন্য মাত্র।

লক্ষ. কেবল তিন মাসের জন্য হয় তো ভাল।

চিত্ত. আর শুনিয়া থাকিবে, যে এতদর্থে চারু দত্ত ঋণ পত্রে স্বাক্ষর করিবেন।

লক্ষ. চারু দত্ত কি ঋণ পত্রে স্বাক্ষর করিবেন। তাহা হইলে ভাল।

চিত্ত. আপনকার অভিপ্রায় কি? এই সকল কথার আপনি কি উত্তর দেন।

লক্ষ. দশ সহস্র টাকা——তিন মাসের জন্য——আর
(ভাবনা চারু দত্তঅধমর্ণ। হানি কি।
যুক্তরূপে)

চিত্ত. হাঁ, আমি এই সকল কথার উত্তর চাহি।

লক্ষ. চারু দত্ত বিশিষ্ট লোক বটে।

চিত্ত. আপনি ইহার কিছু অন্য মত শুনিয়াছেন না কি?

লক্ষ. না তা নয়। তা নয়। চারু দত্ত বিশিষ্ট লোক এই কথা আমার বলার এই অভিপ্রায় যে সেই ব্যক্তি বিভব বিশিষ্ট অর্থাৎ তাহার যথেষ্ট আছে। কিন্তু তাহার বিভব কেবল আনুমানিক, ফলে স্বপ্নবৎ, এখন আছে, তখন নাই। তাহার তিন ডিঙ্গা দক্ষিণ পাটনে গিয়াছে, দুই ডিঙ্গা মগরা এক ডিঙ্গা আগরা, কিন্তু ডিঙ্গা কেবল কাষ্ঠ খণ্ড বিশেষ, আর নাবিক মনুষ্য মাত্র জলধি অতি দুস্তর, বিশেষতঃ ঘূর্ণা বায়ু ও ঝটিকা সমুদ্র ও জলপথে নিরন্তর হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন জল চোর ও স্থল চোর অর্থাৎ বোম্বেটিয়া ও বাটপাড়দিগেরও দৌরাত্ম্য আছে, বাণিজ্যের এই নানা উৎপাত তথাচ চারু দত্ত লোক বিশিষ্ট। আর দশ সহস্র টাকা, বিবেচনা করি যে তাহার খত লইলেও লইতে পারি।

চিত্ত. ইহাতে সংশয় কি? আপনি নিশ্চয় লইতে পারেন।

লক্ষ. আমি নিশ্চয় রূপে লইতে পারি, এই জন্য সংশয় ছেদন করি। আবশ্যক যেন উত্তর কালে কোন সংশয় না থাকে, ভাল চারু দত্ত কোথায়? আমার সহিত কি তার এক বার সাক্ষাৎ হয় না?

চিত্ত. অবশ্য হইতে পারে। বরং যদি আপনকার ইচ্ছা হয় তবে অদ্য তথায় মধ্যাহ্ন ভোজন করেন।

লক্ষ. এমন কথা কহিও না। অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান

করিবার জন্য তোমারদের সঙ্গে ভোজনে বসিব! পরকাল নষ্ট করিবার জন্য তোমাদের পাপ ঘরে পাপান্ন গ্রহণ করিব? না, তবে তোমাদের সহিত একত্রে ক্রয় বিক্রয় অর্থাৎ ব্যবসায় করিব। একত্র বাক্যালাপ করিব। একত্র বেড়াইব। কিন্তু একত্র ভোজন পান করিব না ও একত্র পূজাও করিব না। ইনি কে আসিতেছেন?

চারু দত্তের প্রবেশ।

চিত্ত. এই চারু দত্ত মহাশয় আইলেন।

লক্ষ. কি আশ্চর্য্য! এই ব্যক্তি গত কল্য আমাকে দ্বিরুক্তি (নিঃশব্দে) করিয়াছে, অদ্য জঘন্য স্তুতি বাদকের ন্যায় আসিতেছে, ইহাকে দেখিলে আমার গাত্র জ্বলে। এ ব্যক্তি বিধর্ম্মী, দ্বিতীয়তঃ এমত নির্বোধ যে বৃদ্ধি বিনা ঋণ দেয়, তাহাতে এই গুজ্‌রাট নগরে আমার অনেক ক্ষতি হয়। যদি আমি একবার কোন মতে ইহাকে হাতে পাই, তবে ইহাকে উচ্ছিন্ন করিব। আমাদের বিশিষ্ট জাতিকে ইনি ঘৃণা করিয়া থাকেন। এবং ঋণ দিয়া আমরা ন্যায় রূপে যে কিছু২ লাভ করিয়া থাকি, তাহাকে ইনি বৃদ্ধি কহেন। বরং দশ জনা বণিকের সম্মুখেও আমার ও আমার ব্যবসায়ের নিন্দা করিয়া আমারদিগকে বৃদ্ধিজীবী কহিয়া থাকেন। আমার গুরুর দিব্য এবং জাতিকে ধিক্ যদি আমি ইহাকে এই বার ছারখার না করি।

চিত্ত. তুমি আপনা আপনি কি ঝঙ্কার করিতেছ?

লক্ষ. আমি আপন সংস্থান বিবেচনা করিতেছি দশ সহস্র টাকা হঠাৎ সঞ্চয় করিতে পারিব কি না।

যদি না পারি তবে আপততঃ না হয় ধনাঢ্য গণপতি স্থানে চাহিয়া লইব। কিন্তু দশ সহস্র টাকা বিলক্ষণ স্থূল বটে। ক্ষণেক ধৈর্য্য হও, অগ্রে সুদ লেখা করি, তিন মাস কালের জন্য প্রাপ্য অর্থাৎ বার মাসের মধ্যে তিন মাস, এতাবতা বৎসরের চারি ভাগের এক ভাগ, সময় অল্প নহে, দেখি, ভাল।

চারু. দেখ লক্ষপতি, তুমি এই উপকার করিলে আমরা বড় উপকৃত হইব।

লক্ষ. উপকার করিলে অনেকেই উপকৃত হয়, কিন্তু চারুদত্ত, তুমি এই সপ্তগ্রামে আমার অনেক টাকা ও সুদ ক্ষতি করিয়াছ, তাহা আমি জাতীয় গুণে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সহ্য করিয়াছি, পরে আমাকে পাষণ্ড বলিয়া গালি দিয়াছ ভুক্তাবশিষ্ট মাংসভোজী কদর্য্য কুক্কুর বলিয়াছ, আর আমারি পূজার পট্ট বস্ত্রে উচ্ছিষ্ট ফেলিয়াছ, এই সকল অপমান কি জন্য? সুদ্ধ আমি আপন জাতীয় ব্যবসায়ের কর্ম্ম করিয়া থাকি এই জন্য মাত্র। দেখ এখন তুমি বিপদে পড়িয়াছ এবং অতি কষ্টে কৃষ্ণ মুখে বলিতেছ "লক্ষপতি, তুমি এই উপকার করিলে আমরা বড় উপকৃত হইব" তুমি বারম্বার এই রূপ স্তব করিতেছ। কিন্তু এই তুমি কএক দিন মাত্র হইল আমার সুমার্জ্জিত উজ্জ্বল শুক্ল শ্মশ্রুতে কফ প্রক্ষেপ করিয়াছ ও ক্ষুদ্র কুক্কুরের ন্যায় জ্ঞান করিয়া আমার পুরোদ্বার সম্মুখে অনায়াসে আমাকে পা দিয়া মাড়াইয়াছ, আজ কহিতেছ যে লক্ষপতি তোমার নিকট আমার কিছু টাকার প্রার্থনা। এখন কি আমি কহিতে পারি না যে এ কুক্কুর

টাকা কোথা পাইবেক? কুকুরের সংস্থান কি যে দশ সহস্র টাকা তোমাকে ঋণ দিবেক। তুমি আমাকে পদাঘাত করিবা, এবং মহোৎসব দিবসে আমার গাত্রে মুখ হইতে পীতাবশিষ্ট জল ফেলিবা, ও অন্য সময়ে কুক্কর বলিয়া ডাকিবা, তোমার এই সকল সৌজন্য জন্য কি আমি দাসের ন্যায় নত হইয়া তোমাকে এত টাকা ঋণ দিব?

চারু. শুন লক্ষ, আমি তোমাকে পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছি এখনও তাহা কহিব, তুমি কিছু অন্তরঙ্গের ন্যায় আমার সহিত ব্যবহার করিতেছ না বরং ঘোর বহিরঙ্গের ন্যায় জ্ঞান করিয়া ঋণ দিতেছ, দেখ যে মিত্রকে কিঞ্চিৎ নিরস ধাতু ঋণ স্বরূপ দিয়া কুষীদ রূপে লাভ গ্রহণ করে এমত অমানুষ কে আছে, তুমি আমাকে শত্রুর ন্যায় বোধ করিয়া উধার দেও তাহাতে যদি আমি পরিশোধ করিতে অক্ষম হই তবে তুমি প্রফুল্ল বদনে অনায়াসে আমাকে নিগ্রহ করিতে পারিবা।

লক্ষ. আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না আমি মিত্রের ন্যায় আপনকার উপকার করিব। পূর্ব্বের অসূয়া সমস্ত বিস্মৃত হইব এবং আপনি যে আমার অপমান ও কলঙ্ক করিয়াছেন, তাহাও মোচন করিব পরন্তু কড়া কপর্দ্দক ও কুষীদ না লইয়া তোমার প্রয়োজনীয় টাকার আশু আনুকূল্য করিব। আমি এই পর্য্যন্ত তোমাকে দয়া করিতে পারি।

চারু. হাঁ ইহা করিলে অবশ্যই তোমার দয়া করা হয় বটে।

লক্ষ. আমি অবশ্যই এই দয়া করিব, অতএব আপনি আমাকে এই মর্ম্মে এক খণ্ড ঋণ পত্র স্বাক্ষর

করিয়া দেউন যে, "যদি আমি তিন মাস কালের মধ্যে তোমাকে অমুক স্থানে অমুক দিনে অমুক সময়ে এই সমস্ত টাকা পরিশোধ না করি কিম্বা করিতে না পারি তবে তুমি আপন স্বেচ্ছাধীন আমার সিতাঙ্গের কোন প্রদেশ বরং বক্ষঃস্থল হইতে অর্দ্ধসের মাংস দণ্ড স্বরূপে কাটিয়া লইতে পারিবে"।

চারু আমি ইহাতে সম্মত হইলাম, ঋণপত্র ঝটিতি লেখ আমি তাহাতে স্বাক্ষর করিব, এবং উত্তরায় কহিব যে লক্ষপতি বড় দয়ালু।

চিত্র. সখে এই ঋণ পত্রে স্বাক্ষর করিয়া এই নরাধমের নিকট উধার লওনের প্রয়োজন নাই বরং আমি বঞ্চিত হই তাহাও শ্রেয়ঃ এবং মানস কষ্টে কাল হরণ করিলেও স্বচ্ছন্দ বোধ করিব।

চারু. সখে ইহাতে উদ্বেগ নাই, মাস দুয়ের মধ্যেই আমার অর্থাগমনের সুসম্ভাবনা, অতএব এই পাষণ্ড কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইব এমত কদাচ বোধ হয় না।

লক্ষ. হে ভগবন, ইহারা কি অস্থির চিত্ত ও সন্দিগ্ধ, না জানি শেষ কি করিবেক। আপনারা দেখুন ইহাতে আমার কোন স্বার্থ নাই, মাংস আদৌ আমার অভক্ষ্য, তাহাতে নর মাংস, ইহা মৃগ মাংস ও ছাগ মাংসের ন্যায় উপাদেয় নহে যে অন্যের ভক্ষ্য হইবে, তবে প্রশ্ন করিবেন যে আমি অর্থের পরিবর্ত্তে ইহা কি জন্য স্বীকার করিতেছি, ইহাতে আমার এই কথা যে সুদ্ধ মিত্রতার জন্য, নচেৎ নর মাংস অর্দ্ধসেরের মূল্য কি? আপনারদের অন্তরঙ্গতা লাভ হেতু এই সখ্যতা স্বীকার ও উপকার করিতে অঙ্গীকার করিলাম। যদি আপনারদের ইহাতে অভিরুচি হয় তবে আমিও প্রস্তুত আছি

নচেৎ ক্ষান্তি শ্রেয়ঃ আর মৎ কর্তৃক স্বীকৃত অনু-গ্রহের স্থলে আপনারা আমাকে নিগ্রহ না করেন এই প্রত্যাশা।

চারু. ইহাতে আমার অভিমত বটে, অতএব লক্ষপতি আমি এই ঋণ পত্রে স্বাক্ষর করিলাম।

লক্ষ. তবে আমিও এই মুদ্রা গণিয়া দিলাম।

চারু. আহা, লক্ষপতি বুঝি ভদ্র হইল। যেহেতুক তাহার অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইতেছে।

পয়ার।

চিত্ত. মুখেতে অমৃত বিষ অন্তরে যাহার।
শুন সখে তাহা হতে নাহি প্রতিকার॥

চারু. না চিন্তহ শুন চিত্ত চিত্তে কোন মতে।
ঝটিতি হইব মুক্ত এই লক্ষ হতে॥

(চারুদত্ত ও চিত্তবিলাস ও চন্দ্রসেন ও লক্ষপতির প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি গুজরাট নগর, লক্ষপতি মহাজনের বাটীর অন্তঃপুর।

শশিমুখী ও সেবিকার প্রবেশ।

পয়ার।

শশি. শুনহ সেবিকা এক দুঃখের ভারতী।
লোকে কহে শশিমুখী অতি ভাগ্যবতী॥
অভাগিনী মম তুল্য না দেখি সংসারে।

পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপে জন্ম এ আগারে॥
লক্ষ্মী হীন নহে লক্ষ লক্ষ কর ধন।
হত লক্ষ্মী ন্যায় বঞ্চে যেন অকিঞ্চন॥
ষোড়শী হইনু দেখ দেখিতে দেখিতে।
বিবাহ না দিল পিতা ভাবিল কি চিতে॥
পিতৃ বশীভূতা মাতা না কহে বচন।
অর্থব্যয় নামে পিতা করয়ে তর্জ্জন॥
ত্রাসেতে জননী নাহি কহে কোন কথা।
লাভ অন্বেষণে পিতা ফিরে যথা তথা॥
মাতার নাহিক অর্থ পিতার সন্ধান।
কি সে বা হইবে সেবি মম পরিত্রাণ॥
স্ত্রী পুরুষ দুয়ে এক একে দুই জানি।
পাপ হেতু অঙ্গ হীন হইলাম মানি॥
নরের কারণে নারী সৃজিলেন ধাতা।
বিধি লেখা বুঝি খণ্ডাইল পিতা মাতা॥
আর বা ধরিব কত লক্ষ্মণের ক্ষম।
ক্রমেতে হইল ভারি শরীর বিফল॥
কত বা সহিব আর মন্মথের বাণ।
বাণাগ্নিতে দগ্ধ তবু নাহি যায় প্রাণ॥
আমার কঠিন প্রাণ নাহি বাহিরায়।
পিতার কঠিন প্রাণ না দেখে আমায়॥
কন্যা নাহি হেরে মাতা কি কঠিন প্রাণ।
না হেরি কঠিন প্রাণ তোমার সমান॥
সগোষ্ঠী হৃদয় বিধি পাষাণে গড়িল।
অদৃষ্টের ফলে সবে মিলিত হইল॥
স্নেহ রূপ স্নেহ নাহি মাতৃ কলেবরে।
"দয়ার হইল গয়া" পিতার অন্তরে॥
মায়া বারি-বিন্দু তোর বপু নাহি ধরে।
সলিল সঞ্চার কেন হইবে প্রস্তরে॥

সেবিকা. তব বাক্য হেরে শশি প্রস্তর বিহ্বল।
[সাশ্রু- অশ্রুরূপ স্নেহ তাহা হতে আকর্ষিল॥
মুখী] পাষাণ হইল দ্রব তোমার কারণে।
নয়ন হইতে অশ্রু বহে বরাননে॥

শশি প্রস্তরে যদ্যপি বিধি বারি সঞ্চারিল।
পিতার হৃদয়ে কেন স্নেহ না জন্মিল॥
মায়ারূপ পয়োহীন পাতার হৃদয়।
বুঝিয়া কহ না সেবি তবে কেন হয়॥

সেবিকা. অবিরত কান্দে তব সাবিত্রী জননী।
ধরায় বহিছে ধারা দিবস রজনী॥
ধরায় পড়িয়া আছে ধরা ধৈর্য্য ধরি।
যদ্যপি উঠাই তাঁয় ধরাধরি করি॥
পুনরায় ধরাতলে পড়য়ে ধীমতি।
সুধীরা অধীরা হয় দেখি তার গতি॥
অধৈর্য্য হয়েছি শশি এই সব দেখে।
বিধাতার কার্য্য যার ভাগ্যে যাহা লেখে॥

শশি. মাতার শুনিয়া দুঃখ অন্তর বিদরে।
দুঃখের উপরে দুঃখ না সহে অন্তরে॥

সেবিকা. নিষ্ঠুর না দেখি তব পিতার সমান।
লক্ষপতি গৃহে তব নাহিক কল্যাণ॥
লক্ষ করিয়াছি এক সুলক্ষণ বরে।
কহিব তোমারে শশি যদি মনে ধরে॥
চিত্তের অভেদ মিত্র চন্দ্রসেন নাম।
তোমার সমান দেখি সেই গুণধাম॥
চন্দ্রিমা আকার চন্দ্রে হেরি চন্দ্রাননী।
প্রফুল্লা হইবে তুমি কুমুদিনী ধনী॥
সেইত নায়ক তুমি নায়িকা তাহার।

বিধির নির্ব্বন্ধ এই কহিলাম সার।।
উজ্জয়িনী চলি যাও চন্দ্রের সহিত।
চিত্তের সহিত চন্দ্র যাবে সুনিশ্চিত।।
পুরুষের বেশে শশি করহ পয়ান।
কেবা চান্দ কেবা শশি কে পাবে সন্ধান।।
চন্দ্রসেন কহিয়াছে দুলালের মুখে।
যদি তব মনে লাগে তবে রবে সুখে॥
অস্থির আছয়ে চন্দ্র তোমার কারণ।
দুলাল মুখেতে বার্ত্তা করহ চালন।।
লক্ষের আছয়ে অর্থ কে করে গণন।
ভাণ্ডার পূরিয়া যার রজত কাঞ্চন।।
মণিমুক্তা মাণিক্যের গুণ শুন শশি।
কিরণে মলিন যার হয় রবি শশি॥
অল্প ভার বহু মূল্য কিঞ্চিৎ রতন।
অচিরে সঞ্চয় কর করিয়া যতন॥
ধন সহ ধনী তুমি করহ পয়ান।।
চন্দ্রসেনে মাল্য দেহ ইথে নাহি আন
মানসে বরহ কিবা গান্ধর্ব্ব বিধানে।
স্থির কর শশি তব যাহা মনে মানে॥
ভারতী পাঠাও অগ্রে নায়ক নিকটে।
দুলালেরে দেহ পাঁতি অতি অন্তঃপটে॥
দুলাল ত্যজিবে তব পিতার ভবন।
দুঃখিতা আছয়ে মাতা করিয়া শ্রবণ।।
কঠিন কঠোর কটু লক্ষের বচন।
আর না সহিতে পারে দুলালের মন।।
চিত্তের হইবে দাস যাবে উজ্জয়নী।
দুলাল মুখেতে এই কথা শুনি ধনী॥

দুলাল থাকিতে শশি পূর্ণ কর আশ।
অন্য হাতে সঁপিলে হইবে কর্ম্ম নাশ॥

(সেবিকার প্রস্থান

শশি [আত্ম-কথন]

মধুর সেবিকা বাক্য মনেতে ধরিল।
যাহা ভাবি ভাগ্যে সেবী অগ্রেতে কহিল॥
না কহিলে কহিতাম এই কথা স্থির।
শুনিয়া অন্তর মোর হইল অস্থির॥
কান্ত যদি হয় চন্দ্র কান্তা হব তার।
একান্ত আমার পণ এই যুক্তি সার॥
কান্ত বিনা দেখি আমি নগর কান্তার।
দিবসে রজনী যেন ঘোর অন্ধকার॥
লোকেতে সংসার পূর্ণ তবু শূন্যময়।
গৃহেতে নাহিক সুখ গৃহারণ্য চয়॥
অরণ্যে আছয়ে সুখ পতি সহবাসে।
স্বামি বিনা অট্টালিকা কেবা ভাল বাসে॥
অভরণে করে যেন বিছার দংশন।
বিছার অম্বরে করে অঙ্গ জ্বালাতন॥
কিছার তাহার বেশ যেই পতিহীনা।
জীবন তাহার শূন্য সেই জন বিনা॥
স্বহস্তে লিখিনু যেই কাব্য মনোহর।
প্রেরণ করিব যথা সেই চন্দ্রবর॥
বিশ্বাসী দুলালে পাতি দিতে বিশ্বাসিব।
আসার আশ্বাস বুঝি আশ্বাসে থাকিব॥
দুলাল ত্যজিবে গৃহ এই দুঃখ মনে।
কি করিব কি হইবে ভাবি ক্ষণে ক্ষণে॥
ত্যজিব মাতার মায়া পিতার ভবন।
চন্দ্রসেনে মাল্য দিতে করিব যতন॥

চন্দ্র যদি সত্য হয় তবে শশিমুখী ।
চন্দ্রের সহিত হবে উজ্জয়িনী মুখী ॥

দুলালের প্রবেশ ।

কহরে দুলাল না কি পিতারে ত্যজিয়া ।
উজ্জয়িনী যাবি চিরবিলাসে লইয়া ॥
শুনিয়া বিষণ্ণ চিত্ত হইল আমার ।
তোমার বিচ্ছেদে গৃহ হবে অন্ধকার ॥
প্রিয়ম্বদ লোক তুমি প্রিয় সবাকার ।
তোমার বিহনে সব হবে একাকার ॥
গমন কালেতে এক উপকার কর ।
সুবর্ণ মুদ্রার সহ এই লিপি ধর ॥
মুদ্রা সহ আশীর্ব্বাদী চন্দ্রে দেহ পাতি ।
সাবধানে রক্ষা কর অবলার জাতি ॥
ইহাতে আছয়ে ধন প্রাণ কুলমান ।
যা হবে দুলাল কালী করুন কল্যাণ ॥
পাছে তোরে দেখে পিতা এই ভয় করি ।
পিতার মন্দিরে ভয় দিবস সর্ব্বরী ॥
লক্ষেরে কহিতে পিতা লজ্জা হয় মনে ।
না জানি কি পাপ হয় এমত বচনে ॥

দুলাল. বিদায় হইতে নারি চক্ষে বহে নীর ।
(অশ্রু-পাত সহিত) হেরিয়া তোমার মুখ হইনু অস্থির ॥
নহে ঠাকুরাণী শশি অর্থের প্রয়াস ।
দাসেরে স্মরণ থাকে এই অভিলাস ॥
চন্দ্রসেনে দিব পত্র চিন্তা নাহি তার ।
কালীর কৃপায় কার্য্য হইবে উদ্ধার ॥

(শশিমুখী ও দুলাল প্রস্থান করিল

ষষ্ঠম অঙ্ক ।

রঙ্গ ভূমি গুজরাট নগর রাজপথ ।

দুলালের প্রবেশ।

দুলাল. (চিন্তা আত্মগত) মন কহে নাহি ত্যজ লক্ষের ভবন।
অপদেব বলে তুমি কর পলায়ন ॥
নন্দের দুলাল তুমি শ্রীরাম দুলাল।
দুর্লভ দুলাল যেন শ্রীনন্দের লাল॥
মম পুনরপি কহে শুনহ বচন।
নন্দের দুলাল তুমি দুলাল সুজন॥
শ্রীরাম দুলাল রাম দুলাল শ্রীমান।
লক্ষপতি গৃহ হতে না কর পয়ান॥
প্রবল প্রতাপ অপদেব পুনর্ব্বার।
ডাকিয়া কহিছে শুন দুলাল আমার॥
উঠ উঠ ত্বরা কর সাহসে নির্ভর।
ঈশ্বর দোহাই তোরে পলারে সত্বর ॥
এক দিকে মন অপদেব আর দিগে।
মধ্যে থাকি ভাবি আমি যাই কোন দিগে।
মন কহে শুন প্রিয় সতের সন্তান।
অর্থাৎ সতীর পুত্র তুমি গুণবান॥
পিতার আছিল কিছু উপাদান দোষ।
সৃজিলেন যাহে তাঁর আছিল সন্তোষ॥
অতএব মন কহে সতীর সন্তান।
থাকহ লক্ষের ঘরে না করিও আন॥
অপদেব বলে তাহা হইতে নারিবে।
মন বলে অবশ্যই হইতে পারিবে॥
মনেরে কহিনু আমি তব যুক্তি শ্রেয়।

অপদেবে বলি তব যুক্তি ও বিধেয় ॥
মনেরে মানিলে থাকা লক্ষপতি ঘরে।
প্রবীণ দুরাত্মা যেই নর মূর্ত্তি ধরে॥
অপদেবে মানিলে পয়ান করা যুক্তি।
দুরাত্মার হাত হতে তাহে হয় মুক্তি॥
দুরাত্মার পূর্ণ অংশে লক্ষ অবতার।
সেই মম মনোমধ্যে করে আগুসার॥
মন যে দিতেছে যুক্তি লক্ষে না ছাড়িতে।
মিত্ররূপে অপদেব কহিছে ত্যজিতে॥
তবযুক্তি যুক্ত অপদেব মহাশয়।
লক্ষেরে ছাড়িব হও বারেক সদয়॥

পসরা মস্তকে করিয়া নন্দলালের প্রবেশ।

গদ্য।

নন্দ. হে বাপু, লক্ষপতি মহাজনের বাটী কোন্ পথে যাইব?

দুল. (নিঃশব্দে) আঃ এ কি! পিতাঠাকুর, আহা মরি চক্ষুতে এমত ঝাপ্সা দেখিতেছেন যে আপন পুত্রকেও চিনিতে পারেন না; যাহা হউক বারেক পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

নন্দ. হে মহাশয়, লক্ষপতি মহাজনের বাটী কোন্ পথে যাইব?

দুল. (সরহস্য) এই পথে যাও, কিন্তু দক্ষিণ মুখে গিয়া যে মোড় পাইবে ঐ মোড় ঘুরিয়া ডাহিনে বামে আরও দুই মোড় পাইবে, তাহার পর ডাইনে মোড় দিয়া বাম মোড় ছাড়াইয়া চৌমাথার মোড়ের উপর আর মোড় না দিয়া ঠিক উত্তর মুখে লক্ষের ঘর দেখিতে পাইবে।

নন্দ. আহা বাপু, বিধির নিগ্রহে আমি চক্ষে দেখিতে পাইনা এত মোড় ঘুরিয়া লক্ষের বাটীর ঠিকানা করা আমার বড় কঠিন হইবেক। আপনি কহিতে পারেন যে দুলাল নামে যে এক জন ঐ লক্ষের বাটীতে ছিল ঐ দুলাল এক্ষণে তথায় থাকে কি না?

দুল. আপনি কি শ্রীযুত দুলাল দাস মহাশয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

নন্দ. না বাপু, আমি এক দীনের সন্তান দুলালের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছি। তাহার পিতা অতি বিশিষ্ট লোক।

দুলা. তাহার পিতা যেমত লোক হউক, সে কথা এক্ষণকার নহে, ফলতঃ আপনি শ্রীযুত দুলাল দাস মহাশয়ের অন্বেষণ করিতেছেন কি না?

নন্দ. বাপু, আমি দুলাল দাসের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বটে।

দুল. অর্থাৎ ছোট দুলাল দাসের কথা কহিতেছেন।

নন্দ. আজ্ঞা, হাঁ মহাশয়।

দুলা. সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেননা, বিধির বিধানে ও দুর্ভাগ্য ক্রমে ও কালাবসানে ও মুনিগণের লিপি ক্রমে বিশিষ্ট শিষ্ট ইষ্ট নিষ্ঠ সেই কনিষ্ঠ দুলাল মহাশয়, আমি শুনিয়াছি, লোকান্তরগমন অর্থাৎ লোকে যেমত কহিয়া থাকে, গোলোকে গমন করিয়াছেন।

নন্দ. আহাঃ বাপু এমত নিষ্ঠুর বাক্য কহিওনা, আমার আশীর্ব্বাদে দুলাল চিরজীবী হউক, দুলাল আমার অন্ধের লড়ী, ও কৃপণের কড়ী।

কপা
পাশ

দুলা. আপনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই?

নন্দ. আজ্ঞা না মহাশয়, আমি অথর্ব্ব হইয়াছি, কর্ণে শুনিতে পাইনা, বিশেষতঃ চক্ষে ছানি পড়িয়াছে। আপনি কে বটেন, চিনিতে পারি নাই।

দুলা. হাঁ তা বটে, সকলে আপন পুত্রকে চিনিতে (নিঃশব্দে) পারে না, পিতা বলিয়া ডাকিলেই তাহাকে আপন অঙ্গজ বিবেচনা করে এমত অনেক লোক আছে, ফলতঃ সেই জন চতুর যে গোলক ও আত্মজ চিনে। (প্রকাশে) বৃদ্ধরাজ আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন আমি তোমার পুত্রের সমাচার কহিব।

নন্দ. আপনি বারেক নিকটে আসুন। আমি ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখি যে আপনি আমার পুত্র বটেন কি না, কিন্তু বোধ হয় যে তা না হবে।

দুলা. হাঁ পিতা, তাই বটে আমি মেনকার গর্ভজাত অর্থাৎ আপনার পত্নী মেনকা ঠাকুরাণী আমার জননী হয়েন।

পয়ার।

নন্দ. তবে এসো কোলে করি অরে বাপধন।
তুমিরে দুলাল বাপু দুঃখির নন্দন॥

[পরস্পর আলিঙ্গন।

দুলা. লক্ষের ছাড়িনু গৃহ শুন মহাশয়।
চিত্তের হইব ভৃত্য করেছি নিশ্চয়॥
অন্ন বিনা দেখ মোর অস্থি চর্ম্ম সার।
তৈল বিনা গাত্রে খড়ি উড়িছে আমার॥
অঙ্গেতে দেখহ পিতা খুঞের বসন।

মেদিনী হইল শয্যা লক্ষের ভবন ॥
চিত্তরাজ সহ যাব উজ্জয়িনী দেশ।
রহিব পরম সুখে না পাইব ক্লেশ॥

নন্দ. লক্ষের কারণে পুত্র আনিনু সন্দেশ।
ছাড়িয়াছ তার ঘর না পাই সন্দেশ॥
এই তো সন্দেশ পুত্র যারে দিব ডালি।
সন্দেশ পাইলে লক্ষ মোরে দিবে গালি।
ঘরের সন্দেশ দিয়া গালি কেন খাব।
পিতা পুত্রে দুই জনে বসিয়ে খাব॥

দুলা. চিত্ত রাজে দিব ডালি এই চিত্তে হয়।
সুচারু সন্দেশ যোগ্য আর কেহ নয়॥
ভাগ্যোদয়ে চিত্তরাজ হের অগ্রসর।
মিত্র চিত্রসেন সহ প্রফুল্ল অন্তর॥

চিত্তবিলাস ও চিত্রসেনের প্রবেশ।

গদ্য।

নন্দ. মহারাজ, অবধান আজ্ঞা হউক আপনকার শ্রীচরণের নিকটে আমার এই বালকের অবস্থানের প্রার্থনা।

দুলা. মহারাজ, এই বালকের কিনা আমার পিতার বালকের উন্নতির বাসনা।

নন্দ. মহারাজ, এই বালক অতি দীন হীন।

দুলা. মহারাজ, দীন হীন নহি কল্য ধনাঢ্য লক্ষপতির লোক, এক্ষণে উপজীবিকা জন্য মহাশয়ের মহদাশ্রয়ের আশ্রিত।

চিত্ত. দুলাল, আমি অঙ্গীকার করিলাম, অনাথা হই

থেক না, তুমি সত্বরে প্রস্তুত হও, আমরা অদ্য রাত্রি যোগে উজ্জয়িনী যাত্রা করিব।

নন্দ. মহারাজের মনোভিলষিত ৺ পঞ্চ দেবতা সিদ্ধি করুন, কিঞ্চিৎ উপঢৌকন আছে ইহাতে দৃষ্টিপাত আজ্ঞা হয়।

(দুলাল পসরার আচ্ছাদন মুক্ত করিল।

চিত্র. হাঁ অপূর্ব্ব সন্দেশ বটে, আমি বিদেশ যাত্রা করিব তোমার সন্দেশ সন্দর্শনে সন্তুষ্ট হইলাম। দুলাল তুমি এই নিমন্ত্রণ লিপি লইয়া তোমার পূর্ব্ব প্রভু নন্দলালকে অর্পণ কর, যে তিনি সায়ংকালে এ বাটীতে আসিয়া জলপান করেন।

দুল. যে আজ্ঞা, মহারাজ।

(দুলাল ও নন্দলালের প্রস্থান।

পয়ার।

চিত্র. অতঃপর সখে চিত্ত করি নিবেদন।
তব সঙ্গে উজ্জয়িনী করিব গমন॥
সুশীলা নামেতে আছে ভানু সহচরী।
বাঞ্ছা হয় সখা আমি তারে নারী করি॥
রসিকা রমণী ধনী রূপে যেন রতি।
তার বাক্য রসেতে ভুলিল ভানুমতী॥
অলঙ্কার কাব্য শাস্ত্র অনেক পড়িল।
নৈষধ বর্ণিয়া রাজ বালা ভুলাইল॥
মন্ত্রির তনয়া বটে আঁটা কুলে শীলে।
ঘটিলে ঘটিতে পারে তুমি সঙ্গে নিলে॥
মনে হয় তব ভাগ্যে ভানু লাভ হবে।
রসিকা সুশীলা মম অদৃষ্টে কি রবে॥

চিত্ত. তব সঙ্গে নাহি দেখি সুশীলার মিল।
রসিবে রসিকা নাহি মিলে এক তিল॥
অরসিক রাজ তুমি সুশীলা রমণী।
রসিকার অগ্রগণ্যা সেই সুনয়নী॥
স্থল পদ্ম যিনি যার প্রফুল্ল বদন।
প্রবাল বরণ ওষ্ঠে হাস্য অনুক্ষণ॥
প্রমোদ সঙ্গেতে তব নাহি পরিচয়।
সুশীলার সঙ্গে তব কিসে মিল হয়॥

চিত্র. সুশীলা লভিতে সখে স্বভাব ত্যজিব।
হরষিত ভাবে সদা কৌতুকী হইব॥
রসিকা মিলনে হবে সরস অন্তর।
বিরস বিদায় হয়ে যাবে দেশান্তর॥
আলোক উদয়ে নাহি থাকে অন্ধকার।
একের মিলনে হয় আরের সংহার॥

চিত্ত, রহস্য করিতে তব বুঝিলাম মন।
অতএব চল সখে লভ প্রিয়জন॥
উদ্যোগ নহিলে নহে সিদ্ধ প্রয়োজন।
"যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন॥"
প্রেমানন্দে গমন করিব দুই জন।
পশ্চাৎ ঘটিবে যাহা বিধির লিখন।

(চিত্তবিলাস ও চিত্রসেনের প্রস্থান

সপ্তম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি গুজরাট নগর চন্দ্রসেনের বাটী।
চন্দ্রসেন ও লিপিহস্ত দুলালের প্রবেশ।

চন্দ্র করে শশি লিপি করিয়া অর্পণ।
বিরলে দুলাল কিছু কহিছে বচন॥

দূলা. অদৃষ্ট করহ দৃষ্ট লিপির সহায়।
[শশি- মুখীর লিপি অর্পণ করিল.] শশির লিখন এই সঁপিল আমায়॥

চন্দ্র. তব পদে সবিনয় নতি নিবেদন।
(লিপির অপায়ে উপায় কর বুঝিয়াবেদন॥
পাঠ) মনো মসী দূর কর ধরি শশি করে।
চন্দ্রের চন্দ্রিকা কাঁপে সৈংহিকের ডরে॥
পূর্ণ শশি কান্দে বসি সর্ব্বদা তরাসে।
বাহু পসারিয়ে রাহু কখন গরাসে॥
চন্দ্রিকা হরিয়া লও চন্দ্রসেন বর।
মুক্ত হই যদি কর রাহুর অন্তর॥
চন্দ্রিকা চঞ্চলা যেন বারির ভিতর।
স্থির কর ধর ধর শশির ঈশ্বর॥

আজীবন জানহ ত্বদীয়া শশিমুখী।

মনোমসী দূর কৈল শশির লিখনে।
না জানি কি হবে সুখ তাহার মিলনে॥
শীতল হইবে অঙ্গ শীতল কিরণে।
সুধাপানে স্নিগ্ধ পরে হইব জীবনে॥

দূলা. বিদায় হইব শীঘ্র শুন মহাশয়।
লিপি সহ যাব আমি লক্ষের আলয়॥
চিত্ররাজ গৃহে লক্ষ করিবে ভোজন।
সেই সে কারণে এই দিলা নিমন্ত্রণ॥
অবশ্য আসিবে লক্ষ চিত্রের মন্দিরে।
এই কালে হর তুমি আপন শশিরে॥
পুরুষের বেশে শশি বাহির হইবে।
পথি মধ্যে শশি চন্দ্র কেহ না চিনিবে।

লইবে প্রচুর অর্থ লক্ষের কুমারী।
সবে মাত্র জানিবে সেবিকা সহচরী॥
ছদ্মবেশে পথে থাক চন্দ্র মহাশয়।
ভূতলে দেখিবে যবে জ্যোৎস্নার উদয়॥
তখনি জানিবে শশি মুক্ত মেঘ হতে।
বিধি পূরাইবে তবে তব মনোরথে॥
লক্ষের গৃহেতে হবে অমাবস্যা নিশা।
তিমির হইবে ঘোর না হইবে দিশা॥

চন্দ্র. চিকণ তোমার যুক্তি দুলাল চতুর।
লিপির উত্তর লহ যাহ লক্ষপুর॥
শশি কর পদ্মে পাঁতি দিবে সংগোপনে।
উভয়ে হইব সুখী উভয় মিলনে॥

(চন্দ্রসেনের প্রস্থান।

দুলা. সুধাকর লিপি দিব সেই সুধা করে।
উৎকণ্ঠিতা আছে শশি লিখনের তরে॥
লিখনে লিখিল যাহা সেই যদি ঘটে।
বিধির লিখন তাহা তবে এই বটে॥

[দুলালের প্রস্থান

অষ্টম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি গুজরাট নগর লক্ষপতির বাটী।

সাবিত্রী ও শশিমুখী ও সেবিকা ও

লক্ষপতির প্রবেশ।

লক্ষ. কহ প্রিয়া আজি কেন বিষণ্ণ বদন।
গৃহে বা হইল কোন অশুভ ঘটন॥

নতুবা মলিনা কেন দুঃখিনীর প্রায়।
প্রকাশিয়া প্রিয়তমা কহনা আমায়॥
নয়নে ঝরিছে বারি মুকুতার ঝারা।
কিবা দুঃখ কহ প্রিয়ে কেন বা কাতরা॥

সাবিত্রী. সুখের নাহিক লেশ তোমার ভবনে।
দুঃখের না হয় শেষ তাই ভাবি মনে॥
দুঃস্বপ্ন দেখিনু ঘোর কহিতে কঠিন।
নাহি জানি কিবা দুঃখ হবে কোন দিন॥
নিঃশব্দ হইল যবে সর্ব্ব চরাচর।
পশু পক্ষী কীট আদি করী নাগ নর॥
নিদ্রায় কাতরা আমি নিশি অন্ধকার।
শিয়রে বসিল এক রামা চমৎকার॥
সতী রতি অরুন্ধতী কিবা ভগবতী।
হরির ঘরণী কিবা কিবা সরস্বতী॥
অঙ্গের কিরণে হৈল ঘর আলোকিত।
রজনী হইল দিবা কিবা সুশোভিত॥
মৃদুমন্দ ভাষে কহে ভয়ঙ্কর ভাষা।
ত্রাসেতে হইনু শুষ্ক নাহি স্ফুরে ভাষা॥
উঠরে সাবিত্রী সতী হেররে শিয়রে।
কঠোরে বঞ্চিনু এত কাল স্নেহ ভরে॥
আর না রহিব আমি তোমার সদনে।
শশি অনুদয়ে তম হবে এ ভবনে॥
সাবিত্রী প্রকৃতি তব সাবিত্রী সুন্দরী।
যাত্রা করিয়াছি যাব অমর নগরী॥
আমি কহিলাম মাতা তুমি কেবা কহ।
জলধি কুমারী আমি বাস বিষ্ণু সহ॥
এই কথা কহি মাতা হৈলা অন্তর্দ্ধান।
বুঝি হৈল গৃহ হতে লক্ষ্মীর পয়ান॥

সজল নয়নে আমি বসিনু উঠিয়া।
শিয়রে না দেখি মাতা উঠিনু কান্দিয়া॥
হের দেখ অঙ্গ মম কাঁপিছে সঘন।
স্পন্দন করিছে মোর দক্ষিণ নয়ন॥
গ্রাম সিংহ কান্দে গ্রামে থাকিয়া২।
দিবা ভাগে শিবা বৃন্দ উঠিছে ডাকিয়া॥
অলক্ষণ বিনা নহে এ সব লক্ষণে॥
নাহি জানি কিবা ঘটে তোমার ভবনে॥

গদ্য।

লক্ষ. সুস্বপ্ন কি দুঃস্বপ্ন হউক, ফল স্বপ্ন স্বপ্নবৎ, আমার [নিঃশব্দে এই বোধ হয়। ইহা কেবল মনের ভ্রম অর্থাৎ ও অতি রাত্রি কিম্বা দিনমানে নিদ্রাবেশে মনের ভ্রমণ চিন্তিত এতাবতা মনোমধ্যে অনর্থক কল্পনা ও জল্পনা রূপে] ও আলোচনা ফল রচনা মাত্র। সাবিত্রী কহেন যে আমার গৃহ হইতে জলধি কুমারী কি না লক্ষ্মী পয়ান করিয়াছেন। এ কথা কে বিশ্বাস করিবে, কেননা আমার ভাণ্ডারে ধন পূর্ণ আছে, আর ধনই লক্ষ্মী, তবে লক্ষ্মী কি রূপে গমন করিলেন। লক্ষ্মী ত্যাগ কালে আপনার দ্রব্য সামগ্রী কড়াকড়ী প্রায় ফেলিয়া যান না। সাবিত্রীর এই স্বপ্ন স্বপ্ন মাত্র, আর হরিপ্রিয়া কি কোন তস্ক-রের প্রিয়া হইবে আমার অর্থের অনুসন্ধানে আসিয়াছিল, যাহা হউক কল্য আমি পুনর্ব্বার ভাণ্ডার খুলিয়া লেখা করিয়া দেখিব যে কি আছে কি নাই তাহাতে যদি এক কড়া বট অন্তর হয় তবে কাহারো রক্ষা নাই আমার ধন সকলের শূল হইয়াছে। ইচ্ছা হয় সকলকে শূলে দেই। যদি সকলে যায় সেও ভাল কেবল ধন থাকে আমি তাই

চাই, সকলে কহিয়া থাকে ধন থাকিলেই সকল থাকে ফল্গ কথাও সেই বটে, কহ তাহার পর কি হইল।

পয়ার।

সাবিত্রী. বিষণ্ণা হইয়া পরে করিনু শয়ন।
স্বপনে হইল আরো ঘোর দরশন॥
অতি বৃদ্ধরূপ এক দেখিতে অদ্ভুত।
বয়েসে অশীতি পর জীর্ণজ্বরা যুত॥
মলিন বসন অঙ্গে যষ্টি ধরি করে।
অতি কষ্টে কহে বাক্য সরে কি না সরে॥
নেত্র পথে বহে ধারা শ্রাবণের ধার।
বেত্রভরে দাণ্ডাইয়া শিয়রে আমার॥
ধীরে ধীরে আমারে কহিছে বৃদ্ধবর।
বাছিয়া দিলাম তোরে রাক্ষসের ঘর॥
বাল্য কালে দেখি তোরে অতি গুণবতী।
বুঝিয়া দিলাম নাম সাবিত্রী সুমতী॥
সুবর্ণ পুষ্পের বর্ণ দেখিয়া নয়নে।
যতনে সিঞ্চিনু বারি এই আশা মনে॥
ফলেতে ইহার রত্ন হইরে নিশ্চয়।
ঝঞ্ঝনা হইল দেখ কিসে কিবা হয়॥
ওদন কাতর আমি তুমি লক্ষেশ্বরী।
সুজীর্ণ শতেক খণ্ড অম্বরে সম্বরি॥
অপুত্রক আমি পুত্রি তুমি পুত্র প্রায়।
ধনেশের গৃহে আমি সঁপিনু তোমায়॥
চরমে হইবে সুখ এই ছিল মনে।
মরমে পাইনু ব্যথা বিধির লিখনে॥
সুখে নিদ্রা যাও কন্যা আমি যাই ঘর।
আর না হইবে দেখা আশীর্ব্বাদ ধর॥

শিরে চুম্ব দিয়া পিত্র হইলা বিদায়।
নিদ্রা ভঙ্গে হৈনু আমি পাগলিনী প্রায়॥
পিত্রালয়ে যাব নাথ দেহ অনুমতি।
শিবিকা প্রস্তুতা দেখ যার দ্রুত গতি॥
সত্বরে আসিব ঘরে দুঃখ নাহি ভাব।
স্বল্প কাল জন্য মাত্র পিত্রালয়ে যাব॥
কন্যা শশি মুখী তব গৃহেতে রহিবে।
কন্যার যতনে কোন দুঃখ না হইবে॥

লক্ষ. অনুমতি দিনু প্রিয়ে যাও পিতৃবাস।
সাবধান হও যেন নহে অর্থ নাশ॥

শশি. প্রণাম হইনু মাতা তোমার চরণে।
আশীর্ব্বাদ কর আগি যাই নিকেতনে॥
বাঁচি যদি দেখা হবে পদে হই নত।
নচেৎ বিদায় হই জনমের মত॥

সাবিত্রী. এমত নিষ্ঠুর ভাষা কহ শশি কেন।
পাছে বা হারাই তোরে মনে হয় হেন॥
লক্ষ্মীর বচন মম পড়িতেছে মনে।
ঘর বুঝি শূন্য হবে তোমার বিহনে॥
বিধাতার লিপি কভু না হবে খণ্ডন।
না জানি কি হবে মোর অদৃষ্টে ঘটন॥

সাবিত্রী ও সেবিকার বিদায়।

শশি বুঝি মাতা না আসিবে এই পাপ ঘরে।
(নিঃশ্বাস) সঁপিল আমারে তেঁই দুঃখের সাগরে॥
সাহসে করিয়া তরি ত্বরায় তরিব।
সুখ পারাবার পার তবে সে হেরিব॥

[শশিমুখীর প্রস্থান।

নিমন্ত্রণ লিপি সহ দুলালের প্রবেশ।

গদ্য।

দুলাল. লক্ষপতি মহাশয়, নমস্কার। চিত্তরাজ গৃহে আহার্য্য প্রস্তুত। এই নিমন্ত্রণ লিপি, যেমত অভিরুচি হয়।

লক্ষ. হাঁ লিপিতে দেখিলাম ভোজনের আয়োজন বটে।
[পত্র পাঠ করেন] শশিমুখি শুনিয়া যাও, বলি শশি, শুনিয়া যাও।

দুলাল. (ব্যঙ্গ পূর্ব্বক) বলি শশি শুনিয়া যাও।

লক্ষ. তোমাকে কে ডাকিতে বলিল? আমি তোমাকে ডাকিতে বলি নাই।

দুলা. আপনি কহিতেন যে না বলিলে দুলাল কোন কর্ম্ম করে না, একারণ আপনি না বলাতে আমি শশিকে ডাকিলাম।

লক্ষ. ভাঁড়েরা কি বাক চাতুরি জানে। তুমি আমার ঘরে কত সুখে ছিলে ও চিত্তের ঘরে এক্ষণে কি সুখে থাকিবে তাহা ত্বরায় জানিতে পারিবে।

দুলা. আজ্ঞা আর দিন কতক এখানে থাকিলে তাহা বড় অন্যত্র জানিতে হইত না। একেবারে নিশ্চিন্ত-পুরে জানিতাম।

শশিমুখীর প্রবেশ।

শশি. হাঁ বাবা, কি জন্য ডাকিতেছ।

লক্ষ. দেখ আমি চিত্তবিলাসগৃহে নিমন্ত্রণে চলি-লাম তোমাকে ভাণ্ডারের চাবি প্রভৃতি দিব। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, আমি উত্তরী লইয়া আসি।

আমি মনঃপ্রীতি জন্য তথায় যাইতেছি এমত নহে, বরং ঐ অপরিমিতাচারি বিধর্ম্মিদিগের ভক্ষ্য ভোজ্য কিছু অপচয় হয় সুদ্ধ এই মানসে, তুমি সাবধান হইয়া গৃহে থাক ও মধ্যে মধ্যে চতুর্দ্দিগ নিরীক্ষণ করিও। আমার অদ্য বাটী হইতে বাহির হইতে মন সরিতেছে না কারণ গত রাত্রে ট্যাকার স্বপন দেখিয়াছি।

দুলা. আপনি ত্বরায় চলুন, আমার প্রভু আপনকার অনুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

লক্ষ. কি? অনুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছেন! তবে আমার ও তাঁহার অনুযোগের প্রত্যাশা আছে কেননা পরস্পরে ভাব তুল্য এবং তাহা অহি নকুলতা ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

(লক্ষপতির প্রস্থান।

দুলা. হাঁ এখন কতক নির্জ্জন হইল। কল লক্ষ, রাক্ষ-
(নিঃশব্দে)সের ন্যায় এখনি আসিবে, আমার কার্য্য এই অবসরে সারি।

(প্রকাশে) শশি ঠাকুরাণি এই লিপি পাঠ করিয়া সসজ্জা থাকুন! রাত্রি এক প্রহরের কালে চন্দ্রসেন তোমার গবাক্ষ দ্বারের নিম্নে আসিবেন, দৃষ্টি মাত্রে তুমি আপন বস্ত্রালঙ্কার রজত কাঞ্চন হীরকাদি সঙ্গতি পূর্ব্বক পুরুষের বেশে নীচে আসিয়া চন্দ্রের সহিত মিলিয়া শশিচন্দ্র একত্র হইয়া যথা ইচ্ছা গমন করিও, আমার যাহা কথ্য তাহা কহিলাম, কথোপকথনের আর কাল নাই।

শশি. আমি এক পা রথে এক পা পথে করিয়া আছি।

লক্ষপতির পুনঃ প্রবেশ।

দুলা. লক্ষ মহাশয়, অপনি কিঞ্চিৎ ত্বরায় চলুন তথায় নাচ কাচ আছে।

কি? নাচ কাচ আছে? আমি এ সকল কাচ ভাল বুঝি না। শশি, তুমি গবাক্ষ দ্বার রুদ্ধ কর। বংশি ধ্বনি শুনিয়া ছাদে উঠিওনা, ঢোলকের বাদ্যে কর্ণ পাত করিও না। গবাক্ষে মুখ বাড়াইয়া পথ পানে চাহিও না। গুরুর দিব্য। অদ্য রাত্রি আমার কোথাও যাইতে মন সরে না। তথাচ নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে যাইতে হইবেক। কি করি, দুলাল তুই অগ্রে যা, এবং চিত্তবিলাসকে বল যে আমি পশ্চাতে আসিতেছি।

দুলা. যে আজ্ঞা মহাশয়।

(সঙ্কেত)

পয়ার।

গবাক্ষের নীচে চন্দ্র উদয় হইবে।
হেরিবার চান্দ বটে নয়নে হেরিবে॥

(দুলালের প্রস্থান।

লক্ষ. কি-কি? গবাক্ষের নীচে কি? হাঁ শশিমুখী? দুলাল যাওন কালীন তোমাকে কি বলিয়া গেল।

শশি. না এমন কিছু বলে নাই, তবে এই বলিল যে ঠাকুরাণি আমি বিদায় হইলাম। তোমরা সুখে থাক।

লক্ষ. হাঁ, দুলাল তাতে যথেষ্ট দয়ালু বটেন। ছোড়া অতি ভোজন পটু, কিন্তু কার্য্যে হটু, আর কুম্ভ কর্ণের ন্যায় নিদ্রা, চক্ষু বোজাই আছে আমার

ঘরে কুড়্যার অন্ন নাই, গিয়াছে ভালই হইয়াছে, বেটা যেমন উড়ান চণ্ডী তেমনি চিত্তের ভৃত্য হইয়াছে ধার করা টাকা গুল্মিন পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই ছয় নয় করিবে, হয় না হয় তুমি দেখিবে। শশি তুমি বাটীর মধ্যে যাও হয়ত আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিব, দ্বার সকল রুদ্ধ কর, কাহাকেও খুলিয়া দিও না।

পয়ার।

দৃঢ় রূপে বদ্ধ রাখ দৃঢ় সব পাবে।
হেঁয়ালির গুণ শশি তবে জানা যাবে॥

[লক্ষপতির প্রস্থান।

পয়ার।

শশি. উদ্দেশে প্রণাম পিতা তোমার চরণে।
(নিঃশব্দে) বুঝি শশি হারাইলা বলে মনে মনে॥
পিতৃ হারা হৈনু আমি বুঝিনু লক্ষণে।
প্রজাপতি মিলাইল আজি চন্দ্র সনে॥

[শশিমুখীর প্রস্থান।

নবম অঙ্ক

রঙ্গভূমি গুজরাট নগর লক্ষপতির বাটীর সম্মুখে রাজপথে।

চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্রসেন. যামার্দ্ধ হইল নিশি দেখিতে দেখিতে।
চঞ্চল হইল চিত্ত চাহিতে চিন্তিতে॥

কেননা হইল সেই শশির উদয়।
অনুদয়ে যত দেখি অন্ধকার ময়॥
সসজ্জ আছয়ে তরি সত্বর গামিনী।
পবন গমনে যাবে দেশ উজ্জয়িনী॥

দুলালের প্রবেশ ও শশিমুখীর
উপর প্রকোষ্ঠে পুরুষের বেশে উদয়।

দুলা. হের দেখ পূর্ণ শশি উদয় হইল।
তমোনাশি জোৎস্না যার জগত ঘেরিল॥
আলোকে পুলক চিত্ত হইবে তোমার।
তিলেক বিচ্ছেদে যার সব অন্ধকার॥
রাক্ষস নিষ্ঠুর রাহু যখন আসিবে।
শশির গ্রহণ জ্ঞান তখন হইবে॥
ত্বরায় গোপন কর রাকা চন্দ্রমুখী।
তরি আরোহণে হও উজ্জয়িনী সুখী॥

শশি. [উপর হইতে] ক্ষণেক ধৈরজ ধর শুন প্রিয় বর।
হের ধর লও অর্থ অম্বরে সম্বর॥
অমূল্য রতন আছে ঝাঁপির ভিতর।
যতনে রাখহ ধন যাইব সত্বর॥
ধরিনু যুবক বেশ হইয়া যুবতী।
অধোমুখে হাসিতেছে পতি সহ রতি॥
আপনার বেশ দেখি লজ্জা হয় মনে।
লাজে মরি হরি হরি যাইব কেমনে॥
কেমনে ঢাকিব লাজে লাজ হয় মনে।
লাজের খাইয়া মাথা যাই বা কেমনে॥
প্রমদা তস্কর করে তিমিরের আশ।
চন্দ্রের উদয়ে হৈল লজ্জার প্রকাশ॥
লজ্জা রূপা লজ্জা রাখ শশির মিনতি॥
লজ্জায় না মরি প্রাণে এই কর গতি।

[শশিমুখীর উপর প্রকোষ্ট হইতে অদর্শন

দুলা. লক্ষের নন্দিনী লক্ষ্মী বুঝিনু লক্ষণে।
লক্ষ যাহা করিয়াছি ঘটিল এক্ষণে॥

[দুলালের প্রস্থান।

চন্দ্র. প্রাণের দোসর আমি করিব শশিরে।
বুদ্ধিমতী সেই শশি বুঝিনু বিচারে॥
কেমনে নয়নে আমি করি অবিশ্বাসী।
নয়নে হেরেছি শশি অপূর্ব্ব রূপসী॥
সত্য পালিয়াছে নিজ লক্ষের নন্দিনী।
বুদ্ধিমতী সত্যবতী বটে সেই ধনী॥
অতএব প্রাণের প্রতিমা বোধ করি।
পরম প্রেয়সী শশি প্রাণের ঈশ্বরী॥

[শশিমুখীর নিয়ে আগমন।

আইস প্রেয়সী চল তরি ত্বরা করি।
তারার ইচ্ছায় তীরে উত্তরিবে তরি॥

[চন্দ্রসেন ও শশিমুখীর প্রস্থান।

দশম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি গুজরাট নগর রাজপথ।

চিত্রসেন ও দুলালের প্রবেশ।

গদ্য।

চিত্র. দুলাল, সমাচার কি? রাত্রি কত হইল?

দুলাল. চিত্তমহারাজ মহাশয়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন বরং অধৈর্য্য আছেন। রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইল। তিনি চারুদত্ত মহাশয়ের নিকট বিদায় হইয়া ডিঙ্গারোহণ করিয়াছেন, আমি মহাশয়ের

অন্বেষণে নানা স্থানী হইয়া ভ্রমণ করিতেছি, নৃত্য গীত হইবার যে প্রস্তাব ছিল তাহা হয় নাই, কারণ তরি পালি ভরে যাইবেক, বাতাস উঠিয়াছে, আর বিলম্ব কর্ত্তব্য নহে, আপনি শীঘ্র চলুন, কার্য্য অনেক পরিষ্কার হইয়াছে, কেননা সেখানে শুনিলাম লক্ষপতির ঘরে কি বিপত্তি পড়িয়াছে এ-কারণ সে প্রভুর বাটী হইতে উপাদেয় ভোজন ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে রাক্ষসের ন্যায় দৌড়িতেছে।

চারুদত্তের প্রবেশ।

চারু. কও মিত্র আপনি এখনও এখানে। চিত্রবিলাস আপনকার কারণ অধৈর্য্য আছেন। আপনি ত্বরায় ডিঙ্গায় গমন করুন। আমি তাঁহার নিকট এই বিদায় হইয়া আইলাম। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল। আপনি গমন করিলে নাবিকেরা ত্বরায় তরি খুলিবেক। ৺ ইচ্ছায় আপনকার মনোভিলষিত পূর্ণ হউক। আর অভাগ্যবান আমাকে যেন স্মরণ থাকে।

চিত্র. তবে সখে বিদায় হইলাম. পাছে বিস্মৃত হও এই ভয় হইতেছে। আমি নিতান্ত অনুগত।

[চারুদত্তের প্রস্থান।

পয়ার।

শুভক্ষণে রাত্রি বুঝি প্রভাত হইল।
রত্নলাভ হেতু চিত্র পাটনে চলিল॥

[চিত্রসেনের প্রস্থান।

গদ্য।

দুলা. এখান হইতে সেখানে চলিলাম। পরে তথা হইতে [ঔদাস্য কোথা যাইব, কে কহিতে পারে আর একবার মন]

এখানে, একবার সেখানে, এই করিতেই আমাদের
এখানে আসা। দেখিলাম. ফল সকলি মিথ্যা।

গান।

রাগিনী বেহাগ। তাল আড়া।

চিন্তয়ে শ্রীচিন্তামণি কেবা কার।
অচিন্ত্য ব্যক্ত রূপ রে মন যেই নির্ব্বিকার।
চিনতে না পারিয়া মন, বৃথা চিন্ত অনুক্ষণ,
চিন্তামণি চিন্তা কর যদি ভবে হবে পার।
বিষম বিষয় চিন্তা, দূর কর সেই চিন্তা.
নিশ্চিন্ত হইয়া চিন্ত সেই চিন্তাধার।
চিন্তয়ে শ্রীচিন্তামণি কেবা কার।

(দুলালের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি গুজরাট নগরেক রাজপথে।

সহদেব ও জয়দেবের প্রবেশ।

গদ্য।

সহদেব. আমি স্বচক্ষে দেখিলাম যে কাণ্ডার চিত্তবিলাসের
ডিঙ্গা খুলিয়া পালি ভরে যাত্রা করিলেক। আর
ঐ ডিঙ্গার মধ্যে চন্দ্রসেন ও লক্ষপতির উৎকণ্ঠিতা
কন্যা শশিমুখী নাই, ইহা আমি বিলক্ষণ জানি।

জয়দেব. তবে লক্ষপতি কি জন্য এই রাত্রে চীৎকার করিয়া
রাজ পুরুষ ও ধর্ম্মাধ্যক্ষকে জাগৃত করাইয়া
আপন সঙ্গে লইয়া ডিঙ্গানুসন্ধান করাইল। আর

ক্রন্দনের রোলে তোল পাড় করিয়া ভুয়ঃ২ কহিতে লাগিল, যে হে, ধর্ম্মাবতার, চিত্তবিলাস আমার কন্যাপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার ডিঙ্গানুসন্ধান হউক।

সহ. ধর্ম্মাধ্যক্ষ নদীতটে আগতহইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ডিঙ্গা খুলিবায় অনুসন্ধান হয় নাই, ফলতঃ চারুদত্ত ধর্ম্ম প্রমাণে ধর্ম্মাধ্যক্ষকে নিশ্চয় করিয়া কহিলেন যে ধর্ম্মাবতার চিত্তবিলাসের ডিঙ্গার মধ্যে শশি-মুখী নাই, এবং ধর্ম্মাধ্যক্ষের অবগতি হইল যে লক্ষের প্রেম বিলাসী শশি আপন প্রিয় চন্দ্রসেন সম্মিলনে অন্য তরি বাহিয়া পলায়ন করিয়াছে তাহাতে ধর্ম্মাধ্যক্ষ নিরস্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন ও লক্ষপতি উভরায় রোদন ও সক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন ও ক্ষিপ্তের ন্যায় প্রলাপ ও বিলাপ করিতে লাগিল। যথা হা শশী! হা সর্ব্বনাশী! হা কন্যা! হা ধন! হা কন্যাধন! হা বিজাতীয়া কন্যা! হা বিজাতীয় ধন! একথলী দুইথলী টাকা, দ্বিগুণ টাকা, পাথর, মূল্যবান পাথর, তাহার বুকে পাথর, সর্ব্বসুদ্ধ অপ-হরণ করিয়া বিজাতীয়ের সঙ্গে পলায়ন করিয়াছে দোহাই ধর্ম্ম দোহাই ধর্ম্ম। বিচার করুন। কন্যা আনিয়া দেউন।

জয়. হাঁ ক্ষিপ্তের ন্যায় বারম্বার এইরূপ প্রলাপ করাতে নগরীয় বালকেরাও তাহার সঙ্গে২ দৌড়িতেছে এবং কৌতুক পূর্ব্বক কহিতেছে হা কন্যা-হা ধন-হা কন্যাধন ইত্যাদি।

সহ. সে যাহা হউক ফলতঃ ইহাতে কোন বিপত্তি ঘটিবে তুমি শেষ দেখিবে। চারুদত্ত সাবধান হউন। কেননা সময় শিরে তাহার ঋণ পরি-

শোধ করিতে না পারিলে তাহার জীবন সংশয় হইবেক।

জয়. তা বটে, সে ব্যাপার অতি ভয়ঙ্কর।

চারুদত্তের ভাগ্যে শেষ কি হইবে তাহা ভগবান জানেন। ফল আমি সপ্তগ্রামের এক জন পোত বণিকের বাচনিকে শ্রুত হইলাম যে চারুদত্তের এক ডিঙ্গা মগরায় ডুবিয়াছে। আমি এই বার্ত্তা শুনিয়া মৌনী রহিলাম, কিন্তু মনেং করিলাম যে ভগবতী এমত না করুন, ফল মগরা বড়ই দুর্গম স্থান, তথায় গেলেই ডিঙ্গা প্রায় ডুবিয়া থাকে। এ-কথা মিথ্যা নহে।

সহ. যাহা শুনিয়াছ তাহা চারুদত্তকে সহসা কহিওনা। কি জানি ইহাতে চারুদত্ত ভগ্নমনা হইতে পারেন।

জয়. সম্ভব বটে। চারুদত্ত অতি সরল লোক, তাঁহার অন্তরে কোন মালিন্য নাই। বিদায় কালীন আপন পরম মিত্র চিত্তবিলাসকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, সখে মক্ষের ঋণ পত্র তুমি মনে করিওনা, তথায় প্রেমানন্দে থাক ও রাজ বালা সংমিলনে হৃষ্ট মনে কাল হরণ কর। এই কহিয়া নয়নের নীরে আর্দ্র হইয়া প্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক পরস্পর বিদায় হইলেন।

সহ. আমার বোধ হয় যে এবম্বিধা ঐকান্তিকী মিত্রতা এই শঠ সময়ে দুর্লভ। চারুদত্তের সংসারাশ্রমে থাকা সুদ্ধ চিত্তবিলাসের জন্য এই বোধ হয়, চল আমরা এইক্ষণেগিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করি। যদি

পরম মিত্র বিচ্ছেদ জন্য যে উৎকট তরুণ দুঃখ তাহার যৎকিঞ্চিৎ শান্ত্য হইতে পারে।

জয়. সৎ পরামর্শ বটে। তবে এই হউক।

জয়দেব ও সহদেবের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি উজ্জয়িনী নগর রাজবাটী।

বীরবর রাজা ও গঙ্গানায়ক ভাটের প্রবেশ।

প

ভাট. অতঃপর মহারাজ করি নিবেদন।
বহু দূর হৈতে আসি যুব রাজগণ॥
বহু দিন এথায় করিলা অবস্থান।
বাসনা করয়ে সবে করিতে প্রস্থান॥
দেবীর মন্দিরে দিব্য কেহ না করিবে।
দিব্য না করিলে কেবা সম্পুট খুলিবে॥
তাহাতে হইবে ভ্রষ্ট রাজ অভিপ্রায়।
উচিত যে হয় আজ্ঞা করুন আমায়॥
বিশেষতঃ হৃষ্ট মতি নহে রাজবালা।
এই যুবরাজ গণে দিতে বর মালা॥
সহচরী বর্ণিয়াছে যত রাজ সুত।
যেবা যেই দোষ যুক্ত যে বা গুণ যুত॥
কলিঙ্গ কাশীর পুত্র মাত্র দেবালয়ে।
দিব্য করিয়াছে আছে আজ্ঞার আশয়ে॥
আজ্ঞা দেন লই দুই রাজার কুমারে।
একে একে দর্শাইব সম্পুট আগারে॥

বিদায় হইবে অন্য যুব রাজগণে।
যথা যোগ্য যেবা হয় রাজনীতি পণে॥
রাজা. সত্বরে বিদায় দিব রাজার সন্তানে।
কলিঙ্গ কাশির পুত্রে আনহ এখানে॥
যতনে দেখাও দোঁহে সম্পুট সুন্দর।
সীসক কাঞ্চন রৌপ্য রূপ মনোহর॥
যবনিকা মধ্যেতে বসিবে ভানুমতী।
সুলোচনা সহ তথা সুশীলা সুমতী॥
পুরোহিত বিষ্ণু শর্ম্মা হবে অধিষ্ঠান।
সত্বরে করহ এই উচিত বিধান॥

[রাজা ও ভাটের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি উজ্জয়িনী রাজবাটীর অন্তঃপুর মধ্যে
সম্পুট গৃহে।

কন্দর্প কেতু ও বিষ্ণু শর্ম্মা ও গঙ্গানায়ক এবং
ভানুমতী ও সুলোচনা ও সুশীলা
(যবনিকা মধ্যে) প্রবেশ।

পয়ার।

গঙ্গা- এইত আধার তিন হের যুব রাজ।
নায়ক. রবি শশি একত্র দেখহ গৃহ মাঝ॥
ভানু অনুরূপ আছে একের অন্তরে।
যদ্যপি পারহ তাহা লক্ষ করিবারে॥
তবে বর মাল্য দিবে রাজার কুমারী।
সুবুদ্ধি কুমার কার্য্য করহ বিচারি॥

কবিতা আছয়ে দেখ সম্পুট উপরে।
লক্ষ করিবারে সবে এই চিহ্ন ধরে॥

[গঙ্গানায়কের প্রস্থান।

কন্দর্প- কেতু. প্রথম সম্পুট দেখি সুবর্ণে গঠিল।
তাহার উপর এই প্রহেলী অর্পিল॥
আমারে সাধিবে যেই সুমতি সজ্জন।
লভিবেক যাহে করে সবে আকিঞ্চন॥
দ্বিতীয় সম্পুট দেখি রজতে নির্ম্মিত।
তাহে প্রহেলিকা এক আছয়ে লিখিত॥
বুঝিয়া আমারে সাধিবেক যেই জনা।
যথা যোগ্য রূপে তার পূরিবে কামনা॥
তৃতীয় সম্পুট দেখি সীসকে গঠিত।
তদুপরি প্রহেলিকা আছয়ে অর্পিত॥
যে জন করিবে দেখ আমারে গ্রহণ।
সর্ব্বস্ব ত্যজিবে সেই আমার কারণ॥
কেমনে বুঝিব কিসে আছে ভানুমতী।
প্রহেলিকা চিহ্ন ভিন্ন অন্য নাহি গতি॥

সুলো. চিহ্ন অনুসারে যবে ভানু চিহ্ন পাবে।
রাজ ভানুমতী তবে তোমারি হইবে॥

কন্দর্প. বারেক করুণা কর দেবী বাক বাণি।
তোমার কৃপায় যদি ভানুমতী জানি॥
বিষম সমস্যা এই পূরে কোন জন।
তোমার কটাক্ষ ভিন্ন নহিব ভাজন॥
প্রহেলিকা বুঝিয়া দেখিব এক বার।
"যদ্ভবি তদ্ভবিষ্যতি" এই বাক্য সার॥
সীসক সম্পুট কহে কর্কশ বচন।
সর্ব্বস্ব ত্যজিবে তারে করিলে গ্রহণ॥
আশা নাহি দিয়া কহে ভয়ঙ্কর ভাষা।
ইহার নিকটে আমি কি করিব আশা॥

মলিন সীসক জন্য সর্ব্বস্ব ত্যজিব।
অপরূপ ত্যজি কেন মলিনে ভজিব॥
অন্তর কঠিন যার কঠিন বচন।
ইহারে সাধিলে সিদ্ধ নহে প্রয়োজন॥
সুবর্ণের মন কেন এবে দিব ডালি।
না হইবে কার্য্য সিদ্ধি অঙ্গ হবে কালী॥
অতএব ত্যজিলাম সীসক তোমারে।
বুঝিয়া দেখিব এবে রজত আধারে॥
রূপবতী রূপা যেই করিবে সাধনা।
যথা যোগ্যরূপে তার পূরিবে কামনা॥
অযোগ্য না হই আমি ভানুযোগ্য বর।
ধনে মানে কুলে শীলে সকলে তৎপর॥
যথা যোগ্য রূপে যদি পাই পুরস্কার।
তবে সেই ভানুমতী অবশ্য আমার॥
ইহাতে আছয়ে ভানু এই বোধ হয়।
তথাপি শুনিব আমি সোণা কিবা কয়॥
স্বর্ণ কহে আমারে সাধিবে যেই জনা।
লভিবেক যাহে করে অনেকে কামনা॥
জগৎ সংসার করে ভানুর প্রয়াস।
এইত আধারে ভানু হবে সুপ্রকাশ॥
উজ্জয়িনী ভূমি হৈল পুণ্য ভূমি প্রায়।
উজ্জ্বল করিল দেশ ভানু প্রতিমায়॥
যুবরাজ রাজা মহারাজ কত জন।
এথায় আইল তীর্থ করিতে দর্শন॥
বন উপবন গিরি দুর্গম গহন।
সুগম হইল পথ ভানুর কারণ॥
উচ্চ গিরি গুহা ভাঙ্গি কত রাজাগণ।
এই পুণ্য তীর্থে তারা কৈল পর্য্যটন॥
বিস্তার পাথার যার দুস্তর তরঙ্গ।
অন্তরীক্ষে উঠিয়া করয়ে রঙ্গ ভঙ্গ॥

এহেন সাগর ভাবি গোষ্পদের প্রায়।
পারাবার হয়ে পার আইল এথায়॥
ধন্য সে সম্পুট যাহে সেই সুরেশ্বরী।
চিত্র প্রতিবিম্ব রূপে বিরাজে কিশোরী॥
নয়নে লাগিল ধাঁধা কি দেখি নয়নে।
সীসকে নাহিক ভানু বুঝিনু বচনে॥
সুবর্ণের অঙ্গ নহে সীসক অন্তরে।
জ্যোৎস্নার নিবাস কোথা তিমিরের ঘরে॥
রজত আধারে নাহি বুঝিনু আভাসে।
রজতের রূপ কোথা কাঞ্চন প্রকাশে॥
অমূল্য ভানুর মূল্য রূপা মূল্যবতী।
ইহাতে থাকিবে কোথা সেই ভানুমতী॥
সমানে সমান ভিন্ন নাহি হয় মিল।
রজতে কাঞ্চনে নাহি মিলে এক তিল॥
কাঞ্চনের তনু কোথা রজত অন্তরে।
স্বর্ণময়ী ভানু হবে স্বর্ণের ভিতরে॥
শয়নে আছয়ে ভানু সুবর্ণ শয্যায়।
সুবর্ণ আধার লক্ষ করিনু তাহায়॥
দেহ স্বর্ণ কাটি আমি খুলি স্বর্ণ ডালা।
সার্থক হইবে আঁখি হেরি রাজ বালা।

বিষ্ণুশর্ম্মা. হের ধর স্বর্ণ কাটি লহ যুবরাজ।
ডালা মুক্ত করি দেখ সম্পুটের মাঝ।

সুলোচনা. ভানু চিত্রমূর্ত্তি যদি সুবর্ণে হইবে।
তবে রাজ ভানুমতী তোমারে বরিবে॥

কন্দর্প. হায় হায় হতভাগ্য করিনু কি কায।
(স্বর্ণডালা ছার ভস্ম পাই তোরে সুবর্ণের মাঝ॥
মোচন ছবি নাহি আছে এক কবিতার ছার।
করেন) দেখি হতভাগ্যে সেই কি লেখে আমার॥

(কবিতা পাঠ করেন) সুবর্ণ মাত্রেতে স্বর্ণ নহে কদাচন।
বার বার শুনিয়াছ এই সুবচন॥
আমার সুবর্ণে মুগ্ধ হয়ে মূঢ় জন।
অবশেষে করিয়াছে আত্মার ধ্বংসন॥
বাক্সিয়ে সুবর্ণ স্বদে ছারের সৃজন।
বুঝিয়া চিনিয়া লয় চতুর সুজন॥
বয়সে নবীন বট সাহসী সুজন।
বিচারে প্রবীণ হৈতা বুদ্ধে বিচক্ষণ॥
তবেত তোমার আজি হৈত শুভক্ষণ।
কার্য্য নাশ হৈল তব করহ গমন॥

কার্য্য নাশ হৈল বটে বুঝিনু কার্য্যেতে।
আয়াস হইল নষ্ট ভানুর রাজ্যেতে॥
আইস হুতাশ তোরে করি সম্ভাষণ।
হুতাশ হইনু হেথা নাহি প্রয়োজন॥

[কন্দর্প কেতুর প্রস্থান ও স্বর্ণ সম্পুট রুদ্ধ।

রাজ কু. শিবের কটাক্ষে হৈল কন্দর্পের সারা।
বিজয় কেতুর হাতে রক্ষা কর তারা॥

পারিষদগণ সমভিব্যাহারে যুবরাজ বিজয়কেতু
ও গঙ্গা নায়ক ভাটের প্রবেশ ও বাদ্যোদ্যম।

পয়ার।

গঙ্গা না. এইত সম্পুট তিন হের যুবরায়।
ভানু চিত্র অনুরূপ আছয়ে যাহায়॥
যদ্যপি পারহ তাহা লক্ষ করিবারে।
রাজ বালা দিবে মালা কহিনু তোমারে॥
সুবুদ্ধি কুমার কার্য্য কর বিচারিয়া।
বুদ্ধির প্রভাবে লহ ভানুরে চিনিয়া॥
প্রহেলিকা আছে দেখ সম্পুট উপরে।
সবে মাত্র এই চিহ্ন লক্ষ পরস্পরে॥

[গঙ্গা নায়ক ভাটের প্রস্থান

বিজয়. দিব্য করিয়াছি আমি দেবীর অগারে।
খুলিব সম্পুট যেই নাহি কব কারে॥
গোপনে রাখিব সেই নিগূঢ় বচন।
আর না করিব কভু কন্যা অন্বেষণ॥
যদ্যপি সম্পুট কভু নিষ্ফল খুলিব।
বীরবর পুর তবে তখনি ত্যজিব॥

রাজ কু. এই অধমারে যেবা করিবে মনন।
যবনিকা অবশ্য করিবে এই দিব্য নিবন্ধন॥

মধ্য হ-
ইতে)

বিজয়. কৃপাময়ী কৃপা কর বারেক কুমারে।
সিন্ধুকের দেহ সন্ধি কুমারী অগারে॥
শ্যামল সীসক বাক্যে ভয় বাসি মনে।
সর্ব্ব ত্যাগী হবে সেই ইহার গ্রহণে॥
সর্ব্ব ধনে অগ্রে কেন জলাঞ্জলি দিব।
ত্যজিয়া তোমারে আমি অন্যেরে সাধিব॥
সুবর্ণ করিছে সত্য কপট বচনে।
লভিবেক তাহা যাহা চাহে বহু জনে॥
বহু জন পদে বুঝি মূঢ় সাধারণ।
চিকণ বরণে মুগ্ধ হয় যেই জন॥
চক্ষের তুষ্টিতে মাত্র পরিতুষ্ট যারা।
অন্তরের গুণ কভু নাহি বুঝে তারা॥
সাধারণ যাহে ভুলে তাহে না ভুলিব।
এই হেতু শুন স্বর্ণ তোমারে ত্যজিব॥
কহ রৌপ্য ধনের আধার বট তুমি।
তব অঙ্গীকার কিবা কহ দেখি শুনি॥
বুঝিয়া তোমারে সাধিবেক যেই জনা।
যথাযোগ্য রূপে তার পুরিবে কামনা॥
এইত তোমার বাক্য বাস্তবিক বটে।

গুণের সমান মাত্র পুরস্কার ঘটে ॥
অযোগ্য পুরুষ কোথা হবে ভাগ্যবান্।
যোগ্যতা বিহীন কোথা হইবে প্রধান ॥
রাজ্য ধন আর যত পদের সম্মান।
অযোগ্য জনার ভাগ্যে নহেক বিধান ॥
গুণগ্রাম মতে যদি হয় পুরস্কার।
প্রকৃত গুণির তবে হয় প্রতিকার ॥
ভাক্ত সম্ভ্রান্তের তবে মান হয় চূর।
নির্ধন গুণির মান হইবে প্রচুর ॥
মান্য বংশে বহু তবে দৃষ্ট হবে চাসা।
ক্ষুদ্র ঘরে হৈতে পারে সম্ভ্রমের বাসা ॥
ভানুমতী যোগ্য আমি জ্ঞান করি এই।
রজত সম্পুট খুলি ভাগ্যে থাকে যেই ॥
রজতের কাটি দেহ আমার করেতে।
জীবনের কাটি সেই রাজার ঘরেতে ॥

বিষ্ণুশর্ম্মা. হের ধর রৌপ্য কাটি লহ যুবরাজ।
ডালা মুক্ত করি দেখ সম্পুটের মাঝ ॥
ভানু প্রতি রূপ যদি রজতে হইবে।
তবে রাজ ভানুমতী তোমারে বরিবে ॥

বিজয়. হায় হায় হতভাগ্যে আজি কি ঘটিল।
(রজতের ডালা মুক্ত করেন) ভানুর প্রতিমা নাহি রজতে মিলিল ॥
বাতুল নেড়ীর মূর্ত্তি আছয়ে পড়িয়া।
আমা বিড়ম্বিতে বুঝি রাখিল গড়িয়া ॥
না হয় ভানুর যোগ্য নহেক আমার।
আশার করিল নাশ এই মূর্ত্তি ছার ॥
রজত করিলা দেখ এই অঙ্গীকার।
তোমারে সাধিলে পায় যেই যোগ্য যার ॥
আমার গুণের কিবা এই পুরস্কার।
পড়ি দেখি করি করে কিবা কাব্য আর ॥

অগ্নিতে পোড়াইয়া খাটি হৈল সাতবার।
খাটি বুদ্ধি বলি তারে ভ্রম নাহি যার॥
কায়া বলি ছায়া ধরে ক্ষিপ্ত বুদ্ধি তার।
সোনা ফেলি যেমন অাঁচলে গিরা সার॥
বাতুল আছয়ে বহু শিরে শোভে তার।
রজত টোপর মাত্র তদ্রূপে আমার॥
যে কেহ হউক সথে রমণী তোমার।
তব দেহে আবির্ভাব হইবে আমার॥
বিদায় হইয়া যাও গৃহে আপনার।
কার্য্য ভ্রষ্ট হৈল হেথা কার্য্য নাহি আর॥

ত্বরায় ত্যজিব রাজ্য কার্য্য হৈল শেষ।
বিলম্ব করিলে মাত্র হাসিবেক দেশ॥
ক্ষিপ্ত বোধে আইলাম ভানুমতী তরে।
রূপারে দোসর করি চলিলাম ঘরে॥

[পারিষদগণ সহ বিষ্ণুশর্ম্মা ও বিজয়কেতুর প্রস্থান ও রজত সম্পুট রক্ষ।

রাজ কু. বিজয় কেতুর দেখ হইল বিজয়া।
শুদ্ধির করিল শেষ বুদ্ধে দিয়া গয়া॥

সুশীল. সর্ব্বত্র ফলয়ে ভাগ্য শুন রাজবালা॥
হরের হইল বিষ হরির কমলা॥
অপমৃত্যু আর দেখ স্ত্রী ধন যোটনা!
নহিল নহিবে বিনা ভাগ্যের যোজনা॥

[ভানুমতী ও সুলোচনা ও সুশীলার প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

রঙ্গভুমি গুজরাট নগর রাজপথ।

জয়দেব ও সহদেবের প্রবেশ।

গদ্য।

সহদেব. আর শুনিলাম যে চারু দত্তের বহু মূল্য বাণিজ্য দ্রব্য বাহিনী আর এক ডিঙ্গা দক্ষিণ পাটনে জল শায়িনী হইয়াছে ঐ স্থানে পূর্ব্বে যে সমস্ত তরী জল মগ্না হইয়াছিল অদৃশ্যমান তাহারদের ভগ্নাঙ্গের আঘাতে ঐ পোত ভগ্ন ও জলমগ্ন হইয়াছে ইহাতে চারু দত্ত ভগ্নমনা হইবেন আমার মনে এমত ভয় হইতেছে।

জয়. আমার বোধ হয় যে এই জনশ্রুতি গণিকার দয়া তুল্যা ক্ষণিকা মাত্র এবং বিপক্ষ পক্ষের মিথ্যা রটনা রূপ মূলে ইহার জন্ম হইয়া থাকিবেক।

সহ. ক্ষান্ত হও ঐ দেখ লক্ষপতি আসিতেছে ইহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন কোন অপদেবতা লক্ষের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

লক্ষপতির প্রবেশ।

জয়. কও লক্ষপতি, তোমার কন্যার সমাচার কি?

লক্ষপতি. আপনারা বিপক্ষ পক্ষ, অতএব আমার কন্যার পলা-
(ক্ষীণস্বরে) য়নের কথা আপনারা বিলক্ষণ জানেন।

সহ. আমি এই মাত্র শুনিয়াছি যে তোমার শাবকের পাখা উঠিয়াছিল অতএব উড্ডীয়মান কোন পক্ষির পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক তোমার পক্ষী বাসা হইতে উড়িয়াছে।

জয়. হাঁ এ কথা যথার্থ বটে, কেননা পক্ষি শাবকের পাখা উঠিলেই তাহারা প্রায় ধাড়ীকে ত্যাগ করিয়া থাকে।

লক্ষ. আমি অগ্রে জানিলে তাহার পাখা কাটিয়া দিতাম। (ক্রন্দ্যমান রূপে) এমন পক্ষী শকুনীর উদরস্থ হউক।

সহ. যদি শকুনী পক্ষী তাহার রক্ষক হয় তবে সম্ভব বটে।

লক্ষ. দেখ, কন্যা পিতার মুখাপেক্ষা করিল না। একবার মুখ পানে চাহিল না।

সহ. এটা সৎকর্ম্ম হয় নাই, তোমার মুখ পানে অগ্রে চাহিয়া অন্যের মুখ পানে পরে চাওয়া উচিত ছিল। সে কথা আর মনে করিও না। এক্ষণকার কালই এইরূপ হইয়াছে। কেহ কাহার মুখ পানে চায় না।

লক্ষ. দেখ, কন্যা আত্ম দেহজা এতাবতা আত্মজা, আমি তেঁই বলি যে আপনার রক্ত মাংস আপনার ধ্বংস করিল।

সহ. তুমি যাহা কহিতেছ তাহা সত্য বটে, ফল তোমাতে ও তাহাতে কিঞ্চিৎ বর্ণান্তর আছে, সে এই মাত্র যেমন বহ্নি ও ভস্মেতে বর্ণের প্রভেদ হয়। সে যাহা হউক, তুমি শুনিয়াছ যে চারু দত্তের দক্ষিণ পাটনে কিছু ক্ষতি হইয়াছে কি না?

লক্ষ. হাঁ সে কথা সত্য বটে, সেখানে তাহার আর মুখ দেখাইবার যো নাই। পূর্ব্বে বড় জাঁক জমক করিতেন, এখানে আর দেখা নাই। এক্ষণে আমার খতের টাকার কি করিবেন তাহা ঠাহরিয়া দেখুন। আমাকে বুদ্ধি জীবী কহিতেন এখন কি হইবে

তাহার ঠিকানা করুন। তিনি যে সৌজন্যতা করিয়া বিনা লাভে টাকা ঋণ দিতেন এখন আপনার দশা কি হইবে তাহা ঠাহরিয়া দেখুন।

সহ. তা বটে, তথাচ যদি তোমার অধমর্ণ সময় শিরে ঋণ পরিশোধ করিতে না পারে তবে তুমি যে তাহার মাংস কাটিয়া লইবে আমারদের এমত বোধ হয় না কেননা অভক্ষ্য নর মাংসে তোমার কি কায দেখিবে।

লক্ষ. যদি আর কোন কাযে না লাগুক তবু শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষণার্থ হইবেক এবং তাহাতে আমার মনের দুঃখ যাইবেক। ঐ ব্যক্তি বারম্বার আমার অপমান করিয়াছে এবং শত সহস্র টাকা যে আমার লাভ হইত তাহারও প্রতিবন্ধক হইয়াছে। আমার ক্ষতি হইলে ঐ ব্যক্তি আহ্লাদে মগ্ন হয়, লাভ হইলে হেয় জ্ঞান করে। আমারদের বিশিষ্ট জাতিকে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিয়া থাকে, আর আমার ব্যবসায়ে যৎপরোনাস্তি বাধা জন্মায়। সুহৃদ্গণের সঙ্গে আমার যাহাতে ভেদ হয় স্বতঃ পরতঃ তাহার চেষ্টা করে। এবং আমার শত্রুগণকে উৎসাহ দিয়া থাকে এই সকল অত্যাচার কেন? না আমি এক জন মহাজন ও ঋণ দিয়া কিছু২ লাভ করিয়া থাকি। আমার এই অপরাধ মাত্র। কেন লক্ষপতি কি মানুষ নহে? লক্ষের কি চক্ষু নাই? না তাহার কর্ণ নাই? না হস্ত পদাদি নাই? না সুখ দুঃখ নাই? না কাম ক্রোধাদি নাই? যে খাদ্য তোমার সেই খাদ্য তাহার, যে অস্ত্রাঘাতে তোমরা বিক্ষত হও, লক্ষও সেই অস্ত্র দ্বারা বিক্ষত হইতে পারে। যে পীড়াতে তোমরা আর্ত্ত হও লক্ষও সেই পীড়াতে পীড়িত হইতে পারে। যে ঔষধে তোমারদের রোগ

শান্তি হয়, সেই ঔষধে আমারও রোগ শান্তি হইতে পারে। আর শীত গ্রীষ্মে যেমন তোমারদিগকে অভিভূত করিতে পারে, তদ্রূপ আমারদিগকেও অভিভূত করে। যদি তুমি অস্ত্র দিয়া আমারদিগকে বিন্ধ তবে কি আমারদের অঙ্গে ফুটে না? না রক্ত পড়ে না? যদি তুমি আমারদের বিষ খাওয়াও, তবে কি আমারদিগের প্রাণ বিয়োগ হয় না? অতএব যদি তুমি আমারদের হিংসা কর, তবে কি আমরা তোমারদের প্রতিহিংসা করিব না। যদি সকল বিষয়ে আমরা তোমারদের মত হইলাম, তবে তোমরা আমারদের মন্দ করিলে আমরা কি নিশ্চিন্তে তোমারদের মন্দ করিব না? দেখ, যদি আমার জাতীয় কেহ তোমার জাতীয়ের অনিষ্ট করে, তবে কি তোমরা শিষ্ট হইয়া তাহার প্রত্যনিষ্ট করিবার চেষ্টা কর না? তেমনি যদি তোমার জাতীয় কেহ আমার জাতীয়ের অনিষ্ট করে তবে তোমারদের দৃষ্টান্তে আমরাও তাহার বিশিষ্ট রূপে অনিষ্ট করিব। যে নষ্টামি তোমরা আমারদিগকে কথাতে শিখাইয়াছ। আমরা এক্ষণে তাহা কাযে করিব, বরং আরও ভাল রূপে শিক্ষা দিব যে তাহা কেমন সুখদ শেষ জানিতে পারিবে।

জনেক সেবকের প্রবেশ।

সেবক. চারু দত্ত মহাশয় আপনারদের উভয়কে ডাকিতেছেন, কোন কথা আছে।

স্বয়. হাঁ, আমরাও তাঁহার অন্বেষণ করিতেছিলাম।

গণপতি রায়ের প্রবেশ।

সহ. আর দেখ লক্ষপতির আর এক জাতি ভ্রাতা আইলেন, এমন আর একটি মেলা ভার, তবে যদি অপ-

দেব আপনি এইরূপে অবতীর্ণ হয়েন তবেই ইহাঁর যুড়ী মেলে।

[জয়দেব ও সহদেব ও সেবকের প্রস্থান।

লক্ষ. কও গণপতি, তুমি যে জয়পুরে গিয়াছিলা তথায় আমার কন্যার কোন সন্ধান পাইয়াছ কি না তাহা কহ?

গণপতি. না, আমি যেখানে সেখানে তাহার কথা শুনিলাম, কিন্তু কোন থানেই তাহার সন্ধান পাইলাম না।

লক্ষ. (খেদ পূর্ব্বক) হায় হায়, সব নষ্ট হইল, দেখ যে হীরক ভূমি হস্তিনা নগরে পাঁচ সহস্র টাকা দিয়া ক্রয় করিয়াছিলাম তাহাও গেল। এত দিনের পরে আমারদের জাতির প্রতি অভিসম্পাত ফলিল। আমারদের জাতি অতঃপর অধঃপাতে গেল। উহাতে পাঁচ সহস্র ও অন্যং মুল্যবান প্রস্তরে কত শত গেল তাহা কত লেখা করিব। ইচ্ছা হয় অলঙ্কার সহিত তাহাকে যমালয়ে পাঠাই ও টাকা তাহার চিতাতে সাজাইয়া দেই। কোন সমাচার নাই? কি ক্ষতি! এত টাকা চুরি গেল ও চোরের অনুসন্ধানে কত টাকা ব্যয় হইল। ক্ষতির উপর ক্ষতি। চোরের কোন অনুসন্ধান হইল না। দুষ্টের কোন দমন হইল না। দেখ কাহার কোন বিপত্তি নাই, যে বিপত্তি সে আমার। কাহারো হা হতোস্মি নাই, যে দীর্ঘ শ্বাস সে আমার। দেখ কাহারো চক্ষুতে জল নাই, যে অশ্রুপাত সে আমার। হে মধুসূদন!

গণ. হাঁ অন্যান্যের বিপত্তি আছে। দেখ চারু দত্ত বণিকের জয়পুরে——,

লক্ষ. (উল্লাস পূর্ব্বক) কি-কি-কি? জয়পুরে চারু দত্তের কি? বিপদ্ বিপদ্ ভাল ভাল।

গণ. নদীতে ভরা ডুবি হইয়াছে।

লক্ষ. ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন। আহা এমন দিন কি হবে, যে তাহার ভরা ডুবিবে। এমন সুসংবাদ কি সত্য হইবে?

গণ. হাঁ যে সকল নাবিকেরা প্রাণ বাঁচাইয়া উপরে উঠিয়াছে, আমি তাহারদের মুখে শুনিলাম, কথা মিথ্যা নয়।

লক্ষ. ধন্য২ গণপতি রায়, তুমি ধন্য। ভাল সম্বাদ, ভাল সম্বাদ দিয়াছ। কোন্ স্থানে কহিলে? জয়পুরে? ভাল২।

গণ. আরও শুনিলাম যে ঐ জয়পুরে তোমার কন্যা এক রাত্রে প্রায় আশী টাকা ব্যয় করিয়াছে।

লক্ষ. (বৈরক্তি) পুনরায় তুমি আমার বক্ষে ছুরি মারিলে। কেননা ঐ টাকা আর চক্ষে দেখিতে পাইব না। আশী টাকা এক বৈঠকে! এক রাত্রে! আ সর্ব্বনাশ! !

গণ. আর শুন চারু দত্তের আর কএক জন মহাজন আমার সঙ্গে একত্রে এখানে আইলেন তাহারদের পণ অতি কঠিন। সুতরাং দেখিলাম যে চারু দত্তের আর অব্যাহতি নাই।

লক্ষ. আমি এই বার্ত্তা শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম, গণপতি তুমি ধন্য। তোমার পুত্র চিরজীবী হউক আর এক গুণ ঋণ দিয়া দ্বিগুণ লইতে থাক।

গণ. আরও শুন তন্মধ্যে এক জন মহাজন আমাকে একটি

অপূর্ব্ব হীরক অঙ্গুরী দেখাইয়া কহিল যে তোমার কন্যাকে একটি মর্কট বানর দিয়া তাহার বিনিময়ে ঐ অঙ্গুরীটি লইয়াছে।

লক্ষ. যাও দূর কর গণপতি, তুমি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিতেছ। ঐ হীরকাঙ্গুরী আমি নেপালের ভূপালের নিকট পাইয়াছিলাম। কত কালের ধন নষ্ট হইল। আমি শ্রীরামের কটক ও সুগ্রীবের সমস্ত রাজ্য পাইলেও এমত অঙ্গুরী ত্যাগ করি না।

গণ. সে যাহা হউক, ফল চারুদত্তের এ যাত্রা আর নিস্তার নাই।

লক্ষ. এ কথা বিলক্ষণ কহিয়াছ গণপতি রায় তুমি ধন্য— এক্ষণে যাও, বিচারাগারে নিযুক্ত এক জন বিচক্ষণ প্রতিনিধি নিয়োগ ও তাহার বেতন ধার্য্য কর যে সময় শিরে চারু দত্তের ঋণ পরিশোধ না হইলে তাহার বক্ষঃ স্থলের অর্দ্ধ সের মাস কাটিয়া লইবার আদ্দাশ উপস্থিত করিতে পারে। আর গুজরাট নগরের মধ্যে তাহার যে কিছু বাণিজ্য দ্রব্য পাওয়া যাইবেক আমি তাহা আটক করিব। তুমি এক্ষনে বিদায় হও আমাকে সমাজ ঘরে দেখিতে পাইবা।

[লক্ষপতি ও গণপতির প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি উজ্জয়িনী রাজবাটীর অন্তঃপুর।

বীরবর রাজা ও বিষ্ণু শর্ম্মা পুরোহিতের প্রবেশ।

গদ্য।

বিষ্ণুশর্ম্মা. মহারাজ চিত্রবিলাস নামে গুজরাট দেশীয় যুবরাজ গত কল্য সায়ং কালে এস্থানে সমাগত হইয়াছেন, অদ্য পূর্ব্বাহ্নে দেবালয়ে সুকৃতি পুর্ব্বক সম্পুট গৃহে প্রবেশ করিবার বার্ত্তা প্রেরণ করিতেছেন।

বীরবর. রাজনন্দন সভাস্থ হইলে সম্পুট গৃহে নীত হইবেন এমত নির্ণীত হইয়াছে, আর যথা বিহিতরূপে ইঁহার সমাদর করিবার নিমিত্ত পারিষদেরা আদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতি আছে যে রাজকুমার বহু গুণাধার ও এবম্প্রকার প্রত্যুৎপন্ন মতি যে সম্পুটে প্রকটিতা প্রহেলিকা সিদ্ধান্ত ও চিত্রভানু প্রকৃতাধারে নির্ণয় করিতে এই রাজকুমারই শক্য হইবেক। আর যদি সমাগত এই রাজনন্দন কর্ত্তৃক পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত ও চিত্রভানু প্রকৃতাধারে লক্ষিত না হয়, তবে ভানুমতীর বিবাহের উপায় বিরহ, কেননা সুবোধ কর্ত্তৃক তাহা লক্ষিত না হইলে অবোধ কর্ত্তৃক হওনের সম্ভাবনা নাই, বিশেষতঃ বিবাহের উপায়ান্তর বিধানে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ জন্য রৌরব নিবারণের উপায় নাই, দেখ কৌরব প্রধান দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া আজীবন তাহার গৌরব রাখিলেন, ইহাতে ফলতঃ অসৌরভ হইলেও রাজা রৌরব এড়াইলেন। বরঞ্চ মরণ কাল পর্য্যন্ত কন্যাকে গৃহে রাখিবেক

তথাচ অপাত্রকে দান করিবেকনা, এই যে প্রাচীনা ব্যবস্থা আমি অবশ্যই তাহাতে আস্থা করিব।

বিষ্ণু. মহারাজ, পদ্মরাগ মণির আকরে সম্ভূত ফলতঃ দৈবায়ত্ত দুর্ভাগ্য রূপ শৃংকলায় জড়িত যে এই রাজনন্দন ইঁহা কর্ত্তৃক যে মহারাজের মহদভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক আমার এমত মনে হইতেছে। অতএব যাহাতে শুভকাল বহির্ভূত না হয় এমত ত্বরা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

গঙ্গানায়ক ভাটের প্রবেশ।

ভাট মহারাজ জয় হউক। গুজরাট দেশীয় চিত্তবিলাস নামে যুবরাজ রাজপুরে প্রবেশ করণার্থ মহারাজের বলবতী অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন। কেননা ইত্যগ্রে বর্ণিত যুবরাজ দেবালয়ে নির্ণীত সুকৃতি করিয়াছেন, যদি শ্রীমন্মহারাজের অভিমত হয় তবে সমীপে আগমন করিবেন।

রাজা. আমরা রাজনন্দনের প্রতীক্ষা করিতেছি অতএব গঙ্গা নায়ক তুমি বিহিত সম্বোধনে ইহা রাজনন্দনকে বিদিত করিয়া যথা সম্মানে তাঁহাকে রাজ নিকেতনে আনয়ন কর।

ভাট. যে আজ্ঞা মহারাজ।

(ভাটের প্রস্থান।

বিষ্ণু. আমার মনে যাহা উদয় হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই মহারাজকে নিবেদন করিয়াছি, অর্থাৎ চিত্রভানু প্রকৃতাধারে লক্ষ্য করণে এই রাজতনয়ের আশুভেদ-কারিণী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সহকারিণী হইবেক। আর অনায়ত্ত রূপে বিত্তহীন এই চিত্তবিলাস সংমিলনে সেই ভানুরূপা ভানুমতীর ও চিত্তের উল্লাস হইবেক, এমত জ্ঞান হইতেছে।

রাজা। যদি এমত হয় তবে অস্মদাদির প্রয়োজন সিদ্ধ হউক। আর সর্ব্বার্থ-সাধিকা সর্ব্ব-মঙ্গলা আমারদের এই মঙ্গল করিলে আমরা সর্ব্ব প্রকারে মঙ্গল অনুভব করিব। কিন্তু "বিবাহেচ ব্যতিক্রম" ইতি চিন্তায় বহুধা দুশ্চিন্তা আমার মনোমধ্যে উদিতা হইতেছে। সম্প্রতি দেখ চিত্রবিলাস আসিতেছেন।

গঙ্গানায়ক ভাট সমভিব্যাহারে চিত্রবিলাস ও চিত্রসেন ও দুলাল ও (যবনিকা মধ্যে) ভানুমতী ও সুলোচনা ও সুশীলার প্রবেশ।

সম্পুট-ত্রয়ের আচ্ছাদন মুক্ত ও বাদ্যোদ্যম।

আসুন, আপনকার কুশল?

চিত্র-বিলাস শ্রীমন্মহারাজের শ্রীচরণ রেণু কিরণাবলোকনে অত্রত্য ক্ষেমং।

রাজা। ভগবতী সর্ব্ব-মঙ্গলা আপনকার মনোভিলষিত ও অস্মদাদির প্রয়োজন সিদ্ধি করুন! যেমতে শুভক্ষণ বহিয়া না যায় আপনি এমত সময়ে সম্পুট গৃহে গমন করুন।

বীরবর রাজার প্রস্থান।

পয়ার।

গঙ্গা-নায়ক এইত সম্পুট তিন হের যুবরায়।
ভানু চিত্র প্রতি বিম্ব আছয়ে যাহায়॥
যদ্যপি পারহ তাহা লক্ষ করিবারে।
রাজ বালা দিবে মালা কহিনু তোমারে॥
সুবুদ্ধি কুমার কার্য্য কর বিচারিয়া।
বুদ্ধির প্রভাবে লহ ভানুরে চিনিয়া॥

প্রহেলিকা আছে দেখ সম্পুট উপরে।
সবে মাত্র এই চিহ্ন লক্ষ করিবারে॥

[গঙ্গানায়কের প্রস্থান।

চিত্ত. দিব্য করিলাম আমি দেবীর আগারে।
খুলিব সম্পুট যেই নাহি কব কারে॥
গোপনে রাখিব সেই নিগূঢ় বচন।
আর না করিব কভু কন্যা অন্বেষণ॥
যদ্যপি সম্পুট কভু নিষ্ফল খুলিব।
তবে ভানুমতী রাজ্যে আর না রহিব॥

ত্রিপদী।

রাজ-কুমারী. (যবনিকা মধ্যহইতে) শুন শুন প্রিয়বর, ক্ষণেক বিলম্ব কর
নয়ন ভরিয়া আগে হেরি।
তোমার বিচিত্র রূপ, নর রূপে দেব রূপ
অপরূপ রূপের মাধুরি॥
সম্পুটে হারিলে তুমি, না রহিবে এই ভূমি
তবে আমি হারাব তোমারে।
পাইয়াছি হারাধন, হরে করি আরাধন
বঞ্চনা না করিহ আমারে॥
মনে বরিয়াছি আমি, তুমি হইয়াছ স্বামি
আমি তব অঙ্গের অর্দ্ধেক।
আমার সর্ব্বস্ব তুমি, সর্ব্বস্বেতে তুমি স্বামি
সর্ব্ব ত্যজি কেবা বঞ্চিবেক॥
সদাই যা মনে হয়, লোকে বলে তাই হয়
যদি হয় অবলার ভালে।
দরিদ্র পাইবে নিধি, যদি বাম নহে বিধি
তবে হবে আমার কপালে॥
কালের কুটিলা গতি, তাই ভয় হয় অতি
স্বামি হয় সত্বেতে বঞ্চিত।

যার বস্তু তার নয়, যার নয় তার হয়
ভাবি পাছে হই বিড়ম্বিত॥
সত্যেতে হইনু বন্ধি, কেমনে কহিব সন্ধি
রাজা যাহে করিল বারণ।
হৃদয়ের নাথ হও, হৃদয় বুঝিয়া লও
যদি ইচ্ছ হৃদি সিংহাসন॥

পয়ার।

চিত্র. যুক্তি মতে শুভ কার্য্যে বিলম্ব না হয়।
চিত্তের উদ্বেগ তাহে বিলম্ব না সয়॥
পারি কি না পারি তাই হতেছে সংশয়।
ভাগ্যোদয় বিনা প্রিয়া নহিবে উদয়॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

রাজ-কুমারী. এই যদি তব মন, তবে কর আয়োজন
বিসর্জ্জন দিয়া সংশয়েরে।
প্রিয় যদি ভাব মনে, চিনে লও প্রিয়জনে
প্রয়োজন লভহ সত্বরে॥
সম্পুটে হারিলে তুমি, জীবনে মরিব আমি
নেত্র বারি হবে স্রোতোবতী।
দাঁড়াতে না পাবে স্থল, সকল হইবে জল
আর না দেখিবে ভানুমতী॥
নিরাশা করিয়া তরি, তাহে আরোহণ করি
বহি যাবে আপনার দেশে।
হুতাস পবন হবে, ভগ্না তরি ডুবাইবে
জল মগ্ন পাছে হও শেষে॥
এই ভয় মনেবাসি, পাছে দোঁহাদোঁহে নাশি
আমি মরি তাহে নাহি খেদ।
মরিয়া ভাবিব আমি, তুমি কার হবে স্বামি
পাছে ভানু চিত্তে হয় ভেদ॥

বিপাকে পড়িল বৈরী, তাহে উদ্ধারিল স্বামী
আর দেখ বীর ধনঞ্জয়।
লক্ষ বিন্ধি লক্ষ রাজা, জয় করি মহাতেজা
পাঞ্চালীরে লইল আলয়।
বুদ্ধিতে করহ সন্ধি, আমি কিসে আছি বন্দি
কারা হতে করহ উদ্ধার॥
বন্দির যাতনা যত, আর বা সহিব কত
অবলারে করহ নিস্তার॥

পয়ার।

চিত্ত. ধৈর্য্য হও সূর্য্য মুখী কহি তব আগে।
উৎকণ্ঠিতা সজ্জিকা বা কেন হও আগে।
প্রজাপতি যদ্যপি না হন প্রতিকূল।
একান্ত জানিবে তবে সব অনুকূল॥
অনুমতি দেহ যাই সম্পুট নিকটে।
বিধির নির্ব্বন্ধে যদি মম ভাগ্যে ঘটে॥

রাজ- উঠ উঠ প্রিয় বর উঠহ ত্বরায়।
কুমারী. বন্ধন হইতে মুক্ত করহ আমায়॥
বন্দি নহি আছি বন্দি বান্ধবের তরে।
[illegible] হয়ে ছিন্ন কর পাশ বন্ধনেরে॥

[illegible]লাল. হের [illegible]প্রবর হের চিত্ত বরে।
অর্জ্জুন উঠিছে যেন লক্ষ বিন্ধিবারে॥
ব্রহ্মবরে কৃত কার্য্য হইল ফাল্গুণী।
লক্ষ রাজা জিনিয়া লভিল যাজ্ঞসেনী॥
চিত্তবরে এই বর দেহ মহামতি
সম্পুট করিয়া ভেদ লভে ভানুমতী॥

বিষ্ণুশর্ম্মা. স্বস্তি বাক্য পুনর্ব্বার কহিলাম আমি।
দ্বিজবরে চিত্ত হবে ভানুমতী স্বামী॥

পয়ার।

চিত্ত. অঙ্গের চিকণ কান্তি কিছু মাত্র নয়।
সম্পুট তথাপি সংসার দেখ রূপে মুগ্ধ হয়॥
নিকটে প্রজ্জ্বল্য চিকণ বর্ণে স্বর্ণ মনোহর।
চিন্তা। মুগ্ধ হয়ে লোকে কহে ধাতুর ঈশ্বর।
লোকে কহে শুভ্র বর্ণ সর্ব্ব দোষ হরে।
ক্ষীণ বুদ্ধি অন্তরের দোষ নাহি ধরে॥
বসন ভূষণে হেরি রূপ মনোহর।
বারাঙ্গনা বশ হয় মূঢ় মতি নর॥
পবিত্র অঙ্গনা অঙ্গ অপাঙ্গে না হেরে।
মনোলোভা অঙ্গ শোভা তাই মনে ধরে॥
অঙ্গের শোভাতে চক্ষু সুখ ভিন্ন নয়।
চক্ষের সুখেতে ফল যারা তৃপ্ত হয়॥
গুণের বিচার পটু নহে সেই জন।
রূপে মুগ্ধ নহে যেই সেই বিচক্ষণ॥
মোহিনী বেশেতে হরি হরেরে মোহিলা।
সুবর্ণের মৃগ দেখি শ্রীরাম ভুলিলা॥
হরিল রামের জ্ঞান সুবর্ণ বরণ।
তার ফল হৈল দেখ সীতার হরণ॥
লক্ষ্মীর রূপেতে মুগ্ধ হয়ে দ্বিজবর।
অপ্রমেয় কৈল তপ কঠোর বিস্তর॥
দ্বিজবর লহ বর যাচে চক্রপাণি।
দ্বিজ বলে লক্ষ্মী হবে আমার গৃহিণী॥
তথাস্তু বলিয়া চক্রী হৈলা অন্তর্ধান।
জন্মান্তরে পাবে লক্ষ্মী শুন মতিমান॥
পুনর্জ্জন্মে ক্লীব হৈল বিপ্রের সন্তান।
বৃন্দাবনে জন্ম নিল আখ্যান আয়ান॥
রাধা রূপা লক্ষ্মী ভার্য্যা হইল তাঁহার।
তথাপি অসুখী হৈল ব্রাহ্মণ কুমার॥

অতএব রূপে মুগ্ধ কভু না হইব।
তে কারণে শুন স্বর্ণ তোমারে ত্যজিব॥
রজতে ত্যজিব আমি সেই সে কারণে।
মূঢ় মতি মুগ্ধ হয় রজত বরণে॥
অর্থের স্বরূপ রৌপ্য বিবাদের মূল।
অর্থ লয়ে সংসারেতে যত হুল স্থূল॥
সুহৃদ্ভেদ কারি অর্থ নহে অনুকূল।
অনর্থক অর্থ হেতু সংসার ব্যাকুল॥
নীরদ বরণী সীসা তোমারে সাধিব।
জলদের মধ্যে ভানু তবে সে পাইব॥
ধন মন যৌবন সঁপিব আমি তারে।
সর্ব্বত্যাগী হব এই আমার বিচারে॥
কায়ার অর্দ্ধেক জায়া জানে সর্ব্ব জন।
জায়ারে সর্ব্বস্ব সবে করয়ে অর্পণ॥
তাহার বাক্যের ভাব এই মনে গণি।
প্রাণ সঞ্চারিণী কাটি দেহ দ্বিজ মণি॥

বিষ্ণুশর্ম্মা. হের ধর লহ সন্ধি চিত্ত সুধীবর।
ডালা মুক্ত করি দেখ সম্পুট ভিতর॥
চিত্র ভানু রূপ যদি ইহাতে হইবে।
তবে রাজ ভানুমতী তোমারে বরিবে॥

সুশীলা. অধীরা হইলা কেন রাজার কুমারী।
যুগল নয়নে বহে প্রেমানন্দ বারি॥
আনন্দে বিহ্বল চিত্ত উচিত না হয়।
সুখ পারাবার দেখি কেন পাও ভয়॥

রাজ-কুমারী. কমলে খঞ্জন এক দেখে যেই জন।
শাস্ত্রে কহে রাজ্যেশ্বর হয় সেই জন॥
প্রিয় মুখ পদ্মে আঁখি যুগল খঞ্জন।
কমলে খঞ্জন দেখ অতি সুলক্ষণ॥
নাহি জানি আজি আমি পাব কোন নিধি।
দেখ দেখি সখি ভাগ্যে কি ঘটায় বিধি॥

লঘু ত্রিপদী।

[চিত্ত. সীসক সম্পুট মুক্ত করেন]

হেররে নয়ন, ভানুর বরণ
চিত্র ভানু এই হয়।
কিবা চিত্র কর, লিখিল সুন্দর
চক্ষে দেখ হয় নয় ॥
এই কেশ জাল, কন্দর্পের কাল
হৃদয়ে ভাবিয়া রতী।
ছিল ছড়াইয়া দিল জড়াইয়া
রক্ষা করিবারে পতি ॥
করিলে বিস্তার, নাহিক নিস্তার
তেঁই বিনাইল বেণী ॥
বিনতা নন্দন, ভ্রমে অনুক্ষণ
গ্রাসিবারে চাহে ফণী ॥
শিরে শোভে মণি, তেঁই বলে ফণী
ফণি মণি মনোলোভা।
মণির প্রভাবে, ফণিনাথ ভাবে
দূরে হৈতে দেখে শোভা ॥
নয়নের আভা, যেন ক্ষণ প্রভা
ক্ষণ মাত্রে হরে মন।
নয়নে হেরিয়া, জীবন ধরিয়া
কেবা দেখে কত ক্ষণ ॥
একই নয়ন, লিখিল যখন
নয়নেতে তাহা দেখি।
কেমন করিয়া, ধৈরজ ধরিয়া
আঁকিল দ্বিতীয় আঁখি ॥
কৃশানু কটাক্ষ, কাম করি লক্ষ
সেই পলাইল দূরে।
হরনেত্র জ্ঞানে, ফেলি ধনুর্ব্বাণে
লুকাইল কাম পুরে ॥

হাসি হাসি রতি, তুলে নিয়া সতী
শরাসন নিজ করে ॥
ভুরু যুগে ধনু, জ্বালিয়া কৃশানু
শর রাখে চক্ষুপরে ॥
পদ্মরাগ মণি, হইয়া দুখনি
অধরোষ্ঠে মিলিয়াছে।
বাক্য সুধা ভরে, অন্তর বিদরে
বিচ্ছেদে ভাঙ্গিয়ে পাছে ॥
এই পয়োধর, যেন পয়োধর
স্নিগ্ধ করে জগ জনে।
কভু বিষ ধর, করয়ে জর্জ্জর
মন্মথ তাপিত গণে ॥
সুমেরুর তল, নিতম্ব যুগল
অচল বিকল দেখি।
মাথা কৈল মুড়া, লয়ে দুই চূড়া
ভানু বক্ষে দিল রাখি ॥
করি কর উরু, ক্ষীণ মাঝা গরু
হৃদয়ে মেরুর ভার।
কেশরী ভাবিছে, কেননা ভাঙ্গিছে
কেশাঘাতে কটি তার ॥
সেবতী বরণ, জিনিয়া বরণ
সেবতী অঙ্গের বাস।
সেবতীর ঘ্রাণ, শ্বাসে বিদ্যমান
সেবতী মুখের হাস ॥
সহস্র আনন, সহস্র নয়ন
এক ঠাই যদি হয়।
স্বল্প মাত্র যারে, বর্ণিবারে পারে
এক মুখ কত কয় ॥
চিত্র বাক্য দেখি, রাখিল কি লেখি
ভানুমতী নিজ পাশে।

শুন প্রিয়জন, কাব্যের বচন
চিত্র ভানু যাহা ভাষে।

পয়ার।

রূপে মুগ্ধ নাহি হয়ে করয়ে মনন।
মনোমত লভে সেই মন অকিঞ্চন॥
যদি তব ভাগ্য গুণে হৈল এই ধন।
অন্য ধনে আশা না করিহ কদাচন॥
এই ধনে তুষ্ট যদি হয় তব মন।
এই ধনে জন্মে সুখ বুঝহ এমন॥
ভানুমতী ধন তবে করহ গ্রহণ।
হৃদয় ভাণ্ডারে রাখ করিয়া যতন॥

লঘু ত্রিপদী।

হৃদয় ভাণ্ডারে, রাখিনু ধনেরে
প্রাণাধিক ধন গণি।
ধন প্রাণ যায়, তাহে নাহি দায়
এ ধনে হইলে ধনী॥

[শঙ্খধ্বনি ও বাদ্যোদ্যম।

বীরবর রাজা ও রাণী চন্দ্রাবলী এবং
পাত্র মিত্র ও পারিষদগণের প্রবেশ।

পয়ার।

বিষ্ণুশর্ম্মা। অতঃপর মহারাজ করি নিবেদন।
ঝটিতি করহ বর মাল্য আয়োজন॥
সিত পক্ষ বৈশাখের তৃতীয়া রোহিণী।
এই হেতু অদ্য রাত্রি শুভক্ষণ গণি॥
ভার্গব বাসর বটে উক্ত শাস্ত্র মতে।
বিধান করহ নহে বিলম্ব যে মতে॥

পাটরাণী অন্তঃপুরে করুন গমন।
কন্যারে পরান্ দিব্য বসন ভূষণ॥
সসজ্জ করিয়া হেথা আন রাজবালা।
কুমারীর করে দেহ পারিজাত মালা॥
চিত্তবর গলে মালা দিবেক যখন।
তব কার্য্য সিদ্ধি রাজা হইবে তখন॥
শুভক্ষণে জামাতারে লহ রাণী ঘরে।
বিধিমতে মাল্য দান হইবেক পরে॥

রাজা ও রাণী ও বিষ্ণুশর্ম্মা, চিত্তবিলাস ও চিত্রসেন
ও দুলাল প্রভৃতি ও ভানুমতী ও
সুলোচনা ও সুশীলার প্রস্থান।

ষষ্ঠম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি উজ্জয়িনী নগর।
কুঞ্জবন সরোবর তটে।

সুশীলা ও সুলোচনা ও চিত্রসেনের
প্রবেশ।

পয়ার।

সুশীলা. কাহার বিহঙ্গ এই ভ্রমে কুঞ্জবনে।
দ্বিজরাজ পায় লাজ দ্বিজের বরণে॥
বিকল করিল মন সুবর্ণের পাখী।
হেরিয়া পাখীর রূপ জুড়াইল আঁখি॥
পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ ধরি পক্ষী বরে।
যৌবন আধার দিয়া রাখিব অন্তরে॥
প্রেম ডোরে বিহঙ্গেরে করিয়া বন্ধন।
হৃদয় পিঞ্জরে থোব এই লয় মন।

পুষিলে মানয়ে পোষ তবে সে পুষিব।
সোণার বিহঙ্গ গুণ তবে সে ঘুষিব॥

সুলোচনা. কাহার সোণার পাখী কেন কর নাশ।
ব্যাধের সমান দেখি তোমার প্রয়াস॥
ভ্রূধনুক আকর্ণ পূরিয়া কেন টান।
কঠিন কটাক্ষ বাণ এবে কেন হান॥
মন্মথ অনল মন্ত্রে করিছ সন্ধান।
দুই বাণে বিনাশিতে বিহঙ্গের প্রাণ॥
বিধি দত্ত রথ তব দেখি কলেবর।
তাহাতে যোজিত কুচ যুগ অশ্ববর॥
অনঙ্গে সারথী করি চালাইছ রথ।
বিদেশী বধিতে বুঝি কহিল মন্মথ॥
নয়নে যুগল তূণ অক্ষয় তোমার।
যত ক্ষয় তত হয় এই চমৎকার॥
কটাক্ষ অনল বাণ যদি ত্যাগ কর।
হুতাশ হইবে বৃষ্টি সম্বর সম্বর॥
তব দৃষ্টি শরানলে নাহি অব্যাহতি।
রতির বরুণ বাণ বিনা নাহি গতি॥

সশীলা. কাহার প্রাণের শুক বল সখি বল।
হেরিয়া আমার তনু হইল বিকল॥
যদি শুক চাহে সারী সারী হব তারি।
তবে যদি নাহি পাই নহি আমি নারী॥
ওর মনে ধরে যদি ওরে করি পতি।
অনঙ্গ নহিলে তৃপ্ত নহে যেন রতি॥

সুলোচনা. ধরিয়াছ শুক আর কেন ধরাধরি।
আত্ম শুক নাহি চিন ঐ খেদে মরি॥
চিত্তের সহিত এলো এই চিত্রবর।
নাগরী হইবে তুমি সেইত নাগর॥

যুক্তি কৈল রাজ-রাণী রাজার সহিত।
এই বরে দিবে তোরে কহিনু নিশ্চিত ॥
চিত্তবরে যখন বরিবে রাজ বালা॥
সুশীলা তখন দিবে চিত্রবরে মালা॥
রাণীর সোহাগী তুমি ভানু সহচরী।
ভাল বাসে ভানুমতী রাজার কুমারী॥
দুই জনে চিকণ হইবি একেবারে।
পতি আলিঙ্গন সুখে ভুলিবি আমারে॥
চাহিলে না চাবি কহিলেও না কহিবি।
"ফিরে যদি দেখা হয় ফিরে না চাহিবি"।

সুশীলা. বয়স হয়েছে তবু নাহি ছাড় ঠাট।
গলিত যৌবনে কেন মিছে এত নাট॥
করিলা রহস্য বহু প্রথম বয়সে।
পতিরে মোহিলা ধনি নানা রঙ্গ রসে॥
এই যদি সত্য কথা তুমি সত্য কর।
আমার মাথার দিব্য বঞ্চনা না কর।

সুলোচনা.হের দেখ নিকুঞ্জে আসিছে চিত্রবর।
কুঞ্জরীর তরে যেন ভ্রমিছে কুঞ্জর॥
সরোজে শোভিছে দেখ সরোবর জল।
হেরিয়া করির মন হইবে বিকল॥
বিবস্ত্রা হইয়া দোঁহে ধরি উভগলে।
রবির জ্বালায় জ্বলি পড়ি গিয়া জলে॥
রাজীবের রাজী মাঝে চল অঙ্গ ঢাকি।
পদ্মবনে না চিনিবে কেবা পদ্ম আঁখি॥
আমি কুমুদিনী হব তুমি সরোজিনী।
করি বরে তোরে দেখাইব বিনোদিনী॥
করি করে যখন দলিবে পদ্ম দল।
হেরিবে তোমার মুখ প্রফুল্ল কমল॥
করেতে বান্ধিবে তোর ক্ষীণ তনু ধনি।

মুদিত নয়নে আমি হাসিব তখনি ॥
লাজে হেট মাথা হইবেক দিনমণি ॥
অস্তাচলে লুকাইবে করিতে রজনী।
কৌতুক দেখিতে শশি হইবে উদয়।
নয়ন মেলিব আমি পাইয়া সময় ॥
দেখিব দেখাব দোঁহে পদ্মিনীর কায।
তাহাতে যদ্যপি তোর নাহি হয় লাজ।
চকোরে করিব সাক্ষী তখনি অমিনি।
লাজেতে মরিবে ধনি তুমি কমলিনী ॥
মুদিত হইবে মুখ প্রফুল্ল কমল।
করি-বর ত্যজিবেক সরোবর জল।
কালামুখ ভ্রমরা তখন দিবে দেখা।
লজ্জায় মুদিত তুমি না দেখিবে সখা ॥

সুশীলা। পদ্মবনে মাতঙ্গ করয়ে যবে বল।
তাহাতে বাঁচয়ে কোথা কুমুদের দল ॥
উন্মত্ত বারণ আত্ম পর নাহি বুঝে।
তোমারে দলিবে অগ্রে এই মনে সুঝে ॥
পদ্মবনে পদ্মমুখী আগে নাহি চিনি।
করি কর ক্ষতাঙ্গ করিবে কুমুদিনী ॥
কলঙ্কি নায়ক তোর কোথায় থাকিবে।
মেঘের আড়ালে অঙ্গ তখনি ঢাকিবে ॥
চকোর লুকাবে মুখ চাঁদ না দেখিয়া।
তাহা দেখি অলিকুল হাসিবে উঠিয়া ॥
তখন তোমার মুখ কোথায় রহিবে।
দিন-কর করে আরো মুদিত হইবে ॥
আপনা খাইয়া কর অন্যে উপহাস।
চল আগে কব কথা কুমারীর পাশ ॥

[চিত্রসেনে দৃষ্টি করিয়া সহাস্য বদনে সহচরীরা জল মধ্যে অঙ্গ আচ্ছাদন করেন।

লঘু চতুষ্পদী।

চিত্রসেন.

কিবা মনোহর, এই সরোবর
দেখিতে সুন্দর, জলের খেলা।
নগর নাগরী, রসের সাগরী,
লইয়া গাগরি, করিছে মেলা॥
মনোহর ঘাট, সুবর্ণের পাট,
তাহে করে নাট, যতেক নারী।
এই লয় মন, যেন বৃন্দাবন,
এই কুঞ্জবন, তুলনা তারি॥
তমালের বন, কিবা সুদর্শন,
মুগ্ধ করে মন, কোকিল স্বরে।
মল্লিকা মালতী, যাতি যুথি তথি,
হেরিয়া সেবতী, বিন্ধিছে স্মরে॥
কমলের দল, করে টল টল,
হেরিয়া বিকল, করির মন।
মলয়া সমীর, নাহি দেখি স্থির,
করিছে অস্থির, কমল বন॥
করিরা বিহরে, পদ্মিনী সিহরে,
ভ্রমরে ঝঙ্করে, দূরেতে থাকি।
সিহরে কুমদ, কাঁপে ষট পদ,
ভরে কোক নদ, মুদয়ে আঁখি॥
বুঝিনু আভাষ, বসন্তের বাস,
হবে বার মাস, এই নিকুঞ্জে।
মদনের রতি, নাহি ছাড়ে পতি,
যুবক যুবতী, আবেসে ভুঞ্জে॥
কহ কমলিনী, হয়ে কুতুকিনী,
এই কুমুদিনী, কেতব পাশে।
কাদের কামিনী, কিবা সোদামিনী,
আছহ ভামিনী, কাহার আশে॥

পদ্ম গন্ধ গায়, মলয়ার বায়,
প্রমোদ তাহায়, করিছে বন।
তব পদ্ম আঁখি, নয়নে নিরখি,
কিসে প্রাণ রাখি, দহিছে মন॥
রাজার ঝিয়রী, তার সহচরী,
হইবে সুন্দরী, বুঝিনু ভাবে।
মম ভাগ্যোদয়, এই যদি হয়,
দেবতা সদয়, এ অনুভাবে॥
কহ পদ্মমুখি, মোরে কর সুখী,
নহে মনোদুখী, হইয়া নাই।
হইব বিদায়, তাহে নাহি দায়,
যদি প্রাণ যায়, ভাবনা তাই॥

পয়ার।

সুলোচনা. পর্য্যটন শ্রমে শ্রান্ত হয়ে দিনমণি।
অস্তাচল গৃহে যায় হের সুবদনী॥
অতএব সখা তোর হইবে বিদায়।
পদ্মিনী মুদিছে আঁখি সূর্য্য অস্ত যায়।

সুশীলা. প্রাণধর কেমনে কহিব যাও প্রাণ।
যাহার বিচ্ছেদে দেহ শবের সমান॥
মিলনে প্রফুল্ল হয় বিরহে মুদিত।
হেন প্রিয়জনে কেবা হইবে বঞ্চিত॥
নিশির বিরহ জ্বালা আর না সহিব।
নাথের মিলনে কালি প্রফুল্ল হইব॥

সুলোচনা ও সুশীলার প্রস্থান

চিত্রসেন. আমার কুরঙ্গ প্রাণ করিবারে নাশ।
সুশীলা পাতিল এই সরোবরে ফাঁস॥
কামিনী কটাক্ষ কটু খরশান বাণ।
বিন্ধিল আমার প্রাণ করিয়া সন্ধান॥

জীবনে বাঁচিনু তার বাক্য সুধাপানে।
নহে শরাঘাতে আজি মরিতাম প্রাণে॥

চিত্তবিলাস ও দুলালের প্রবেশ।

পয়ার।

চিত্ত. নিকুঞ্জে একাকী কেন ভ্রম প্রিয়বর।
প্রেয়সীর তরে বুঝি ভ্রমিছ সত্বর॥
তন্বীর হইল মন তনু তব মন।
বিষণ্ণ না হও প্রিয় প্রিয়ার কারণ॥
শুনিয়াছি রাজা রাণী স্থির কৈল এই।
সেই ধনী না বরিবে চিত্রবর বই॥
সুখের নিশিতে আজু হইবে মিলন।
সুখের বাসরে সুখ ভুঞ্জ দুই জন॥

[চিত্তবিলাস ও চিত্রসেনের প্রস্থান।

গদ্য।

দুলাল. হাঁ এক্ষণে আমি একাকী হইলাম কল দোসর হীন জীবন বৃথা এ কথা সত্য বটে। আমি সকলের দোসর কিন্তু আমার দোসর দশ দিগ এই কারণ আমি দশ দিগ শূন্য দেখিতেছি। আহা মরি কি এক সুন্দরী নারী আসিতেছে!

বিলাসের প্রবেশ।

পয়ার।

কহ নবীন নাগরী, কহ নবীন নাগরী।
চক্ষের মাধুরি তোর কিবা চমৎকরী॥
এই বিয়ার বৎসর, এই বিয়ার বৎসর।
বর যদি চাহ তুমি আমি দিব বর॥

বিলাস. তোর বরে নাহি কায,তোর বরে নাহি কায।
অচেনা মানুষে চাহ চক্ষে নাহি লাজ॥

যদি তুই চাস বর, যদি তুই চাস বর।
আমি দিব বর আগে ঘর রাজী কর॥

দুলাল. তুমি বরের ঘরণী, তুমি বরের ঘরণী।
অগ্রেতে জানিলে নাকি বর যাচি ধনী॥
তুমি সুখে কর ঘর, তুমি সুখে কর ঘর।
আমার মতন পাও শত শত বর॥

বিলাস. কিবা বর দিলে তুমি, কিবা বর দিলে তুমি।
তোমার বরের তরে তরে কত ঊর্মি॥
তোরে আমি দিনু বর, তোরে আমি দিনু বর।
কন্যারে লইয়া তুমি সুখে কর ঘর॥

[উভয়ের হাস্য]

[বিলাস ও দুলালের প্রস্থান।

সপ্তম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি উজ্জয়িনী রাজ বাটী অন্তঃপুর।

রাণী চন্দ্রাবলী ও ভানুমতী
ও সুলোচনা ও সুশীলার প্রবেশ।

লঘু চতুষ্পদী।

রাণী. শুনলো কুমারী, সুশীলা সুন্দরী,
ভানু সহচরী, ভানুর প্রিয়া।
এত বড় মেয়ে, নাহি হয় বিয়ে,
তোর পানে চেয়ে, অস্থির হিয়া॥
বিয়োগ সময়ে, তনয়া হেরিয়ে,
হস্তেতে ধরিয়ে, জনক তোর।
সঁপিয়ে কন্যারে, মন্ত্রী মৈল পরে,

পালিনু তোমারে, ভাবিয়া মোর ॥
জামাতা সহিত, এলো যেই মিত,
বুঝিয়া বিহিত, রাখিনু তারে।
অশ্বিনী কুমার, যেন রূপ তার,
মনেতে তোমার, লাগিবে যারে ॥
চিত্রসেন নাম, বহু গুণধাম,
বড়র সন্তান, কুলীন বটে।
রাজার মনন, হইল যখন,
বিবাহ তখন, বুঝি বা ঘটে ॥
যদি মনে ধরে, দিব সেই বরে,
বলি শুন তোরে, মন্ত্রির বালা।
বান্ধ কেশ পাশ, করহ বিন্যাস,
পরিয়া সুবাস, দিবেলো মালা ॥

পয়ার।

সুলোচনা লজ্জায় মুদিয়া আঁখি সুশীলা সুন্দরী।
আমারে কহিল যাহা নিবেদন করি ॥
বিধির বরেতে বর দেখিতে সুন্দর।
তোমার ইচ্ছায় যদি সেই হয় বর ॥
হইবে অন্তরে তুষ্ট মন্ত্রির নন্দিনী।
এই শুনিলাম কথা শুন ঠাকুরাণি ॥
আপনি দিয়াছ আজ্ঞা বেশ করিবারে।
বেশ ভূষা করি দেখাইব সুশীলারে ॥
নিন্দিয়া কাঞ্চন কান্তি যাহার বরন
অভরণে কিবা হয় তাহার শোভন।
স্বর্ণেরে শোভয়ে যার লাবণ্য সুন্দর।
স্বর্ণেতে তাহার কোথা হয় শোভাকর ॥
অমল কমল চক্ষু মুখ সুধাকর।
ভ্রমরে চকোরে দ্বন্দ করে পরস্পর ॥

অলি বলে কমল চকোর বলে চাঁদ।
এই হেতু দুই জনে লাগিল বিবাদ॥
পদ্মিনীর সখা যদি পদ্ম বলি যায়।
চকোর করিতে দ্বন্দ্ব পিছে পিছে ধায়॥
রবি শশি মধ্যে থাকি কলহ ভাঙ্গিল।
দিবা নিশি দুই জনে বিভাগ করিল॥
চকোর লইল রাত্তি অলি নিল দিবা।
নিশিতে চকোর চাঁদে শোভা দেখ কিবা॥
দিবাকর করে যবে কমল ফুটিল।
সময় পাইয়া তবে ভ্রমরা ছুটিল॥
দুই জনে সুশীলারে করে টানাটানি।
লজ্জা খায়ে এই কহি শুন ঠাকুরাণি।

[রাণীর ঈষদ্ধাস্য ও সুশীলার হেঁট মাথা।

রাণী রহস্য উচিত নহে ভগিনীর সনে।
আমি যাই কহ কথা যাহা লয় মনে॥
হের দেখ হৈল বুঝি লগ্নের সময়।
ভানুরে সসজ্জ কর বিলম্ব না হয়॥
সুশীলা করুক বেশ সৈরিন্ধ্রীর কাছে।
ত্বরায় করহ কার্য্য লগ্ন যায় পাছে॥

[রাণী চন্দ্রাবলী ও ভানুমতী ও সুশীলার প্রস্থান।

চতুষ্পদী।

সুলোচনা. রাজার অবলা, আনন্দে বিহ্বলা,
[আত্ম কথন] সুশীলা উতলা, পতির আশে।
সজ্জিকার ন্যায়, ক্ষণে ক্ষণে চায়,
কত ক্ষণে যায়, মিহির বাসে॥
প্রেমের পদ্ধতি, প্রেমিকের গতি,
প্রমদার মতি, ভালতো আগে।
পুরুষের মন, স্থির নহে ক্ষণ,

অলির যেমন, মন না লাগে ॥
সোণার যৌবন, করি সমর্পণ,
পুরুষের মন, তবু না পায়।
প্রাণ দিয়া ডালি, দেহ করে কালী,
স্মর দহ জ্বালি, পড়য়ে তায় ॥
মরে যদি পতি, সঙ্গে যায় সতী,
তার দেখ গতি, ভাবিয়া মনে।
জীবনে যে নরে, রস রঙ্গ ভরে,
থাকে স্থানান্তরে, বিনা সে ধনে ॥
রমণী রতন, না করে যতন,
মনের মতন, না হয় যবে।
অবলারি মন, ভাবে অনুক্ষণ,
সে বিনা জীবন, কেমনে রবে ॥
মন না বুঝিছে, কামিনী ঘুরিছে,
কেনবা ঝুরিছে, কাহার লাগি।
বিষাদে ভাবিছে, কি সাধে বাঁচিছে,
বিচ্ছেদে দহিছে, তাহার লাগি ॥
মদনের প্রায়, যদি পতি পায়,
বাঁচে নারী তায়, পতির সুখে।
দেখ তার মতি, রতি যার গতি,
পতি সুখে রতি, না জানে দুখে
কেবা দেয় নাড়া, সেই গাঁটি ছাড়া,
ক্ষণ নহে ছাড়া, কাম কামিনী।
ধন্যা বিনোদিনী সেই সে কামিনী,
পতি সোহাগিনী, যেই ভামিনী ॥
পতি ভাবে রতি, রতি ভাবে পতি,
পিরিতি এমতি, আর না হবে।
পুড়িল মদন, না হেরি বদন,
রতির রোদন, কে ভুলি রবে ॥
কেতকীর বন, প্রফুল্ল যেমন,

নারীর যৌবন, বুঝি তেমনি।
আজি মনো মত, হেরি প্রভা কত,
কালি শোভা হত, বুঝি এমনি॥
শুন নারীগণ, চতুরা যে জন,
মিছা আকিঞ্চন, করবা কেন।
তোমার যৌবন, আছে যত ক্ষণ,
পুরুষের মন, তোমারি যেন॥
কুসুম পতন, হইবে সে মন,
ভ্রমরার মন, আর না পাবে।
নব মধু আশে, নব পুষ্প বাসে,
আর তব পাশে, অলি না যাবে॥

রাজা বীরবর ও বিষ্ণুশর্ম্মা পুরোহিত ও পাত্র মিত্র পারিসদগণ ও ভাট এবং রাণী চন্দ্রাবলী ও সহচরী সুলোচনার প্রবেশ।

লঘু ত্রিপদী।

ভাট। হের সভাজন, সভার শোভন,
আর নৃপবর শোভা।
বীর মহারাজ, যেন দেবরাজ,
যার সভা মনো লোভা॥
দক্ষেতে সচিব, বুদ্ধে যেন জীব,
বাম ভাগে পাত্র বর।
সভাসদ যত, রূপ গুণবত,
কেবা করে তম তর॥
এই সেনাপতি, জিনি সুরপতি,
প্রবল বিক্রম যার।
রণে শত্রু চণ্ড, করে খণ্ড খণ্ড,
দোর্দণ্ড প্রতাপ তাঁর।
অশ্ব যুথে যুথ, কুঞ্জর অযুত,

সেনা দুই অক্ষৌহিণী।
সমরে তৎপর, সকলে সোসর,
যেন সেনা নারায়ণী॥
পণ্ডিত মণ্ডল, করিছে প্রজ্জ্বল,
রাজার উজ্জ্বল প্রভা।
কাব্যের রচনা, শাস্ত্র আলোচনা,
শাস্ত্র কথা মনোলোভা॥
কবির সমাজ, করিছে বিরাজ,
কবিরাজ কত জন।
কাব্য রসাভাষে, রাজারে সম্ভাষে,
কবিগণ অনুক্ষণ॥
বৈদ্য গুণাকর, বিদ্যায় তৎপর,
চিকিৎসায় দেয় প্রাণ।
রাজা দয়াবান, সকলে সমান,
গুণ মতে করে মান॥
এক পাট রাণী, সিংহ সুতা মানি,
ভবের ভবানী প্রায়।
কন্যা ভানুমতী, ভানুর মুরতি,
লক্ষ্মীর প্রকৃতি তায়॥
সেই কন্যা দান, ভূপতি প্রধান,
করিবেন শুভক্ষণে।
চিত্তবর নাম, বিচিত্র ধীধাম,
অনুপম গুণ গণে॥
সভার সাজন, সেই সে কারণ,
প্রয়োজন শুন সবে।
হবে শুভক্ষণ, হইবে বরণ,
মাল্য দান হবে তবে॥

চিত্ত বিলাস ও চিত্রসেন ও ভানুমতী ও সুশীলার প্রবেশ ও বাদ্যোদ্যম।

পয়ার।

হের দেখ ভানু শশি উদয় হইল।
রবি শশি যেন দোঁহে একত্র মিলিল॥
হেরিয়া ভানুর রূপ ভানু অস্ত গেল।
শশধর জলধর মাঝে লুকাইল॥
কুমার বসিল যেন অশ্বিনী কুমার।
ভানু রূপা ভানুমতী বামে শোভে তাঁর॥
চিত্রের বামেতে শোভে সুশীলা সুন্দরী।
অর্জ্জুনের বামে যেন দ্রুপদ কুমারী।

[রাজা পাত্রস্থ করিল।

বিষ্ণুশর্ম্ম. শুভক্ষণে আজি রাজা কৈলা কন্যা দান।
পৃথিবীতে দান নাহি ইহার সমান॥
রাজবালা দিল মালা চিত্তবর গলে।
কল্যাণ করিনু আমি বক্ষ কুতূহলে॥
পাত্রের তনয়ে কৈল সুশীলারে দান।
বেদের বিধানে আমি করিনু কল্যাণ॥
শুভক্ষণে জামাতারে লহ রাণী ঘরে।
আশীষ করহ দোঁহে যত মনে ধরে॥
কৌতুকে যৌতুক দেও যাহা লয় মন।
কুতূহলে বাসরে বঞ্চিবে রামাগণ॥
নৃত্যগীত স্থানে স্থানে আজ্ঞা দেহ রাজা।
রাজ্য মধ্যে সানন্দ হইবে সব প্রজা॥
চর্ব্যচোষ্য লেহ্যপেয় আদি সুভোজন।
আমন্ত্রিত সর্ব্ব জনে করাহ ভোজন॥
দুঃখিরে করহ রায় অন্ন বস্ত্র দান।
রজত কাঞ্চনে রাখ ব্রাহ্মণের মান॥

হইবে অতুল ফল শুন মহারাজ।
ইহার সমান নাই পৃথিবীতে কায॥

[সভাস্থ সকলের প্রস্থান।

অষ্টম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি উজ্জয়িনী রাজবাটীর অন্তঃপুর।

চিত্ত বিলাস ও ভানুমতী ও সুলোচনার প্রবেশ।

পয়ার।

সুলোচনা. সুখের নিশিতে দোঁহে হইল মিলন।
সুখ সংমিলনে সুখে বঞ্চ দুই জন॥
বিরহ দহন দেহ করিয়া দাহন।
সঙ্গম বারিতে শেষ হইল নিধন॥
শীতল জীবনে কর শীতল জীবন।
বাক্য সুধা পানে ক্ষুধা কর নিবারণ॥
প্রফুল্ল কমল সখি তোমার বদন।
যুগল খঞ্জন দেখ চিত্তের নয়ন॥
আকিঞ্চন মোর আছে চির দিন মনে।
কমলে খঞ্জন আমি দেখিব নয়নে॥
সরোজ বদনী ধনী যদি কর মন।
দরিদ্রে করিতে পার রাজ্যের রাজন॥

চিত্ত. যুগল মৃণাল ভুজ বদন কমল।
যৌবন লাবণ্য জল অতি নিরমল।
হেরিয়া খঞ্জন পক্ষী বিকল অন্তরে।
কেমনে উড়িয়া বসি ভাবিছে অন্তরে॥

পাছে কেহ দেখে চক্ষে ভাবিছে খঞ্জন।
কমলে খঞ্জন নাই সেই সে কারণ॥

ভানু. প্রিয়মুখ পদ্মে আঁখি যুগল খঞ্জন।
বারেক নয়নে সখি কর নিরীক্ষণ॥
দরিদ্রের মনো আশা পূরাইবে বিধি।
নাহি জানি আজি আমি পাব কোন্ নিধি॥
হের ধর লহ নাথ নিজ হাতে করি।
করহ ধারণ এই অঙ্গুরী সুন্দরী॥
হীরক অঙ্গুরী এই দেখহ সুন্দর।
প্রিয়ার স্মরণ জন্য ধর চিহ্ন ধর॥
দেহেতে থাকিতে প্রাণ নাহি দিবে কারু।
সদাই ধরিবে করে অঙ্গুরী সুচারু।
এই চিহ্ন যবে না হেরিব তব করে।
ভানু হারা হবে চিত্ত ভানু চিত্ত বরে॥
অভিমানে ভানুমতী ত্যজিবে জীবন।
আর না হইবে দোঁহে কখন মিলন॥

চিত্ত. দেহ প্রিয়া হাতে করি প্রাণ হাতে করি।
হাতে দেহ প্রাণ প্রিয়া প্রাণ হাতে ধরি॥
করিব ধারণ এই প্রাণের অঙ্গুরী।
প্রাণ দিব নাহি দিব যদি নহে চুরি॥
করিলাম এই দিব্য তোমার মন্দিরে।
সাক্ষী হও সখি এই কহিনু সুস্থিরে॥
হীরকে লিখিল শ্লোক হীরার মাঝারে।
কাটিল আমার প্রাণ বাক্য হীরা ধারে॥
প্রিয়ার অঙ্গুরী কহে সদা মোরে ধর।
অন্তরে বাসহ ভাল না কর অন্তর॥
অঙ্গুরীর অঙ্গ যেন ভানুর কিরণ।
ভানু অঙ্গকণা বুঝি করে বিকিরণ॥

[চিত্ত বিলাস রাজ কন্যার অঙ্গুরী ধারণ করেন।

হের দেখ পতি সহ আসিছে সুশীলা।
বরের বরণে কন্যা উজ্জ্বলা হইলা।।

সুশীলা ও চিত্রসেনের প্রবেশ।

কহ সখি হৃষ্ট মুখী আজি দেখি বড়।
সখার মিলনে সুখী হতে তুমি দড়॥

সুশীলা. সখার মিলনে সুখী কেবা বল নয়।
সুখ সহবাসে দুঃখী কেবা কোথা হয়॥
করিছ বাসর সুখ মুখামুখি করি।
দেখিতে আইনু সুখ সখা সঙ্গে করি।।
কহ যদি তবে সুখ আসনে বসিব!
বাসরের সুখ সব নয়নে হেরিব।।

চিত্ত. কহ সখা অঙ্গুরী পাইলে কার ঠাঁই।
সুশীলা রমণী দিলে ভাবে বুঝি তাই।।
সত্য বুঝি করিয়াছ সহচরী কাছে।
সখীর অঙ্গুরী অন্য নারী লয় পাছে॥
যতনে রাখহ সখা প্রিয়ার রতন।
নচেৎ হইবে দ্বন্দ্ব ইহার কারণ।।
চতুরা যদ্যপি হেন কোন সহচরী।
চাতুরী করিয়া লয় অঙ্গুরীটি হরি।।
মানিনী হইবে তবে রবে মান ভরে।
কথা না কহিবে সখী অঙ্গুরীর তরে।।

সুশীলা. হকু বা না হকু মান আগে কেন ভাব।
নাহিক ভাবনা যদি অন্যে নাহি ভাব।।
আপন ভাবিয়া যদি রাখ নিজ ধন।
বল করি কোন নারী লবে কার ধন।।

চিত্রসেন. প্রমদা চতুরা যারা চুরি করে মন।
সেই চোর হতে চিত্ত ভাবে অনুক্ষণ॥

চঞ্চলা না হও প্রিয়ে চতুর বচনে।
চিত্তের আছয়ে চিত্ত বিত্তের রক্ষণে॥

বিলাসের প্রবেশ।

গদ্য।

বিলাস. ঠাকুরাণি, নমস্কার করি। আশীর্ব্বাদ করুন, সকল যেন ধন প্রাণে ও প্রাণেঽ থাকি। এক্ষণে ঠাকুর ঠাকুরাণী সকলে একত্র হইয়াছেন, কিন্তু কে কার ঠাকুর আমি চিনিতে পারিলাম না।

[সকলের উভরায় হাস্য।

সুশীলা. তোমার মুখে আগুণ। তুমি এত দিন ঠাকুরের ঘর করিতেছ কিন্তু ঠাকুর জামাই কে তাও চিনিতে পারিলে না।

বিলাস. ঠাকুরাণি, অনেকে ঠাকুরের ঘর করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু অনেক লোকের গোলমাল হইলে অনেকেই ঠাকুর জামাইর ঠিক রাখিতে পারে না।

চিত্রসেন. সে কেবল ঠাকুর-ঝির দোষ।

সুশীলা. হাঁ তা বটে, কেননা ঠাকুর-ঝির ঠিকে ভুল থাকিলে গোলমালে কোলের আঁক ঠিক থাকে না।

ভানুমতী. ঠাকুর-ঝির দিগ্‌ভুল না হইলে কখন ঠিক ভুল হয় না, কেননা দিগের ঠিক না থাকিলেই লোকের ঠিকের ঠিক থাকে না। সে যাহা হউক, এখন তোর কথা কি তা বল?

বিলাস. ঠাকুরাণি, আপনারা যেমন টক্‌টকা হইয়াছেন তেমনি আমাকে চক্‌চকা করেন যে আমি তক্‌তকা হইয়া ঘরে যাই।

ভানুমতী. এই কথা, আ তোমার মাথা।

বিলাস. ঠাকুরাণি, যদি এ কথা আমার মাথা হয় তবে তোমার কথা আমি মাথায় করিলাম। কেননা যথা তথা এই কথা হইয়াছে রাজকুমারীর কথা ধার্য্য হইলেই আমার যথাভিলাষ পূরিবে। ঠাকুরাণি, সে কথা এখন যেন কথার কথা না হয়।

চিত্ত. বলি সহচরি, বিলাসের বয়েস কত হইবে?

সুশীলা. পোড়ার মুখ, ওর কি আর বয়েস আছে। কেবল ঠাট ঠমক আছে তাহারি কখন২ পাট করিয়া বাড়ী২ নাট করিয়া বেড়ায়।

বিলাস. ঠাকুরাণি, আমি মাঠে মাঠে কি ঘাটে ঘোটে বেড়াই না, তবে কখন২ যোটে পাটে গোঠে গাঠে যাইয়া থাকি বটে। সুশীলা ঠাকুরাণী কহুন না কেন যে তিনি আমাকে কখন কোন হাটে ঘাটে দেখিয়াছেন কি না। আমি চোটে পাটে কহিয়া থাকি ইহাতে কাটে ফোটে আমার দায় দোষ নাই।

[সকলের হাস্যোপহাস্য।

চিত্ত. হেদে, বিলাস তোর বয়েস কত?

বিলাস. আমি প্রাণ গেলেও বয়েস কহিব না। শুনিয়াছি যে বয়েস কহিলে বয়েস থাকে না, এই জন্য নারীরা বয়েস কহিবে না। আর বয়েস চাপা থাকিলে অনেক মেয়্যার বুক চাপা থাকে, তবু পোড়া পুরুষের মন এমন নিপুণ যে দাঁত দেখিয়াও বয়স স্থির করে। আর নারীরা উনিশ পর্য্যন্ত ক্লীশের ন্যায় থাকে। কিন্তু বিশে পড়িলেই আপনারা বিষ হারা হইয়া ও পুরুষদিগের মন্দাদর রূপ বিষে পড়িয়া শেষ জ্বালাতন হইতে থাকে।

সুলোচনা. বিলাস, তুমি এ কথা ভালই কহিয়াছ, ইহা লাক কথার এক কথা। তোমার বাসনা কি তাহা কও ঠাকুর-ঝিকে কহিয়া তোমাকে কিছু দেওয়াইতে পারি?

বিলাস. আমাকে এক খানি সুবর্ণাভরণ ও সুবর্ণ বসন দেও যে বসনে ভূষণে ভূষিতা হইয়া বাড়ী যাইয়া রাঁড়ী-দের দেখাইয়া কহি যে আমি যা কহিতাম যে আমি তাড়াতাড়ি রাজ বাড়ী যাই ও কত টাকা কড়ী পাই দেখ তা কেবল বঁড়াই নয়।

ভানুমতী. তুই কি অভরণ পরিবি আগে বল শুনি?

বিলাস. ঠাকুরাণি, আমার বড় চন্দ্রহারের সাধ আছে।

সুশীলা. তোর চন্দ্রহারের বয়েস কোথা?

বিলাস. ঠাকুরাণি, চন্দ্রহারের বয়েস পশ্চাতে আছে। হয় নয় পশ্চাতে দেখেন।

সুশীলা. যাহা পশ্চাতে গিয়াছে তাহা কেমনে আছে কহিব। আর যাহা তোর সম্মুখে আছে তাহাও গিয়াছে। অতএব তোর সম্মুখ ও পশ্চাতে গিয়াছে সুতরাং তোর অগ্র পশ্চাত দুই সমান হইয়াছে।

বিলাস. সুশীলা ঠাকুরাণি, আপনি যেমন আমার অগ্র পশ্চাৎ কাটিতেছেন তেমন আপনিও পশ্চাতে ভারী হইবেন আরও দেখিবেন যে আপনার অগ্র ভাগের যত চিক্কণ সব পশ্চাতে গিয়াছে এ কারণ তোমার পশ্চাতে যাহারা দেখিবে তাহারাই পশ্চাত্তাপ করিবে।

ভানুমতী. সখি সুলোচনা, ইহাকে এক খানি সুবর্ণ বসন ও বিলাসের অভিলষিত স্বর্ণাভরণ দেও। কেমন বিলাস?

বিলাস. যে আজ্ঞা ঠাকুরাণি, আমি যথেষ্ট পাইলাম।

[পারিতোষিক গ্রহণ করিল।

একণে রাত্রি প্রায় অবসন্না হইল, গৃহে যাই, প্রিয় নাথ একাকী আছেন ও বালিসে আলিস রাখিতেছেন।

[বিলাসের প্রস্থান।

চিত্ত. বিলাস অতি মিষ্ট ভাষিণী ও মৃদু হাসিনী ও হৃষ্ট কারিণী রমণী বটে।

চিত্রসেন. সখে এই সুখ রাত্রি প্রায় অবসন্না হইল। দেখ কুমুদিনী নায়ক অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইতেছেন। এবং রাজ নন্দিনী তন্দ্রী নিদ্রায় আকৃষ্টা হইয়া চন্দ্রানন বসনে ঢাকিয়া কুমুদ নয়ন মুদ্রিত করিতেছেন। অতএব স্বল্প কাল স্থায়িনী এই সুখ যামিনীর অবশিষ্ট কাল বিশ্রাম করিলে সর্ব্বরীর সর্ব্ব সুখ ভোগ হইতে পারে।

সুশীল. আমরা রজনী নায়ককে মিনতি পূর্ব্বক কহিব যে হে নাথ দাসীদের মিনতি রাখিয়া কিয়ৎ কাল অস্ত হইতে নিরস্ত হউন, কেননা কল্য কাল-রাত্রির বিরহানলে দগ্ধ হইব ইহাতে কুমুদিনী নায়ক কর্ণপাত না করিলে মথুরা গামি সেই কুঞ্জবিহারি বিরহে খিদ্যমানা সেই গোপাঙ্গনাগণের ন্যায় তাঁহার রথ চক্রে পড়িব তাহাতে রজনী নায়ক নারী বধাশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া কিঞ্চিৎ কাল অস্ত হইতে ক্ষান্ত ও আমারদিগকে শান্ত করিলেও করিতে পারেন।

চিত্রসেন. হে প্রিয়ে তুমি বাক্যালাপে অত্যন্ত শ্রান্তা হইয়াছ, অতএব সর্ব্ব-শ্রান্তি-দূর-কারিণী সুখময়ী যে নিদ্রা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রত্ন সমূহে খচিত সেই কোমল পর্য্যঙ্কে চল শয়ন করিব, ও [illegible] চিত্ত বিলাস

ও রাজ নন্দিনীও সেই সুখে লুব্ধ হইয়া আমার-
দের অনুগামিনী হইবেন, এবং সুলোচনা সহচরীও
একাকিনী তিষ্ঠিতে না পারিয়া পতির ক্রোড়ে আশু
শায়িনী হইবেন, অতএব হে বামলোচনে, যদি
আমার প্রতি বাম না হও, তবে ক্ষণেক কাল বিশ্রাম
করিতে অঙ্গীকার কর।

ভানুমতী. সখি ইহাই কর আমার ইহাতে অভিমত বটে।
(নিঃশব্দে) তবে আমরা নবোঢ়া এই ভয় হইতেছে পাছে অলি
মুকুলে রগড়া করেন।

সুশীলা. যদি কলির প্রতি অলি বিক্রম করিতে উদ্যত হয়
তবে আমরাও অবলা ঘুচিয়া সবলা হইব, অতএব
যদি অভিমত হইয়া থাকে তবে আর কালহরণ না
করিয়া চল বিশ্রাম করিব বিশেষতঃ আমি নিদ্রায়
কাতরা হইয়াছি।

[ভানুমতী ও চিত্ত বিলাস ও সুশীলা ও চিত্রসেন ও
সুলোচনার প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি গুজরাট নগর বিচারালয়।

শক্তিধর ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও চারু দত্ত বণিক্ ও জয়দেব
ও সহদেব ও লক্ষপতি রায় ও গণপতি রায়
ও কোটাল ও দণ্ডনায়ক প্রভৃতির প্রবেশ।

ধর্ম্মাধ্যক্ষ. দেখ আমি এ কাল পর্য্যন্ত বহুবিধ বিবাদ ভঞ্জন ও

বিবিধ কলহ খণ্ডন করিলাম কিন্তু সম্প্রতি লক্ষপতি দ্বারা যে রূপ আপত্তির উৎপত্তি হইয়াছে এবম্প্রকার আপত্তির এই বিচারালয়ে কদাপি নিষ্পত্তি হয় নাই, আমিও এতদ্বিবাদ বার্ত্তা কখন কর্ণে শুনি নাই অতএব যাহাতে এই অপূর্ব্ব আদ্দাশের সুক্ষ্ম রূপে বিচার সুসমাধা হয় ইহা আশু কর্ত্তব্য, এই বিবেচনায় আমি উজ্জয়িনীর মহা মহোপাধ্যায় বিদ্যাধর শাস্ত্রিকে এতদর্থে লিখিলাম যে বর্ণিত সুধীবর ঝটিতি অত্র রাজ ভবনে উপস্থিত হইয়া রাজবিধি ও যথা শাস্ত্র ব্যবস্থা দেন তদ্দ্বারা এই বিষম বিবাদের ভঞ্জন হইতে পারে।

লক্ষ. যে আজ্ঞা মহারাজ। "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং" আমি বড় অন্যায়গ্রস্ত হইয়াছি। কন্যা গেল। ধন গেল। কুল গেল। মান গেল। এক্ষণে প্রাণ কেবল বক্রী আছে, যদি ধর্ম্ম বক্রী থাকেন তবে আমার বক্রী সকলি আছে।

ধর্ম্ম. চারু দত্ত বণিক্কে বন্দী করিবার জন্য কোটাল ও দণ্ডনায়ক আদিষ্ট হইয়াছে কি না তাহা জান।

কোটাল. ধর্ম্মাবতার, চারু দত্ত পোত বণিক্ যাহাকে আপামর সাধারণে রাজ বণিক্ কহিয়া থাকে উক্ত পোত বণিক্ ধৃত হইয়া এখানে আনীত হইয়াছে।

ধর্ম্ম. কোথায় চারু দত্ত বণিক্, কোথায়?

চারু. ধর্ম্মাবতার, এই আছি।

ধর্ম্ম. শুন চারু দত্ত বণিক্, লক্ষপতি মহাজনের আদ্দাশক্রমে আমি রাজ ব্যবস্থা মতে তোমাকে অদ্য বন্দী করিলাম। বিদ্যাধর শাস্ত্রী এখানে সমাগত হইলে ইত্যভিযোগের তদন্ত হইবে। অদ্যকার বিচারের কার্য্য স্থগিত হউক। কোটাল, চারু দত্তকে বন্দী করিয়া বন্দী শালায় লও।

চারু. দোহাই ধর্ম্মাবতার, অনপেক্ষিত রূপে আমার পোত সকল অনুদ্দিষ্ট হইয়াছে অতএব যাহাতে রাজ বণিক্ নষ্ট না হয় এমত কৃপা দৃষ্টি হয়।

লক্ষ. জয় হউক, ধর্ম্মাবতার, আমি বড় দীন ও বড় অন্যায় গ্রস্ত হইয়াছি।

(মৃদুস্বরে) হাঁ, বেটা, এখন কারাগারের নাম শুনিয়াই মুখ শুকাল, লক্ষপতি কারাগারে তোমার হাড় পচাবে। এখনি হয়েছে কি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি গুজরাট নগর কারাগার সম্মুখস্থ রাজপথে।

চারু দত্ত ও জয়দেব ও সহদেব ও লক্ষপতি রায় ও কোটাল ও দণ্ডনায়ক ও কালু রায়ের প্রবেশ।

লক্ষ. কোটাল, ইহাকে শীঘ্র কারাগারে লও। এই বেটা টাকা ধার দিয়া সুদ লয় না এমন পাগল। আমি কখন ইহাকে দয়া করিব না কোটাল তুমি বৃথা আমার হাতে ধরিতেছ। ইহার প্রতি আমার আর দয়া নাই। এই বেটা যুক্তি দিয়া আমার মেয়ো-টাকে নয় ছয় করিলেক আর কোন্ বেটা লয়ে গেল সেটা জানিতে পারিলাম না।

চারু. (কাকুতি রূপে) ওহে লক্ষপতি মহাশয়, এক কথা নিবেদন করি এক বার কর্ণপাত কর।

লক্ষ. আমি খতের কোন কথা শুনিব না আমি গুরুর দিব্য করিয়াছি অবশ্য খতের লিখিত দণ্ড আদায় করিব। তুমি অকারণে আমাকে কুক্কুর বলিয়া ডাকিয়াছ। অতএব কুক্কুরের মুখের নিকট থাকিও না, ধর্ম্মাধ্যক্ষ যদবধি বিচার না করেন তদবধি হে কোটাল তুমি ইহাকে দৃঢ় বন্ধনে বন্দীশালে রাখ। দণ্ডনায়ক তুমি কি নির্বোধ যে এমত বন্দীকে এখনও কারাগারের বাহিরে রাখিয়াছ।

চারু. ওহে লক্ষপতি মহাশয়, তোমার পিতৃ-পুণ্যে আমার একটি কথা রাখ।

লক্ষ. আমি তোমার কোন কথা রাখিব না আর খতের লিখিত দণ্ড আদায় করিব, আমি এমত পাগল নহি যে আর তোমার কথাতে ভুলি ও তোমার ক্রন্দন দেখিয়া দয়া করি। আমার সঙ্গে২ আসিস্ না। কথা কহিস্ না, তোর সঙ্গে আর কথা নাই। খতের নিয়ম কি রূপে আদায় করি এক্ষণে আমার এই কথা। তিন মাস পর্য্যন্ত তোর মুখাপেক্ষা করিলাম, টাকা দিলি না। এক্ষণে আমি তো টাকা আর লইব না। খতের নিয়ম মতে তোর গাত্র-মাংস দণ্ড করিব, দেখ্ করি কি না।

[লক্ষপতির প্রস্থান।

সহদেব. বেটা কি নিষ্ঠুর যে দয়ার নাম শুনিলে চক্ষু মুদিত করে। হে মধুসূদন, ইহার হস্ত হইতে কি রূপে ত্রাণ হইবেক।

চারু. সখে সহদেব, আমার অশ্রুতে আর্দ্রীভূতা এই ভুরি লিপি লইয়া তুমি সত্বরে উজ্জয়িনী নগরে মিত্র চিত্ত বিলাসের সমীপে গিয়া তাঁহাকে এই লিপি দিয়া কহ যে আমার আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়াছে অত-

এব মৃত্যু কালে পরম মিত্রের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয় এই অভিলাষ কেননা ঋণ পত্রের নিয়ম মতে দণ্ডিত হইলে আমার মৃত্যু নিশ্চয়। এবং তাহারও আর কাল নাই। আমার পোত নষ্ট ও আর২ কষ্টের বৃত্তান্ত লিপিতে লিখিলাম। তুমি ত্বরা কর।

জয়. সখে সহদেব তুমি প্রাপ্ত লিপি লইয়া এমত সত্বরে গমন কর যে কারাগ্রস্ত রাজ বণিক্ চিত্তবিলাসের আগমন প্রতীক্ষায় কারাগারে কষ্ট ও লক্ষপতি কর্তৃক নষ্ট না হয়েন।

সহ. আমি অচিরে যাইব, আপনারা চিত্ত স্থির করুন।

চারু. দূর হউক, লক্ষকে আর কাকুতি করিব না অশ্রুপাত পূর্ব্বক লক্ষকে আর্দ্র করা আর বারি সিঞ্চিয়া মরু ভূমিকে উর্ব্বরা করা দুই সমান কষ্ট, ফল দুই অসাধ্য। এক্ষণে দুর্গমে পড়িয়াছি সেই দুর্গোত্তারিণী দুর্গাকে স্মরণ করিব ইহাতে যদি দুর্গতির সমাধা না হয় তবে আমার আয়ুর গতি এই অবধি জানিবে।

সহ. আপনি নিতান্ত ভগ্নমনা হইবেন না। আমি অগৌণে উজ্জয়িনী গিয়া আপনকার মিত্রকে এই ব্যসন কালে দেখাইব। আর চিত্ত বিলাস যে আপনকার ব্যসন কালের বান্ধব ইহাতে আমারদের সংশয় নাই। আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম।

কালু. "সর্ব্বাণি মঙ্গলানি ভবন্তু"। আহা যাও, ভগবতী সর্ব্ব মঙ্গলা তোমার পথে মঙ্গল করুন।

[লিপি সহ সহদেবের প্রস্থান।

চারু. সহদেবের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় আমি প্রাণ ধারণ করিব।

জয়. সখে আপনি বিষণ্ন হইবেন না। লক্ষ রায় আপনকার গাত্র ছেদন করিবে এমত ক্লেশকরী আজ্ঞা ধর্ম্মাধ্যক্ষ দিবেন না আমার এমন মনে হইতেছে।

চারু. ধর্ম্মাধ্যক্ষ অধর্ম্ম করিতে পারেন না ও রাজ ব্যবস্থার ব্যতিক্রমেও বিধি করিবেন না কেননা তাহা করিলে প্রাচীনা রাজ-ব্যবস্থা নিন্দনীয়া হইবেক, এবং বাণিজ্য করিতেও কেহ এ রাজ্যে আসিবেক না অতএব আমার ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হউক। আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া চিন্তাতে এমত শুষ্ক হইয়াছি যে চিন্তা জ্বরিত এই ক্ষীণ দেহে কল্য বুঝি মাংস দুষ্প্রাপ্য হইবেক। অতএব হে কোটাল, আমাকে ঝটিতি বন্দীশালের মধ্যে লও যে সর্ব্ব দুঃখ বিমোচনী সেই দাক্ষায়ণী সতীর নাম করিয়া সদ্গতিকে পাই। আর যদি এই আসন্ন কালে সখা চিত্ত বিলাস বারেক এখানে আসিয়া দেখেন যে চারু দত্ত আপন প্রাণ দান দিয়া তাঁহার ঋণ হইতে মুক্ত হইতেছে তবেই আমার দেহের সার্থকতা হয়। আমার আর কোন স্পৃহা নাই।

[দণ্ডনায়ক ও কোটাল ও চারু দত্ত ও জয়দেবের প্রস্থান।

কাম্বু. (চিন্তা) আহা, রাজ বণিক্ বড় বিপন্ন ও বিষণ্ন হইয়াছে কিন্তু এমত বিপত্তিতে এমত বিষণ্ন না হয় এমত কে আছে। ফল সকল দুঃখই লালাটিক ইহা বোধ করিতে হইবেক। যাঁহারা বিপত্তি কালে অতি বিষণ্ন ও সম্পত্তি কালে অত্যুল্লাসিত না হন এবম্প্রকার ভুবন বিজয়ী বালককে যে নারীরা গর্ব্ভে ধারণ করেন তাঁহারা ধন্যা। এই রাজ-বণিকের তুল্য পরোপকারী ও ধর্ম্মিষ্ট লোক এক্ষণে দুর্লভ। তবে এবম্প্রকার

লোকের বিপত্তির করাল করস্থ হওয়া অতি অসম্ভব বোধ হইতেছে। ফলতঃ ইহার জন্ম কালীন কোন পাপ গ্রহের অশুভ দৃষ্টি থাকিবেক তাহাতেই ইহার দেহ কষ্ট ও নষ্ট অর্থ ও বুদ্ধি ভ্রষ্ট ও শত্রু বলিষ্ট হইতেছে। গ্রহ দেবতারা এই রাজ বণিকের মঙ্গল করুন। ইহার জীবনে অনেকের প্রয়োজন আছে। আর যে বাঁচিলে বহু লোকে বাঁচে, সেই বাঁচুক, নচেৎ পক্ষিরাও চঞ্চু করণক আহার্য্যাহরণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে এবং শৃগাল কুক্কুরেরাও সিংহের পত্রাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট খাইয়া দীর্ঘকাল বাঁচিতেছে। তাহাতে ফল কি? ও লোকের উপকার কি? ইহারদের জীবন বনজ তৃণের ন্যায় অকারণ, আপনি বিদ্যমান হইয়া আপনি লীন হইতেছে। আর দুর্বৃত্তদিগের যে দয়া সেও খ পুষ্পের ন্যায় অলীক, কেননা ইহারদের ধর্ম্ম কোথা আর ধর্ম্মকে বিদ্যমান না দেখিয়া দয়া এই বহু প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট নব দ্বার গৃহে প্রবেশ করেন না। অনিত্য অথচ মলবাহি শরীরে যিনি নিত্য স্থায়ী নির্ম্মল যশো লাভ না করিলেন তাঁহার দেহ কিমর্থে, তাহা ভগবানই জানেন। আহা, লক্ষপতি কি নিষ্ঠুর! নর মাংসে লাভ যে কি, ইহা নর রূপী সেই রাক্ষস বুঝে না।

মালতীর প্রবেশ।

কও, মালতি, এত দ্রুতগতি কি নিমিত্তে?

মালতী. বলি, পোড়া কাণে কি হয়েছিল। আমি যে বার২ কাণে ধরিয়া কহিয়াছিলাম যে আজি বাটীর বাহিরে যাইও না। শুনিয়াছি যে কে কার গায়ের মাংস কাটিয়া লইবে তাহারি বিচার ও দরবার হই-

তেছে। এমন পোড়া মন! পোড়া কাণ! আ মুখে ছাই।

কালু. মালতি তুমি অকারণে আমার কারণ চিন্তা করিতেছ আমি কোন বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে নহি।

মালতী. তা না থাক কিন্তু কখন কোন আঁটকুড়ীর বেটার কাছে টাকা ধার করিও না। টাকা শোধ দিতে না পারিলে গায়ের মাংস কাটিয়া লইবে।

কালু. ফলতঃ মালতি আমি অতি স্থূল কায়, ও বহু মাংস আমার ক্লেশকর হইয়াছে, যদি ঋণ পরিশোধ করিতে না পারি তবে তাহার পরিবর্ত্তে মধ্যে মধ্যে সেরেক কারণ মাংস দিলেও তাহাতে আমার লাভ বোধ হয়।

মালতী. আ পোড়া বুদ্ধি! পড়ে শুনে বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। গায়ের মাস কাটা গেলে মানুষ বাঁচে? তোমার মাংস কাটাগেলে আমরা কি করে খাব. চল শীঘ্র ঘরে চল।

কালু. মালতি উদ্বেগ কি। আমি দেশ শুদ্ধ লোকের মাংস কাটিয়া বেড়াই আমার মাস কে কাটিবে।

মালতী. তুমি কহিতেছ যে তোমার অনেক মাস আছে তাই তো ভয়ে আমার মাস যড় শড় হইয়াছে যে আমা ভোল পড়িয়াছে এই মাস বাঁচিলে অনেক মাস খাইয়া বাঁচি। যে সময় পড়িয়াছে, দেখিতে দেখিতে লোকের মাস খাইতেছে, মাস যাচ্চে না জল যাচ্চে। পোড়ার মুখ। গায়ে কাপড় দেও, কে দেখবে শুনবে।

কালু. কিন্তু যাহা হউক যদি ধর্ম্মাধ্যক্ষ এই পরমোপকারী ও ব্যসনের বান্ধব চারুদত্ত বণিকের মাংস ছেদনার্থ দণ্ডাজ্ঞা করেন তবে বড় অকুশল হইবে।

মালতী. তোমার পোড়ার মুখ, আবার ঐ কথা! যা বারণ করিব তাই করিবে। এমন পোড়া মানুষ যে একটা কথা শুনে না।

কালু. দেখ মালতি তুমি বড় মুখরা এজন্য আমি বড় সভয়ে থাকি অতএব আমাকে এই অভয় দেও যে তোমার হুঙ্কারে আমি যেন ধূম্রলোচনের দশা না পাই, কেন-না তোমার গলা ঠিক ভগবতীর মতন।

মালতী. লোকে ভাতারকে কত বকে ও কত লোকের এ পাড়ার গলা ওপাড়ায় যায়। আমি আস্তে কথা কহিলেও ওঁর হুঙ্কার হয়, মুখে আগুণ!

কালু. তোমার কথা বড় মৃদু, আহা মরি, রাত্রে গোপনে আমার সনে কথা কহ তাহাও লোকে আড়ি না পাতিয়া বাড়ী বসিয়া শুনিতে পায়।

মালতী. বাড়িতে থাকিয়া ও রাঁড়ীদের জ্বালায় আমার সুখ নাই। বাড়ী বসিয়া ভাতারের সঙ্গে কথা কই তাও ঐ রাঁড়ীরা তাড়াতাড়ী বাড়ী বসিয়া শুনে। আ তোমারদের ভাতার মরুক। তোমরা আমার সঙ্গে রাঁড় হও।

[মালতী ও কালুরায়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি উজ্জয়িনী নগর রাজবাটীর অন্তঃপুর।

ভানুমতী ও চিত্তবিলাসের প্রবেশ।

পয়ার।

চিত্ত. কহ প্রিয়া আজি কেন বিষণ্ণ বদন।
নীলাম্বরে ঢাকিতেছ কেন চন্দ্রানন॥

নিবিড় নীরদে যেন ঢাকিতেছে শশি।
প্রকাশিয়া দূর কর মোর মনো মসী॥
চকোর আমার প্রাণ হইল বিকল।
প্রকাশিয়া চন্দ্রানন করহ শীতল॥

ভানু. কি কহিব প্রিয়নাথ কপাল বিগুণে।
মরমে পাইনু ব্যথা এক কথা শুনে॥
যুক্তি করিলেন মাতা পিতার সহিত।
আমা তোমা ত্যজি তীর্থে যাইবে ত্বরিত।
গয়াক্ষেত্র বারাণশী বদ্রিকা আশ্রম।
সেতু বন্ধ রামেশ্বর সাগর সঙ্গম॥
ইত্যাদি অনেক তীর্থ করি পর্য্যটন।
বৃন্দাবনে রাসলীলা করিয়া দর্শন॥
অবশেষে রাজ্য দেশে হবে সমাগম।
কিবা তীর্থ বাসে দোঁহে করেন আশ্রম॥
তোমারে করিয়া নাথ রাজ্য অধিকারি।
জনক জননী তীর্থে হবে আশু সারি॥
মাতার স্নেহেতে নাহি জানি কোন দুঃখ।
পিতার পালনে প্রিয় দেখ কত সুখ॥
জনক জননী বিনা কেমনে বঞ্চিব।
মাতা পিতা বিনা ঘরে কেমনে রহিব॥
গজ বাজি রাজী আজি যে দেখ নয়নে।
রাজার পশ্চাতে যাবে এই সেনা গণে॥
হেরিয়া আমার প্রাণ হইল আকুল।
বিধাতা হইল বুঝি মোরে প্রতিকূল॥
অনুকূল হয়ে নাথ রাখ রাজ্য দেশ।
ভালমন্দ নাহি জানি অবলা বিশেষ॥
আমার ভরসা মাত্র তুমি প্রিয় স্বামি।
কি করিব কি হইবে নাহি জানি আমি॥

হের দেখ আসিছেন জনক জননী।
বিদায় হইতে মন মনে এই গণি॥

বীরবর রাজা ও রাণী চন্দ্রাবলী ও সুলোচনা
ও সুশীলা সহচরীর প্রবেশ।

পয়ার।

রাজা. শুনিয়াছ মাতা আমি যাব তীর্থ বাসে।
জামাতারে সমর্পিয়া রাজ্য ধন বাসে।
নানা গুণবতী সতী তুমি ভানুমতী।
সুখেতে করিবা রাজ্য জামাতা সংহতি॥
জামাতা রাজার পুত্র বহু গুণ ধরে॥
রাজ্যের শাসন যোগ্য বটে চিত্তবরে।
তাহার পালনে প্রজা না হবে অসুখ।
তোমার যতনে কেহ না জানিবে দুঃখ॥

[ভানুমতীর অশ্রুপাত

রাণী. না কান্দ না কান্দ কন্যা স্থির কর মন।
অচিরে আসিব ঘরে করিয়া দর্শন॥
জামাতা সহিত মাতা সুখে কর ঘর।
মনের মতন বটে পাইয়াছ বর॥
উভয়ে মিলিয়া কর রাজ্যের রক্ষণ।
শিষ্টের পালন কর দুষ্টের দমন॥
নানা শাস্ত্র পড়িয়াছ তুমি গুণ বতী।
বিচারে পণ্ডিতা মোর তুমি ভানুমতী॥
তোমারে না হেরি প্রাণ স্থির না রহিবে।
শয়নে স্বপনে আঁখি তোমারে হেরিবে॥
আমার নয়নে তুমি নয়নের তারা।
পলকে২ আমি তোরে হই হারা॥
তারার বিহনে আঁখি পাছে হয় সারা।
হের মোর চক্ষে বহে শ্রাবণের ধারা॥

রাজকু. তব আঁখি নীরে মাতা ভিজিছে শরীর
কেমনে হইব স্থির প্রাণ নহে স্থির ॥
তীর্থ দরশনে তুমি করিয়াছ মন।
পুণ্য কর্ম্মে বাধা নাহি দিব কদাচন ॥
হৃদয়ে স্মরিয়া মাতা তোমার চরণে।
রাজ্য ধন জনে রক্ষা করিব যতনে।
কল্যাণ করহ মাতা পদে হই নত।
ক্ষমাকর অপরাধ করিয়াছি যত ॥

লঘু ত্রিপদী।

চিত্ত. আমি অভাজন, শুনহ রাজন,
কোন গুণ নাহি ধরি।
রাজ্য ধন জন, করিবা অর্পণ,
সেই ভয় আমি করি ॥
নাহি কোন গুণ, না হই নিপুণ,
রাজ দণ্ড ধরি করে।
রাজ্যের শাসন, প্রজার পালন,
রাজা বিনা কেবা করে ॥
কর আশীর্ব্বাদ, না হবে প্রমাদ,
কেবল ভরসা এই।
হইবে সম্বল, প্রজার মঙ্গল,
কোষের কুশল সেই ॥
করিনু প্রণাম, করহ কল্যাণ,
শুন তাত শ্বশ্রু মাতা।
তব বাক্য বলে, সব সত্য ফলে,
কুশল করিবে ধাতা ॥

রাজারাণী উভয়ে. ধর আশীর্ব্বাদ, না কর বিষাদ,
আহ্লাদে বঞ্চহ সুত।
রাজ্যের লক্ষণ, প্রজার রক্ষণ,
করহ রাজার পুত ॥

ভানুরে যতন, কর অনুক্ষণ,
বন্ধু বুদ্ধি ধরে সুতা।
তোমার যতনে, রবে হৃষ্ট মনে,
নাহইবে দুঃখ যুতা॥
শুনহ নন্দন, হইবে রাজন,
রাজ্য ধনে অধিপতি।
করিনু কল্যাণ, হইবে কল্যাণ,
ভানু হবে পুত্র বতী॥
সুশীলা কুমারী, যেমন ঝিয়ারী,
ভাবিয়া পালিনু তারে।
সুলোচনা নারী, তারে জ্ঞান করি,
যেন নিজ অঙ্গজারে॥
পরম যতনে, পালহ দুজনে,
সহোদরা ভাবিহেন।
মিষ্ট ভাষে তোষ, করহ সন্তোষ,
দিয়া কিছু ধন যেন॥
হৈল শুভ ক্ষণ, করিব গমন,
স্মরণ করিয়া হরি।
আসি মোরা তবে, সুখে রহ সবে,
এই আশীর্ব্বাদ করি॥

[রাজা ও রাণীর প্রস্থান

পয়ার।

ভানুমতী. রাণীর বিহনে পুরী হইল আঁধার।
রাজার বিহনে যেন রাজ্য অন্ধকার॥
কেমনে বঞ্চিব সখি এবার বৎসর।
মাতার বিচ্ছেদে মোর বিদরে অন্তর॥

সুলোচনা. ব্যাকুলা না হও শুন রাজার দুহিতা।
মাতৃ হারা হয় সুতা হলে পরিণীতা॥

নবোঢ়া সজনী সতী মদন রঙ্গিনী।
পতি সহ সুখী হও রাজার নন্দিনী॥
সময়ে হইবে মাতা নাথের মিলনে।
দুহিতা বনিতা মাতা ধাতার লিখনে॥
নারীর অবস্থা তিন এই মনে জানি।
পুরুষের দশ দশা কহে সব জ্ঞানি॥

সুশীলা. ঠাকুর জামাই তবে কোন দশা কহ।
মদনের দশা হবে গণিয়া বুঝহ॥
চিত্র লেখা হও তুমি উষা ভানুমতী।
চিত্ত অনিরুদ্ধে আজি মিলাহ যুবতী॥
অপরাহ্ন হৈল বেলা হের কুমুদিনী।
নাথের মিলনে ধনী হও সাগ্তারিণী॥

(ভানুমতী ও চিত্তবিলাস ও সুশীলা ও
সুলোচনার প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্গ।

রঙ্গভূমি উজ্জয়িনী নগর রাজ পথ।

(চন্দ্রসেন ও শশিমুখী কিয়দ্দূরে)
ও দুলাল ও সদানন্দ ভাঁড় ও বিলাসের প্রবেশ।

গদ্য।

বিলাস. আহামরি, কাহার এই শশি-মুখি কন্যা শিবিকার মধ্যে গমন করিতেছে! এই কৃষ্ণ-বরণী শিবিকার মধ্যে ইহাকে দেখিয়া আমার এই মনে হইতেছে যেন এই পূর্ণ শশি নিবিড় কৃষ্ণাঙ্গ মেঘের মধ্যে আপন সিতাঙ্গ ঢাকিয়া রাহুর ভয়ে পলায়ন করিতেছে।

সদা. বারি মধ্যে শশি যেমত চঞ্চল, গৃহ মধ্যেও শশি মুখীরা কখন২ সেই রূপ চঞ্চলা হইয়া রাহুর ভয়ে পলায়ন করিয়া থাকেন, কিন্তু রাহু গ্রস্ত পূর্ণ শশি পুণ্য প্রদান করেন, নষ্ট শশি উদয় হইয়া আপনার দর্শনকারিদিগকে কেবল কলঙ্কে নষ্ট করিয়া থাকেন।

দুলাল. এই শশিমুখী লক্ষপতির পূর্ণ শশি ইহাতে কোন মৃগাঙ্ক নাই। আর আপনার শিরোমণিতে আপনি উজ্জ্বলা কাহার ও মণি হরণের সাক্ষিণী নহেন অতএব হে বিলাস তুমি একবার নয়নে হের যে শশির উজ্জ্বল কিরণে তোমার যে কিছু কলঙ্ক আছে তাহা সুপ্রকাশ হইলে ভঞ্জন করিতে পারিবা।

বিলাস. আমার কোন কলঙ্ক নাই অতএব নষ্ট চন্দ্র হেরিয়া কেন কলঙ্কিনী হইব।

দুলাল. হে বিলাস তুমি উজ্জয়িনী দেশের দুঃশীলা কুটিলা অতএব তোমার কলঙ্কের ভঞ্জন নাই।

বিলাস. বলি দুলাল তুমি পথে ঘাটে আমাকে কুটিলা কহিও না, কি জানি তাহাতে পতি মনে করিবেন যে বিলাস কলঙ্কিনী হইয়াছে।

সদা. যদি বিলাস কলঙ্কিনী কুটিলা হয়, তবে সংসারে রাধা কে আছে?

দুলাল. যাহারা স্ত্রৈণেয় তাহারা সকল দেখিতে পায় কিন্তু আপনার স্ত্রীর দোষ দেখিতে পায় না কেননা ঐ বুদ্ধিমতী স্ত্রীরা তাহারদিগকে এমত ঘৃতান্ধ করে যে তাহারা জারকে বার২ চক্ষে দেখিয়াও ঘৃতান্ধ ব্রাহ্মণের ন্যায় কার্য্য করে না, আমার মনে এই হয় যে আমি ইহার সদানন্দ পতিকে যথেষ্ট ঘৃত ভোজন করাইয়া বরং যষ্ট্যাঘাতে নষ্ট হই সেও

শ্রেষ্ঠ, যাহা হউক, আমি ত্বরায় যাইয়া প্রভু চিত্ত-বিলাসকে সমাচার দেই যে শশি চন্দ্র আসিতে ছেন। আঃ এবার কি যোগ! যদি এই যোগে আমার ভাগ্যে কিছু না হয় তবে দশ জন্মের পাপ আমার কপালে ভোগ আছে। হা কৃষ্ণ।

[দুলালের প্রস্থান।

চন্দ্রসেন. আমি দেখিলাম যেন দুলালের ন্যায় কে যাইতেছে বুঝি এই দুলাল হইবে তবে রাজ বাটী নিকট আছে আমি ইহাকে জিজ্ঞাসা করি। কও পথিক, তোমার নাম কি? ও রাজ বাটী কত দূর হইবেক?

সদানন্দ. ধাম উজ্জয়িনী, নাম সদানন্দ, ব্যবসায় ভাঁড়াম। এই জন্য সকলে আমাকে সদানন্দ ভাঁড় কহিয়া থাকে। ধর্ম্ম রাজের পাট আর ও কিঞ্চিত দক্ষিণে আছে।

চন্দ্রসেন. সদানন্দ, তোমার পরিচয়ে আমি সহর্ষ না হইয়া বিমর্ষ হইলাম। তোমার সঙ্গে এই রমণীটি কে? আমি ইহাকেই জিজ্ঞাসা করি।

সদা. ইনি পূর্ব্বে ইন্দ্রের শচী ছিলেন। এক্ষণ আমার সচি এজন্য আমি শচীশ্বর হইয়াছি সুতরাং ইন্দ্র হইয়াছি। ফলতঃ খাঁটি কথা এই যে ইনি আমার শ্বশুরের সেই কন্যা যার জন্যে লোকে অরণ্যে ভ্রমণ করে। ঠাকুর রামায়ণ জান?

বিলাস. ঠাকুর, তা নয়, ইনি আমার বাপের জামাই এই জন্যে আমার মাথা চুলকাইবার অবকাশ নাই। জেলের পোদের হাঁড়ি সঙ্গে সঙ্গেই আছে।

চন্দ্রসেন. ইহারা দুই জনেই ভাঁড় দেখিতেছি অতএব শীঘ্র (নিঃশব্দে) পরিচয় পাওয়া বড় কঠিন হইল, পথেও আর [illegible]ক নাই।

আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম তাহার কি?

সদা. ঠাকুর এই অবলাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কি ইঙ্গিত করিও না আমার তিন কুলে আর কেহ নাই। কেবল এইটির ভরসা। যদি এইটি ঘরে থাকে তবেই পিতৃলোকের জল পিণ্ডের আশা কিন্তু ঠাকুর কোন প্রকারে এইটির উদর পূরে না। যদি ইহার একবার উদরী হয় তবেই পিতৃলোক জল পাই বেন।

বিলাস. বলি লজ্জা নাই? রাস্তার লোকের সঙ্গে উদরের কথা? ঘরের পেট ঢাক না?

সদা. হেদে বিলাস, আমি তোর উদরের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। শয়নে উদরের চিন্তা, স্বপনে উদরের চিন্তা, কিন্তু আমার উদরের জন্য তাদৃশ চিন্তা নাই। তোমার উদরের জন্য আমি উদরে অন্ন দিতে পারি না। যা সঞ্চয় করি সকলি তোমার উদরে দেই, তথাপি তোমার উদর পূরে না, এ পেট কে পূরাবে যদি ঠাকুর দেবতা মনে করেন তবেই পূরে, আমার কর্ম্ম নয়।

বিলাস. ঠাকুর, পোড়া পুরুষের মুখে ছাই। এদের কথার শেষ নাই। তুমি এ কথায় কাণ দিও না। আপনারা এই পথে গমন করুন কিঞ্চিৎ ব্যবধানে কনক পুরী নামে রাজার বার দ্বারী পরে অট্টালিকা দেখিতে পাইবেন।

[সদানন্দ ও বিলাসের প্রস্থান।

চন্দ্রসেন. রাজ বাটী নিকট হইল, অতএব বুঝি আসার আশা নিকট হইয়াছে।

[শশিমুখী ও চন্দ্রসেনের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি উজ্জয়িনী রাজবাটীর অন্তঃপুর।

ভানুমতী ও চিত্ত বিলাস ও চিত্রসেন ও সুলোচনা ও সুশীলার প্রবেশ।

গদ্য।

চিত্ত. আমি পরম্পরা শ্রুত হইলাম যে লক্ষপতির শশি-মুখী কন্যা চন্দ্রসেন সমভিব্যাহারে নগরে সমাগত হইয়াছেন, যদি এই জনশ্রুতি অমূলক না হয় তবে আমরা আরও সুখী হইব কেননা গৃহ মধ্যে ভানু শশি একত্র হইলে ইচ্ছামতে দিবারাত্রি হইবে আর আমরাও রৌদ্রে শিশিরে এক একবারে সুখে রহিব।

ভানু. হে নাথ, আমার মনে হইতেছে ইদানীং আপনি ভানুর কিরণে কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত হইয়া সুধাংশুর সুধা-ময় শীতল নীহারে সুখ অন্বেষণ করিতেছেন। দেখ. দুলাল কি সম্বাদ লইয়া আসিতেছে।

চিত্ত. বুঝি জনশ্রুতি সত্য হইল। কও দুলাল, সমা-চার কি?

দুলালের প্রবেশ।

দুলাল. মহারাজ, লক্ষের লক্ষ্মী অর্থাৎ আমারদের পাড়ার সেই লক্ষ্মী চন্দ্রনাথ সঙ্গে করিয়া পুর দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন, যেমত আজ্ঞা হয়। ফল সে অলক্ষ্মী নয়, ইহাতে মা লক্ষ্মীর যেমত মত হয়।

চিত্ত. দুলাল, ত্বরায় যাও। ইহাঁরদিগকে অন্তঃপুরে আন, চন্দ্রসেন আমার পরম সখা, তাহাকে দেখা অতি কর্ত্তব্য।

দুলাল. যে আজ্ঞা।

[দুলালের প্রস্থান।

চিত্র. প্রিয়ে, তুমি কহিতেছ যে ইদানীং, ভানুর কিরণে তাপিত হইয়া সুধাংশুর সুধাময় শীতল নীহারে সুখ অন্বেষণ করিতেছি। কিন্তু তাহা নয়, বরং দীপ শিখার ন্যায় উজ্জ্বল যে তোমার কিরণ তাহাতে আমি পতঙ্গের ন্যায় অঙ্গ দাহ করিব তত্রাচ হিমাংশুর হিম করে কলেবর হিম করিব না।

পূর্ণলা. ইহাতে যদি ঘর্ম্মার্ত্ত হও, তবে উপায় কি হইবেক আমি তাই ভাবিতেছি।

চিত্র. সহচরি, আমি সূর্য্য সারথি অরুণের ন্যায় হিমার্ত্ত, এ কারণ বিধাতা আমাকে ভানুর রথে যোজিত করিয়াছেন

শশি মুখী ও চন্দ্রসেন ও দুলালের প্রবেশ।

আজি আমারদের শুভ দিন, কেননা দিন২ নিষ্ফল আসার আশা করিয়া অদ্য বন্ধু বান্ধবীর সহ সন্দর্শন হইল। তবে আপনারদের পথের মঙ্গল?

চন্দ্রসেন. পথের এই মঙ্গল যে কোন বিপথে পড়ি নাই। এতদ্ভিন্ন যে মঙ্গল সে মিত্র দর্শনে।

দুলাল. ঠাকুর, পথ না চিনিলেই মানুষ বিপথে পড়ে, ও ইচ্ছায় আপনি এ দিগের পথ ঘাট বিলক্ষণ চেনেন এ জন্য পথে ঘাটে বিপদে পড়েন নাই।

[দুলালের প্রস্থান।

চিত্র. হে বান্ধবি, হে শশি মুখি, এই সর্ব্ব গুণালঙ্কৃতা অথচ অতি প্রিয়ম্বদা যে রাজকুমারী ও তাঁহার সহচরীগণ তাঁহারদের সঙ্গে সংমিলন পূর্ব্বক কুশল বাক্যালাপ করিয়া শ্রান্তি দূর কর। আমরা ক্ষণেক কালের জন্য সকলে বিরলে যাই।

চিত্রসেন. এই যুক্তি বটে।

[চিত্রসেন, চন্দ্রসেন ও চিত্তবিলাসের প্রস্থান।

ভানু. শশি মুখি, আমরা তোমাকে দেখিয়া সকলে সুখী হইলাম, যদি আমারদিগকে সুখে রাখ, তবে কিছু দিন এখানে থাক, আর পর্য্যটন জন্য যে শ্রান্তি তাহা অগ্রে দূর কর।

শশি. রাজকুমারি, তোমার মিষ্ট বচনে ও সহচরীগণের সৌজন্য জন্য আমি এমত আপ্যায়িত হইলাম যে পর্য্যটন জনিত আমার শ্রান্তি একেবারে দূর হইল। যদি তোমার কৃপা দৃষ্টি থাকে তবে কিছু কাল তোমার শীতল আশ্রয়ে কালযাপন করিব, অনেক কালাবধি ইহা মনে আছে।

সুশীলা. যে কালে তোমার এখানে আসা হইয়াছে সে কালে আমারদেরও আশা হইয়াছে যে আজ্ঞি কালি করিয়া কিছু কাল তোমাকে এখানে রাখিয়া আনন্দে কাল কাটাইব।

সুলোচনা. হে তন্বি, এক্ষণে গা তুলিয়া কিঞ্চিৎ শীতল পানীয় ও শীতল সলিল পান করিয়া তপন তাপিত ক্ষীণাঙ্গ শীতল কর। যে শ্রান্তি জন্য তোমার বিধু বদনে যে ঘর্ম্ম বিন্দু বৃন্দ ঘেরিয়াছে তাহার নিবৃত্তি হউক।

শশি. হে সুলোচনে, তোমার শীতল বাক্যে আমি যেমত শীতল হইলাম, ঘর্ম্মার্ত্তেরা নির্ম্মল সুশীতল জল করণক স্নাত হইলেও এমত শীতল হইতে পারে না। তত্রচ যদি রাজকুমারী ও তোমারদের ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে চল আরও স্নিগ্ধ হইব।

[সুলোচনা ও সুশীলা ও শশিমুখীর প্রস্থান।

পয়ার।

ভানু. বুঝিয়া দিয়াছে মাতা শশি তার নাম।
কিরণে করিছে নাশ তিমিরের ধাম॥
হেরিয়া শশির রূপ মদন বাখানে।
চিত্ত হারা করে পাছে তাই অনুমানে॥
চিত্তেতে রাখিব চিত্ত চিত্তে এই হয়।
হেরিলে হারাব চিত্ত চিত্তে এই ভয়॥
বুদ্ধের সাগরী নারী ভাবে বোধ করি।
জানয়ে অনেক বিদ্যা কহে সহচরী॥
কিশোরী সুন্দরী শশি স্বর্গের অপসরী।
হরিল নারীর মন বিধু মুখ ধরি॥
সুজনী যদ্যপি হয় সজনী হইবে।
সখীগণ সঙ্গে সুখে শশিমুখী রবে॥

চিত্ত বিলাস ও চিত্রসেন ও শশিমুখী ও
সুলোচনা ও সুশীলার পুনঃ প্রবেশ।

চিত্ত. সখার মিলনে সখি আজি সবে সুখী।
বহু সুখ নাহি সহে এই ভাবি দুঃখী॥
তাই ভাবি সখি পাছে হই বা অসুখী।
সুখের অন্তেতে দুঃখ শুন বিধু মুখি॥

সুশীলা. সুখ দুঃখ মনো মধ্যে এই কথা মান।
দুঃখের বিরহে সুখ এই মনে জান॥
ফলিতার্থ সুখ নাহি সংসার ভিতরে।
সেই সুখী দুঃখ যার নাহিক অন্তরে॥

দুলালের প্রবেশ।

দুলাল. মহারাজ, নিবেদন, চারু দত্ত মহাশয়ের লিপি সহকারে আপনকার অন্তরঙ্গ ও অনুগত সহদেব মহাশয় গুজরাট হইতে এই মাত্র উপনীত হইলেন। মহারাজের দর্শনাভিলাষে বহির্দ্বারে অবস্থান করিতেছেন। যদি আজ্ঞা হয় তবে সমীপে আসিতে পারেন।

চিত্ত. . সহদেবকে সত্বরে এখানে আন। আমি তাহার আগমন সম্বাদে বড় উৎকণ্ঠিত হইলাম।

[দুলালের প্রস্থান।

বুঝি আপন বাক্য আপনাতে ফলিল যে সুখের সীমান্তে দুঃখ অবস্থান করে, না-জানি তথা হইতে সহদেব কি সম্বাদ আনিতেছে ও প্রিয়-সখা চারু দত্ত বা কেমত আছেন।

ভানু. দুঃখের কারণ না জানিয়া অগ্রে দুঃখিত হওয়া কেবল দুঃখের লক্ষণ। কেননা কথিত আছে যে সরক্ত মুখ নকুলকে আপন পদতলে ক্রীড়মান দেখিয়া অপরিণাম ভ্রষ্টা কোন দ্বিজ চিন্তা করিলেন যে শিশু পুত্র রক্ষার্থে যে এই নকুলকে আমি গৃহে রাখিয়া আসিয়াছিলাম, বুঝি এই রক্ষক নকুল বালকের ভক্ষক হইয়া থাকিবেক। ইতি চিন্তায় হিতাহিত বিবেচনা রহিত ঐ বিপ্র স্বকরে ঐ উপকারী নকুলের সঙ্ঘাতি করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশিয়া ক্রীড়মান শিশুকে ও তচ্ছিয়রে ঐ নকুলের হস্ত করণক শত-খণ্ডত্ব প্রাপ্ত নির্জ্জীব এক কৃষ্ণ সর্পকে দেখিয়া নকুলের শোকে ব্রাহ্মণ ব্যাকুল হইলেন, অতএব আমি বলি দুঃখের কারণ না জানিয়া দুঃখ করিবে না।

দুলাল ও সহদেবের প্রবেশ।

চিত্ত. কও সহদেব, সম্বাদ কি? মিত্র চারু দত্তের কুশল কহ।

সহ. সম্বাদ লিপিতে আছে। পাঠ করিয়া মঙ্গলামঙ্গল বিদিত হউন।

[সহদেব চারু দত্তের লিপি চিত্তবিলাসকে অর্পণ করেন।

দুলাল. মহারাজ, এই সহদেবের মুখ দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে গুজরাট নগরে আমারদের কোন অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আয়োজন হইয়া থাকিবেক।

চিত্ত. দুলাল রে প্রায় তাই বটে, আহা! আমি কি পামর!

[চিত্তের অশ্রুপাত।

ভানু. হে নাথ মুক্তাবলির ন্যায় দৃশ্যমান ও পতন-শীল তোমার নয়নবারিবিন্দুচয় নয়নে হেরিয়া আমি বড় ব্যাকুলা হইলাম, অতএব পরিতাপকরী ও শোক-দাত্রী এই লিপির পাঠ ঝটিতি আমার গোচর করিয়া তোমার দুঃখে আমাকে দুঃখিনী হইতে অনুমতি প্রদান কর, যেন তোমার অর্দ্ধাঙ্গ হইয়া তোমার অর্দ্ধেক ও দুঃখ ভাগিনী হইতে আমি বঞ্চিতা না হই।

চিত্ত. প্রিয়ে, আমি রাজ বংশ্য, ফলতঃ দুরদৃষ্ট ক্রমে ভ্রষ্ট সিংহাসন ও নিঃস্ব হইয়া বহু কালাবধি আমার পরম প্রিয় সখা চারু দত্তের ঘরে এক প্রকার সুখে বঞ্চিতেছিলাম। পরে তোমার স্বয়ম্বরার প্রস্তাব ভাট মুখে শুনিয়া অস্থির মানসে সখাকে কহিলাম সখে আমি এতদর্থে একবার উজ্জয়িনী যাইব, অতএব কিঞ্চিৎ কোষের সঞ্চয় করিয়া দেও, কেননা আমি নিতান্ত নিঃস্ব। ঐ কালে সখার সপ্ত তরি উত্তর ও দক্ষিণ পাটনে প্রেরিতা ছিল সখা স্বীয় কোষ শূন্য দেখিয়া আশু অর্থ সঞ্চয় করিতে অক্ষমপ্রযুক্ত আপনার পরম শত্রু লক্ষপতি নামে উত্তমর্ণের স্থানে দশ সহস্র মুদ্রা তিন মাস কালের কারণ উধার লইয়া আমাকে অর্পণ করাতে তদর্থ সহকারে আমি এখানে আসিয়া পরমার্থ লাভ করিলাম, এক্ষণে তিন মাস কাল বিগত, ও মিত্রবরের বহুতর পোত নষ্ট ও কতক অনুদ্দিষ্ট হওয়াতে, এ অধমের কারণ কৃত ঋণ পরিশোধ

করিতে অক্ষম হইবায় সেই চির বিপক্ষ লক্ষপতি মহাজনের আদ্দাশক্রমে ধর্ম্মাধ্যক্ষের আদেশে আমার পরমোপকারি সেই বন্ধু বন্দীশালায় বন্দী হইয়াছেন, আর উধার পত্রের নিয়ম মতে নিয়মিত কালে অর্থ পরিশোধ না হওয়াতে উত্তমর্ণ স্বেচ্ছাধীন অধমর্ণের অর্দ্ধ সের গাত্র মাংস কাটিয়া লইবে, ব্যক্ত করিয়াছে। অতএব প্রাচীন শত্রুর তীক্ষ্ণ অস্ত্র করণক সখার গাত্র ছিন্ন হইলে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইবে, এবং আমিও মিত্র বধের ভাগী হইব। এক্ষণে আমা নিমিত্ত বিপদ্গ্রস্ত সেই সখার নেত্রাম্বুতে আর্দ্রীভূতা এই ভূরি লিপি পাঠ করি কর্ণপাত কর। আর এই লিপিকে সখার দেহ স্বরূপ বোধ করিয়া ইহাতে প্রকটিত প্রত্যেক বর্ণ শত্রু অস্ত্র করণক ক্ষত জ্ঞান কর, ঐ ক্ষতাঙ্গ হইতে নির্গত হইতেছে যে রস তাহা ঐ মিত্রের অন্তরে শোক স্বরূপ শোণিত বোধ হইবেক।

(লিপির পাঠ)

সুহৃদ্দর শ্রীলশ্রী চিত্তবিলাস
মিত্রবরেষু।

সমাবেদন মেতৎ।

আমার দুরবস্থার বার্ত্তা আর কি লিখিব। দক্ষিণ পাটন গামিনী ও মূল্যবান্ বাণিজ্য-দ্রব্য-বাহিনী তিন তরণী দৈবায়ত্ত জল শায়িনী হইয়াছে, ও উত্তর পাটনে বাণিজ্যকারিণী তরণী চতুষ্টয়েরও উদ্দেশ হইতেছে না। লক্ষপতির ঋণ পত্রের লিখিত মুদ্রা পরিশোধের কাল অতীত হইয়াছে এ কারণ লক্ষপতির আদ্দাশে ও ধর্ম্মাধ্যক্ষের আদেশে আমি কোটাল করণক কারাগারে বন্দী হইয়াছি। লক্ষের তর্জ্জনে আমার জীবন ওষ্ঠাগত, অচিরে সে মাংস খণ্ড দণ্ড করিবেক, সুতরাং তাহাতে প্রাণ দণ্ড

সম্ভব। বিদ্যাধর শাস্ত্রির আগমন প্রতীক্ষায় বিচার স্থগিত থাকাতে দেহেতে যৎকিঞ্চিৎ জীবন এখনও আছে। হে সখে চিত্তবিলাস, যদি আমার এই আসন্ন কালে আপনি একবার এখানে আসিয়া দেখেন যে চারু দত্ত বণিক্ আপন দেহ সমর্পণ করিয়া তোমার ঋণ হইতে মুক্ত হইতেছে তবেই এই মলবাহি অনিত্য দেহ সার্থক হয়। আমার আর কোন স্পৃহা নাই। কিন্তু নবোঢ়া রাজবালা যদি তোমার বিচ্ছেদে ভগ্নমনা হয়েন, তবে তোমার আগমনের প্রয়োজন নাই আমি বরং বিয়োগ কালে হৃদয়ে স্মরণ করিব ইত্যলম্।

আজীবন ত্বদীয়।
শ্রীচারু দত্ত দাস।

ভানু. (অশ্রুপাত) হে নাথ তুমি সত্বরে গুজরাট নগরে গমন কর, আর দশ সহস্রের স্থলে শত সহস্র মুদ্রা লও যাহাতে ঐ অর্থ-কীট কুটীল লক্ষপতির পরিতোষ হয় তাহা কর, আমি এই পত্রার্থানুধাবনে এমত কাতরা হইয়াছি যে এই মহোপকারি পরম মিত্রের জীবন রক্ষা না হইলে বরং আমি জীবনে মরিব। চিত্রসেন সমভিব্যাহারে তুমি সত্বরে গুজরাট গমন করিয়া ব্যসন কালে চারু দত্তের বান্ধব হও, নচেৎ তৎকৃত ঐ মহোপকারের প্রত্যুপকার ও মিত্রতার নিস্তার কিসে হইবে ইহাতে সর্ব্বস্বান্ত করিলেও যদি উপকারকের প্রাণ বাঁচে সেও শ্রেষ্ঠ। আর আমিই এই বিপত্তির মূল, বুঝিলাম, অতএব তুমি ত্বরা কর যেন অনর্থক কাল হরণ হইয়া কারাগারস্থ মিত্রের ক্লেশ ও চরমে জীবন সংশয় না হইতে পায়।

শশি. আমি তৎকালীন তথাতে শুনিয়াছি যে তিনি চারু দত্তের গাত্র ছেদন করিবেন বিংশতি গুণ অর্থ দিগেও লইবেন না। পিতা অতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অতএব যদি প্রাড়্বিবাক ও রাজ ব্যবস্থা ইহার অন্য মত না করেন তবে চারু দত্তের জীবন সংশয়াপন্ন বটে।

ভানু. হে নাথ, তুমি শত সহস্র স্বর্ণ দিয়া এই স্বর্ণময় মিত্রকে বাঁচাও। বুঝিলাম যে আমিই এই বিপত্তির মূল বটি, আমার অর্থ সত্ত্বে যেন চারু দত্তের কেশার্দ্ধ নষ্ট না হয়, তুমি ত্বরায় [illegible] ঐ মিত্রকে উদ্ধার [illegible] আন আমরা ঐ পরমোপকারককে নয়নে দেখিয়া পরমোপকৃতা হইব, তাহাতে তোমারদের বিচ্ছেদ কাল আমরা আপনাদিগকে অমূঢ়ার ন্যায় জ্ঞান করিয়া কথঞ্চি-দ্রূপে কষ্টে হরণ করিব।

চিত্ত. মিত্র চিত্রসেন সমভিব্যাহারে আমি যাত্রা করিব। হে প্রিয়ে, তুমি প্রসন্না হইয়া আমাকে অনুমতি দেও।

ভানু. সর্ব্ব মঙ্গলা মঙ্গল করুন। যাইতে কেমনে অনুমতি দিব, আইস, এই কহিলাম।

[চিত্তবিলাস ও চিত্রসেন ও [illegible] প্রস্থান।

সুশীলা. নাথের বিরহে আমরা এক্ষণে অনাথা হইলাম। হে সুখ তুমি এক্ষণে বিদায় হও। আমরা বহু দিন পরে তোমার প্রতিযোগি দুঃখের সহিত মিলন করি।

[ভানুমতী, সুশীলা, সুলোচনা ও শশিমুখীর প্রস্থান।

ষষ্ঠম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি উজ্জয়িনী রাজ বাটীর অন্তঃপুর।

ভানুমতী ও সুশীলা ও শশিমুখী ও চন্দ্রসেন ও দুলালের প্রবেশ।

গদ্য।

চন্দ্র. উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্র বিপ্লবে রাজ স্থানে ও শ্মশানে যিনি সঙ্গে থাকিয়া সহায়তা করেন এই মহোদয়কে শাস্ত্রে যথার্থ বান্ধব করিয়া বলিয়াছেন, বন্ধু পরীক্ষার্থে কষ্টি পাথর রূপিনী যে বিপত্তি তাহা সংসারাশ্রমে পদেং সংঘটিত আছে। হে রাজ তনয়ে, সেই পরমোপকারক বন্ধুকে বিপত্তির পাশ হইতে মুক্ত করণাশয়ে পরম প্রিয় পতিকে প্রবাসে প্রেরণ করিয়া তাঁহার বিচ্ছেদ জনিত যে এই মানসিক ক্লেশ ও বহুর্থ ব্যয় অঙ্গীকার করিলেন ইহাতে এই সুকর্ম্ম কুসুমের সৌরভে দিগ্‌দেশ আমোদিত করিবেক, কিন্তু হে কুরঙ্গ নয়নে, যদর্থে প্রিয় পতি বিচ্ছেদ এবং যাহার উপকার জন্য শত সহস্র সুবর্ণ দান করিতেছেন, যদি বিশিষ্ট রূপে তাঁহাকে জানিতেন তবে আপনকার হিরণ্য মনে এই শ্লাঘা হইত যে আমার পতি ধন্য যিনি এবম্প্রকার বান্ধবের প্রাণ রক্ষার্থে আয়াস করিতেছেন। আমার ধন ও ধন্য যে এইরূপ মিত্রের জীবন রক্ষা জন্য ব্যবহৃত হইতেছে, এবং আমিও ধন্যা যে এমত স্বামির গৃহিণী, এবং আরও ধন্যা যে ভাগ্যে এমত ধনের অধিকারিণী হইয়াছিলাম।

ভানু. (অন্তঃ-পটে) মহোপকারকের কার্য্যে যে অর্থের নিয়োগ সে শ্লাঘ্য, বিশেষতঃ শুনিয়াছি যে চারু দত্ত সেই প্রিয় পতির প্রাণ সখা ও এমত অভেদ মিত্র যে উভয়ে কেবল দেহ ভিন্ন অন্য কোন ভেদ নাই। সুতরাং প্রাণেশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ যে জন সেও আমার এক প্রকার ঈশ্বর বটে। নাথের প্রাণ রক্ষার্থে নিযুক্ত যে ধন ও প্রাণ সে অবশ্যই ধন্য গণ্য করিতে হইবেক। আত্ম যশঃ কীর্ত্তন অযোগ্য অতএব হে প্রিয় সখে, আমি আপন অর্থের ও কীর্ত্তির কীর্ত্তনে নিরস্তা হইলাম এক্ষণে আমার বিনীতি এই যে পতির প্রত্যাগমন না হওয়া পর্য্যন্ত আপনি আমার রাজ্য ধন জন রক্ষা করেন আমি ইদানীং সুশীলা সমভিব্যাহারে সমীপবর্ত্তি দেবালয়ে এক পক্ষের কারণ অতি নির্জ্জনে শিবারাধনা করিব। যে তাহাতে সর্ব্বদেবারাধ্য সেই মহাদেবের কৃপাকটাক্ষে উপস্থিত বিষয়ে ভদ্র হইবেক। আপনি অনুকম্পা করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করেন।

চন্দ্র. আমি প্রাণপণে আপনকার আজ্ঞা পালন করিব. হে সুকুমারি রাজকুমারি আপনকার মনোভিলাষ ও সাধ্য বিষয় সিদ্ধি হউক।

ভানু. আপনি যখন রাজ্য রক্ষার্থ অঙ্গীকার করিলেন তখন আমার ভরসা হইতেছে যে সেই চিত্তোল্লাস-কারি লক্ষের নন্দিনী তোমার ঘরণী আমার গৃহাদি রক্ষা করিতে অনুকূলা হইবেন।

শশি. আমি প্রাণপর্য্যন্ত পণে সযত্নে আপনকার মহতী ইচ্ছার অনুগামিনী হইব, হে রাজ কুমারি, রাজ লক্ষ্মি, আপনি চিত্তে চঞ্চলা হইবেন না।

ভানু. পাত্র মিত্র পারিষদ বর্গেরা আপনারদের বচনানুকারী হইবেক। আমার এই রাজ্য ধন জন আপ-

ন জ্ঞান করিয়া স্বল্প কাল জন্য রক্ষা করতঃ আমাকে চরিতার্থ কর।

চন্দ্র. রাজনন্দিনি, আমরা আপনারদিগকে তোমার চিহ্নিত জানিয়া তোমার এই মহতী কৃপার চিহ্ন ধারণ করিব।

[চন্দ্রসেন ও শশিমুখীর প্রস্থান।

ভানু. রে দুলাল, শুনিয়াছি যে তুই পতির অতি বিশ্বাসী, অতএব আমার এই পাতি লইয়া শীঘ্রগতি রাজ গুরু বিদ্যাধর শাস্ত্রীকে দেও, এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের দত্ত লিপি ও পরিচ্ছদাদি লইয়া নিকুঞ্জান্তে পূর্ব্ব মুখে গিয়া কর্ণিকার ঘাটে অপেক্ষা কর।

দুলাল. যে আজ্ঞা ঠাকুরাণি, আমি এমত ত্বরায় যাইব, যেন কোন স্থানে যাই নাই, কিনা এই খানেই আছি!

[দুলালের প্রস্থান।

পয়ার।

ভানু. শুন সহচরি যুক্তি করিয়াছি মনে।

[সুশীলা পতিরে দেখিব দোঁহে গুজ্রাট ভবনে॥

প্রতি] না দেখিতে দেখা দিব দেখিব গোপনে।

চেনা নাহি দিব কিন্তু চিনিব দুজনে॥

এমন করিব বেশ শুন সহচরি।

নারীবলি চিনিবে না নাগর নাগরী॥

নবীন নাগর বেশ করিয়া ধারণ।

বিচার আগারে মোরা লইব আসন॥

বিচারে ব্যবস্থা দিয়া শুন সহচরি।

প্রাণ পতি প্রিয় মিত্রে লইব উদ্ধরি।

গুরু বিদ্যাধরে যাতে করিনু বারণ।

তাঁর প্রতিনিধি রূপে করিব গমন॥

পীড়ায় বিকল বলি গুরু মহাশয়।

আরোপিত করি এই লিখিবে আশয়॥
লইয়া শাস্ত্রির লিপি দিব ধর্ম্মরাজে।
শাস্ত্র দিব বিচারিব বিচার সমাজে॥
ব্যবস্থা দায়িকা আনি তুমি মসীজীবী।
আমার দক্ষিণ ভাগে আসন লইবি॥
বুদ্ধির প্রভাবে কার্য্য সাধিব দুজনে।
বুদ্ধি যার বল তার শাস্ত্রের বচনে॥
রূপেতে করিব মুগ্ধ বুদ্ধে চমকিত।
করিতে পতির হিত হইব পণ্ডিত॥

সুশীলা. রতি হয়ে মদন কেমনে হবে তুমি।
চিত্র যদি হেরে তবে চিনে লবে ধনী॥
যুবক পুরুষ স্বর কঠোর কর্কশ।
তব স্বর পিক স্বর হইতে সরস॥
সুধাময় বাক্য কোথা করিবে গোপন।
কহ বিধু মুখি কিসে ঢাক বরানন॥

ভানু. অনর্থ করিয়া চিন্তা কেন ভাব সখি।
নাগরী নাগর দোঁহে হব দেখ দেখি।
যদ্যপি নাগরী পুছে কাহার নাগর।
কথায় হইব দোঁহে রসের সাগর॥
করিব অশেষ গর্ব্ব নাগরের প্রায়।
নাগরীর কত কথা শুনাব তাহায়॥
আক্ষেপ করিব কভু কাহার লাগিয়া।
কতেক রমণী মৈল আমারে হেরিয়া॥
বারেক নয়নে হেরি জীবনে মরিল।
প্রেম জ্বরে কত নারী অন্তরে জ্বরিল॥
এই মত কত ছন্ম করিব সুশীলে।
ছলাবতী কন্যা বলি কে বুঝি ছলিলে॥

সুশীলা. মসীজীবী যুবতী যুবক হব আমি।
চন্দ্রাননি হবে তুমি পণ্ডিত ভুস্বামি॥

নারী হয়ে নর হবে ধর্ম্ম যদি আঁচে।
ধর্ম্মে ধর্ম্ম রক্ষা হয় যদি চারু বাঁচে॥
ধর্ম্মের সহিত তুমি বিচারে বসিবে।
আপনার ধর্ম্ম রক্ষা কি রূপে করিবে॥

ভানু. অধর্ম্ম না হয় সখি ধর্ম্মের গোচরে।
পাণ্ডব পাইল প্রাণ মৃত্যু সরোবরে॥
ধর্ম্মের গতিকে ধর্ম্ম স্বধর্ম্ম রাখিল।
নারী সহ চারি ভাই তাহাতে বাঁচিল॥
অতএব যাত্রা কর বিলম্ব না সয়।
দুলালে ভেটিব পথে আছয়ে নিশ্চয়॥

[ভানুমতী সুশীলার প্রস্থান।

সপ্তম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি উজ্জয়িনী নগর, কুসুম কানন।

শশিমুখী ও দুলালের প্রবেশ।

শশি. কও দুলাল, সম্বাদ কি?

দুলাল. আজি লক্ষ্মী মাতা দেব পিতা দেখিতে দেবালয়ে গমন করিলেন, আমি বিদ্যাধর শাস্ত্রির দত্ত লিপি ও অপূর্ব্ব শুভ্র পরিচ্ছদ সুশীলা ঠাকুরাণীর হস্তে দিয়া আইলাম। পরে মাতা রথারূঢ়া হইয়া মনোরথে গমন করিলেন। পিতার মঙ্গলে মাতার মঙ্গল, অতএব হে জগন্মাতঃ, মাতা পিতা উভয়ের মঙ্গল কর।

শশি. দুলালরে, বহুকাল পরে তোর মাতৃ ভক্তি দেখিলাম, কিন্তু এই অতি ভক্তি কিসের লক্ষণ তাহা বুঝিয়া দেখ।

দুলাল. এই অতি ভক্তি যাহার লক্ষণ তাহাতে ঠাকুরাণি আপনি এমত বিচক্ষণ যে কেহ হারাইতে পারিবেন না। কেননা এরূপ চুরি করিয়া আসিতে অন্য কাহার সাধ্য আছে। তোমাকে পিতৃ কুলে রাখিয়া মাতা পূর্ব্ব কুলে গেল, তুমি শেষে সে কুল ত্যাগ করিয়া এক্ষণে যে কুলে দাঁড়াইয়াছ, সেই উচ্চ কুল বটে, কিন্তু না তাঁতি কুল, না বৈষ্ণব কুল, অতএব দুই কুল হারা তোমার কুল না দেখিয়া আমি ব্যাকুল হইয়াছি।

শশি. দুলাল তুমি বড় অনুকূল দাস এই জন্য আমি অকুল পাথারে পড়িয়াছি দেখিয়া তুমি আকুল হইয়াছ কিন্তু যে কুলে পড়িয়াছি সেই কুলেই কুল পাইব।

চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্র. দুলাল, তুমি নির্জ্জনে কি কথা কহিতেছ?

দুলাল. ঠাকুর যে কথা কবার নয় সেই কথা কহিতেছি।

চন্দ্র. যে কথা কবার নয় তবে তাহা কি জন্য কহিতেছ?

দুলাল. পাঁচ কথায় কথা পাড়িলে আমিও কথায়২ সেই কথা পাড়িয়া থাকি আমার এই রোগ।

চন্দ্র. তোমার এই রোগ আমি শীঘ্র শান্তি করিব। এক্ষণে তুমি যাও, আহার্য্যের আয়োজন কর।

দুলাল. ঠাকুর আহার্য্য প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু এক কথা এই যে আপনি বৈষ্ণবকে শাক্ত করিয়া মাংসের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন, ইহাতে শাক্তেরা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়াছে।

চন্দ্র. ভাল, তাহার উত্তর আমি শাক্তদিগকে দিব, তোমার সে দায় নাই।

দুলাল. ঠাকুর, আপনকার সহিত আমি উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারি না। কিন্তু এই কথার আমাকে উত্তর দিলেই উত্তর কালে আর কোন উৎপাত থাকে না।

চন্দ্র. ভাঁড়েরা কি বাক্‌চাতুরী জানে, এই দুলাল বাক্যের ভাণ্ডার, অতএব ইহার সহিত আমার সোঁসর হওয়া দুঃসাধ্য দুলাল তুমি যাও, আমি পরাজয় মানিলাম।

দুলাল. ঠাকুর এই কথা পূর্ব্বে কহিলেই বাক্য ব্যয় হইত না, আমি চলিলাম।

[দুলালের প্রস্থান।

পয়ার।

চন্দ্র. কেমন রাজার কন্যা কহ বিধুমুখি।
ভানু সহবাসে তুমি দুঃখী কিবা সুখী॥
সুশীলা কেমন বটে সুলোচনা ধনী।
উভয় মধ্যেতে কেবা রসিকা রমণী॥
বিদ্যায় পারগা কেবা বুদ্ধে গরিয়সী।
কারে ভাল বাসে ভানু চিত্তের প্রেয়সী॥
তোমার মনের কথা কহ শশিমুখি।
শুনিয়া অন্তরে প্রিয়া আমি হব সুখী॥

শশি. অপূর্ব্ব রূপসী বটে চিত্ত বিলাসিনী।
রমণী মোহিনী ধনী অনঙ্গ মোহিনী॥
বুদ্ধের সাগর নারী বাক্যে বোধ করি।
কি কব বিদ্যার কথা নহি বিদ্যাধরী॥
বাক্যের কৌশল তাঁর বাক্যে কিবা কব।
তাঁর বাণী শুনি বাণী মানয়ে গৌরব॥
যাঁহার রমণী ধনী ধন্য সেই জন।
দাসী হয়ে সেবি তারে এই হয় মন॥
বুদ্ধিমতী সুলোচনা সুশীলা সুন্দরী।

বহু বিদ্যাবতী বটে যুগল কিশোরী॥
সুধীরা গম্ভীরা স্থিরা সুলোচনা নারী।
রাণীর প্রেয়সী সেই শ্রেষ্ঠা গণি তারি॥
কাব্য রস বাক্য রসে সুশীলা উত্তমা।
জানয়ে অনেক রস ভানু প্রিয়তমা॥
রসিকার শিরোমণি সুশীলারে গণি।
বিরসে সরস করে বাক্য রসে ধনী॥
অন্তরে হইনু হৃষ্ট শুন প্রিয় পতি।
সুখী হব যদি সখী করে ভানুমতী॥
হরিল আমার মন সহচরী গণ।
চিত্তের মহিষী গুণ না হয় বর্ণন॥

[শশিমুখী ও চন্দ্রসেনের প্রস্থান।

অষ্টম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি গুজরাট নগর বিচারালয়।

ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও রাজ কর্ম্মচারিগণ ও কোটাল ও দণ্ড-নায়ক ও চারুদত্ত ও চিত্তবিলাস ও চিত্রসেন ও জয়দেব ও সহদেব ও নগরস্থ কতিপয় লোকের প্রবেশ।

ধর্ম্মা. কোটাল, চারুদত্ত বন্দীকে আমার সম্মুখে আন।

চারু. ধর্ম্মাবতার এই আইলাম।

ধর্ম্মা. চারুদত্ত বণিক্, আমি বড় ক্ষুব্ধ হইতেছি, যে যাহার আজ্ঞাশে তুমি ধৃত ও এখানে আনীত হইয়াছ, ঐ মহাজন এমত নিষ্ঠুর ও পাষাণ-হৃদয় যে তাহার শরীরে দয়ার লেশ নাই, মায়ার বিন্দু নাই,

স্নেহের পরমাণু নাই, অতএব তাহা হইতে তোমার অব্যাহতির আমি কোন সদুপায় দেখি না।

চারু. ধর্ম্মাবতার, আমি শুনিলাম যে মনুষ্য-দেহ-ধারি পাষাণ-হৃদয় ঐ লক্ষকে তরল করিবার জন্য আপনি যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু অভাগ্যবান আমার অদৃষ্টক্রমে তাহাতে আমার ইষ্ট সিদ্ধি হয় নাই একারণ আমি স্থির করিয়াছি যে আমার অদৃষ্টে যাহা লেখা থাকে তাহাই হইবেক।

ধর্ম্ম. তবে লক্ষপতি রায় আদ্দাশিকে সত্বরে বিচারাসনের সমীপে আন।

দণ্ড. যে আজ্ঞা মহারাজ, লক্ষপতি পুরঃদ্বারে উপস্থিত আছে। এই আসিতেছে।

লক্ষপতি রায় মহাজনের প্রবেশ।

ধর্ম্ম. লক্ষপতিকে আমার সম্মুখে আসিতে দেও। লক্ষ রায়, তুমি চারুদত্ত বন্দীর পার্শ্বে আমার সম্মুখে দাঁড়াও, আমি যাহা কহি তাহাতে মনোযোগ কর। এই গুজরাট নগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা কহিতেছে যে তোমার তুল্য নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয় বুঝি ভারত ভূমিতে আর নাই, কিন্তু আমার অনুভব হইতেছে যে তোমার এই নৈষ্ঠুর্য্য আন্তরিক নহে অর্থাৎ চরমে তুমি মরমে ব্যথা পাইয়া ও করুণাযুক্ত হইয়া এই রাজ বণিকের দয়া করিবে। ফল ইহাও আশ্চর্য্য নহে কেননা ঋণ পত্রের লিখিত দণ্ড অর্দ্ধ সের মাংস মাত্র, বিশেষতঃ তাহা অভক্ষ্য নরমাংস, হিংস্রক বন্য পশ্বাদির আহার্য্য ভিন্ন কুত্রাপি ভোজনার্থে সভ্য নরজাতীয়ের গ্রাহ্য নহে, এবং অস্ত্র করণক তাহা ছেদন করাতে একের প্রাণের নাশ ও অন্যের ক্ষণিক

প্রীতি মাত্র. অতএব তুমি আমার বচন ধরিয়া বহু ক্ষতি গ্রস্ত এই রাজ বণিকের অপচয়ের প্রতি দৃষ্টি করতঃ তৎকৃত ঋণের অর্দ্ধেক তাহাকে ক্ষমাকর নচেৎ পরমোপকারী এই রাজ বণিক এক কালীন অবসন্ন হইবেক। আর অনপেক্ষিত রূপে বহু ক্ষতি গ্রস্ত হইয়া বণিকবর এমত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে তাহার দুঃখ শুনিয়া স্বভাবতঃ দয়াধর্ম্মে-বিরত ও প্রতি দিন প্রাণী-বধাসক্ত ব্যাধেরা এবং নর-রক্ত-পায়ী পিশাচেরাও সজল লোচনে দয়ার্দ্র হয়, অতএব আমরা ভরসা করি যে তুমিও তাহার দুঃখে আর্দ্র হইয়া ইহার যে সদুত্তর তাহা আমাকে দিবা।

লক্ষ. হে ধর্ম্মাবতার, আমি যাহা মনে করিয়াছি তাহা অবশ্য করিব, আমি গুরুর দিব্য করিয়াছি, যে ঋণ পত্রের লিখিত দণ্ডাচরণ অর্থাৎ নির্দ্ধারিত পরিমাণে অধমর্ণের গাত্র দণ্ড করিব, যদি বিচারাধিপতি, আপনি তাহার অনুজ্ঞা না করেন তবে আপনকার বিচারে ধ্বংস পড়ুক ও আপনকার রাজ্য অরাজক ও খাণ্ডব বনের ন্যায় দগ্ধ ও উচ্ছিন্ন হউক, যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে আমি দশ সহস্র মুদ্রার পরিবর্ত্তে অর্দ্ধসের অপকৃষ্ট নরমাংস কিমর্থে লইতে স্বীকার করিতেছি, তাহাতে আমার এই উত্তর যে সে আমার স্বেচ্ছা, আমার অর্থ আমি জলে ফেলিয়া দিব তদর্থে কাহার কথা আছে। আপনি বিবেচক অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন যে আপনকার উক্তির উত্তর হইয়াছে কি না, চারু দত্ত বণিক আমার পরম শত্রু তাহার প্রতি আমার প্রাচীন দ্বেষ আছে একারণ সঞ্চিতার্থ নষ্ট করিয়া ও প্রাপ্যার্থ অস্বীকার করিয়া এই

অপচয়-কর আহ্লাদের উদ্দেশে রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, আমার এই উত্তর।

চিত্ত. আ নিষ্ঠুর নরাধম! তোমার এই উত্তরে কে তুষ্ট হইবে?

লক্ষ. তোমাকে আমার তুষ্ট করিতেই হইবেক তোমার সহিত আমার এমত লেখা পড়া নাই।

চিত্ত. যাহাকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট না করিব, রুষ্ট হইয়া তাহাকেই যে প্রাণে নষ্ট করিব এমত বিশিষ্ট লোকের ধারা নহে।

লক্ষ. যাহাকে দেখিতে পারিব না, তাহার দ্বেষ করিব আমার এই কথা, প্রাণে নষ্ট করি বা না করি।

চিত্ত. যাহাকে দেখিতে না পারিব তাহারই যে অনিষ্ট চেষ্টা করিব সেই বা কোন্ কথা?

লক্ষ. সেই উচিত কথা, কেননা যদি তোমাকে কোন কাল-সর্পে দংশন করে ও তুমি বিষের জ্বালায় ব্যাকুল হও তবে কি তোমার তৎকালে এমত সৌজন্য হইতে পারে যে আহা এবার এই কৃষ্ণ সর্পকে কিছু কহিব না বারান্তরে দংশন করিলে ইহার বিহিত করিব। এই কি যুক্তি?

চারু. অনুনয় বিনয় করিয়া লক্ষকে নম্র করা আর অরণ্যে রোদন করা দুই সমান। হে সখে, তুমি ইহার সহিত আর বাদানুবাদ করিও না। ইহার আর উপাসনা করিও না। লক্ষের মনোভিলষিত পূর্ণ হউক, আমি রাজ দণ্ডাজ্ঞা পালন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

চিত্ত. হে লক্ষ, তুমি প্রসন্ন হইয়া তোমার দশ সহস্রের পরিবর্ত্তে বরং বিংশতি সহস্র লও, বরং চত্বারিংশ

সহস্র লইয়া খত খণ্ডন কর, আর যদি ইহাতেও তোমার মনের অভিলাষ না পূরে তবে এই অশীতি সহস্র বরং লক্ষ মুদ্রা গণিয়া দিতেছি গ্রহণ করিয়া আমার পরমপ্রিয়সখা চারুদত্ত রাজ বণিক্‌কে অব্যা-হতি দেও। তোমার পিতৃ পুণ্য প্রতাপে পরম-প্রিয়সখা প্রাণ পাইয়া সপরিবারে তোমার এই চিরজীবিনী কীর্ত্তির কীর্ত্তন করিতে থাকে।

লক্ষ. যদি এই শত সহস্র টাকার এক২ টাকা শত সহস্র ভাগ হয় এবং তাহার এক২ ভাগে এক২ টাকা হয় তথাচ আমি তাহা লইব না আমি খতের দণ্ডা-চরণ করিব।

ধর্ম্মা. দেখ লক্ষপতি, তুমি কাহারো প্রতি দয়া প্রকাশ না করিলে তোমাকে পরে কে দয়া করিবেক? আমরা সকলে কলুষ ভোগ করিতে এই কুটিল কলি কালে জন্মিয়াছি। ইহাতে কেহ কাহার উপকার না করিলে কেহ কাহার প্রত্যুপকার করে না, উপ-কার করিলেও অপকার করে, সেও এই যুগ ধর্ম্ম বটে; অতএব চিত্তবিলাসের অঙ্গীকৃত এই বহ্বর্থ গ্রহণ করিয়া চারু দত্ত বণিক্‌কে সত্বরে মুক্তি দেও, যে চরমে তোমার কল্যাণ হইবে।

লক্ষ. ধর্ম্মাবতার, আমি কাহারো অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া আপন ইষ্টাভিলাষ করি না, এ কারণ আমার দেহ মধ্যে কোন দেব-দণ্ড বা রাজ-দণ্ডের শঙ্কা নাই। আপনারা যে বহুতর ক্রীত দাস দাসীদিগকে গৃহে রাখিয়া শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় হেয় করতঃ যদৃচ্ছা-চারে তাহারদিগকে যন্ত্রণা দিয়া থাকেন, তাহাতে কি আমি কহিব যে ধর্ম্মাবতার, আপনি এই দাস দাসীদিগকে মুক্তি দিয়া আপন সন্তান সন্ততীগণের সহিত তাহারদের পরিণয় করাউন আর ভুরি ভার

বহন দ্বারা তাহারা যে অনুদিন ঘর্ম্মার্ত্ত হইতেছে তাহার মোচন করিয়া রত্নময় পর্য্যঙ্কে সংস্থিত অপূর্ব্ব কোমল শয্যায় তাহারদিগকে স্থান দেউন আর কর্পূর বাসিত ও সর্ব্বৌষধি করণক শোধিত নির্ম্মল সুশীতল জলে ইহারা নিত্য স্নাত ও ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক সেবিত ও ব্যজনীকৃত হউক। ইহাতে কি আপনি কহিবেন না, যে দাস দাসী আমারদের, আমরা যাহা মনে করিব তাহাই করিব, সেই মত আমিও কহিতেছি যে দশ সহস্র মুদ্রা দিয়া অতি-শয় মাহার্ঘ্য রূপে ক্রয় করিয়াছি যে অর্দ্ধসের নর মাংস সে আমার, অতএব আমি তাহা লইব ও তদর্থে আমি যাহা মনে করিব তাহাই করিব। আপনি যদি এই দণ্ডাজ্ঞা না করেন তবে আপনকার রাজ্যের ব্যবস্থায় ধিক্। বলুন যে আমার বিচার করিবেন কি না, আমি এই বিচারাগারে বিচারার্থে দণ্ডায়মান হইলাম আপনি বিচার-পতি বিচার করিয়া কহুন আমার বিচার হইবেক কি না।

ধর্ম্মা. আমি দেখিলাম যে বিদ্যাধর শাস্ত্রী এখানে সমাগত না হইলে এই বিষম বিবাদের মীমাংসা হইবেক না। অতএব যদি বর্ণিত শাস্ত্রীবর এখানে অদ্য আগমন না করেন তবে এই বিচারের কার্য্য অদ্য স্থগিত রাখি আমার এমত মনে হইতেছে।

দণ্ড. ধর্ম্মাবতার, বিদ্যাধর শাস্ত্রীর লিপি সহকারে এক জনা নবীন মসীজীবী উজ্জয়িনী হইতে আসিয়া সিংহ দ্বারে আদেশের অপেক্ষা করিতেছে, আজ্ঞা হইলে সমীপে আনীত ও রাজ দর্শন কারিত হয়।

ধর্ম্মা. লিপি সহ দূতকে সত্বরে ভিতরে আন।

চিত্ত. সখে, চারুদত্ত, আপনি ঈদৃশ ভগ্নমনা হইবেন না, যতক্ষণ আমার দেহে রক্ত মাংস ও অস্থি আছে ততক্ষণ আমার কারণ তোমার এক বিন্দু রক্তপাৎ হইবেক না ইহাতে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

চারু. সখে তোমার জীবনে বহু জনের জীবন ও প্রয়োজন আছে। অতএব যে বাঁচিলে বহু লোক বাঁচে সেই বাঁচুক, চিন্তা জ্বরিত আমার এই সুজীর্ণ দেহে প্রয়োজনাভাব, এ কারণ আমি অচিরে চিতাস্থ হইয়া এই শরীর-শোষিকা চিন্তা হইতে মুক্ত হই এমত চিন্তা করিতেছি, চিন্তা হইতে চিতাকে আমি স্বল্প ক্লেশকরী বুঝিলাম, চিতা কেবল স্পন্দন রহিত মৃত দেহকে দাহ করেন চিন্তা সজীব দেহকে শুষ্ক করত ক্ষয় করে, এ কারণ আমি চিন্তার যাতনা হইতে চিতার যাতনা সামান্য বোধ করিতেছি।

মসীজীবী বেশে সুশীলা সহচরীর বিচারাগারে প্রবেশ।

ধর্ম্ম. আপনি উজ্জয়িনী দেশ হইতে এবং বিদ্যাধর শাস্ত্রির নিকট হইতে কি আসিতেছেন?

সুশীল. আজ্ঞা মহারাজ, আমি তথা হইতে আসিতেছি। বিদ্যাধর শাস্ত্রী মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

[সুশীলা এই সময়ে বিদ্যাধর শাস্ত্রির লিপি অর্পণ করেন।

চিত্ত. লক্ষ রায় তুমি এখনি যে ছুরিতে শাণ দিতেছ ইহার কারণ কি?

লক্ষ. (তর্জ্জন পূর্ব্বক) ইহার কারণ যে বেটাদের শাণ নাই সেই বেটা-দিগকে আরও অশাণ করিব এই জন্য ছুরিতে শাণ দিতেছি।

চিত্র. লক্ষ রায় ঐ ছুরিকা তোমার পাষাণময় হৃদয়ে কেন ঘর্ষণ কর না তাহাতে বিলক্ষণ শাণ হইবে, কেননা করুণা বাক্য প্রায় তোমার হৃদয় বিন্ধিতে সমর্থ হয় না ধাতুময় তীক্ষ্ণ অস্ত্রেই তোমার কি প্রয়োজন, তোমার লোভ দ্বেষ ও পৈশুন্য রূপ যে তিন অস্ত্র আছে তাহা এমত তীক্ষ্ণ যে ত্রিশূলের অগ্রভাগ হইতেও তীক্ষ্ণতর।

লক্ষ. যদি শূলে না যাও তবে তুমি শূলের অগ্রভাগ হইতে স্বতন্ত্র থাক।

চিত্র. এই নরাধম লক্ষপতি হিংস্রক পশ্বাদির ন্যায় অতি নিষ্ঠুর, ইহাকে দেখিয়া আমার এমন মনে হইতেছে যে কোন হিংস্রক ব্যাঘ্রের বধ কালে তাহার কঠিন প্রাণ লক্ষের জঘন্য দেহে আবির্ভাব হইয়া থাকিবেক, যেহেতু এই নরাধমের দুরাশা রাক্ষসী-রূপা অতি ভয়ঙ্করী শোণিতার্থিনী ক্ষুধার্ত্তা ও সর্ব্ব-গ্রাসিকা।

লক্ষ. তুই চীৎকার করিয়া কেবল আপনারই ক্ষতি করিতেছিস্। আগে ভাবিয়া দেখ্ আমার ঋণ হইতে তোদের কিসে পরিত্রাণ হইবে। আমি বিচারার্থ দণ্ডায়মান আছি।

ধর্ম্ম. আমি এক্ষণে যাহা কহি তাহা বিচারাগারস্থ সকলে মনোযোগ কর। বিদ্যাধর শাস্ত্রী এই লিপি সহ-কারে এক জন নব্য ব্যবস্থাপককে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন ঐ নবীন বিধিদায়ক অতি বিচক্ষণ ও

বুদ্ধিজীবী এবং এই পত্রবাহক তাঁহার মসীজীবী। শাস্ত্রীবর এক্ষণে কোথা আছেন তাহা জান?

সুশীলা. (ছদ্ম-বেশে) মহারাজ, ইনি এই বিচার মন্দিরের বাহিরের প্রকোষ্ঠে সম্প্রতি অবস্থান করিতেছেন, আজ্ঞামতে আসিবেন।

ধর্ম্মা. অতি সম্ভ্রমে ইহাঁকে এখানে আনয়ন কর, আমি ইতিমধ্যে বিদ্যাধর শাস্ত্রী আমাকে যে লিখন লিখিলেন তাহা পাঠ করি সকলে মনোযোগ কর।

লিপিরপাঠ.

ধর্ম্মাবতার।
স্বধর্ম্ম প্রতিপালকেষু।

শুভাশীরস্তু সমাবেদন মেতৎ।

বর্ত্তমান মাসের ভবদীয়া কৃপা ও আদেশ পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়া তত্রস্থ তাবদ্বৃত্তান্তাবগত হইলাম। আমি পক্ষাবধি নিরবধি পীড়িত-বিধায় এই নবীন ব্যবস্থাপককে তাঁহার সমধ্যায়ি মসীজীবি সমভিব্যাহারে সমীপে প্রেরণ করিতেছি ইহাঁর স্থানে উপস্থিত বিবাদের ব্যবস্থা ও যুক্তি লইতে আজ্ঞা হইবেক। এই নব্য শাস্ত্রী সম্প্রতি এপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে এখানে আসিয়াছিলেন ইহাঁর বিদায়ের প্রাক্কালে ভবদীয়া মহতী আজ্ঞা-পত্রী পাইয়া শাস্ত্রীবরকে যত্ন পূর্ব্বক এখানে রাখিয়া সম্প্রতি রাজ স্থানে প্রেরণ করিতেছি, এবং লক্ষপতি রায় ও চারুদত্ত পোত-বণিকের মধ্যে উপস্থিত যে অপূর্ব্ব বিবাদ তাহার ও আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত এ সুধীবরের গোচর করিলাম, এবং এতদ্বি-বাদে আমার যে অভিপ্রায় তাহাও এই মহানুভব শাস্ত্রিকে জানাইলাম। নব্য শাস্ত্রীবর অঙ্গ বঙ্গ

কলিঙ্গাদি দেশ সঙ্গত বিবিধ বেদাঙ্গাদি বিদ্যা জনিত স্বীয় জ্ঞান সহকারে যে ব্যবস্থা দিবেন তাহা যে বহু জনের তুষ্টিকরী হইবেক ইহাতে আমার সংশয় নাই, অতএব হে. ধর্ম্মাধ্যক্ষ এই মহোদয় মহাশয়কে আমার স্থলাভিষিক্ত জ্ঞান করিয়া প্রয়োজনীয় বিধি লইয়া আমাকে অনুকম্পা করিবেন। শাস্ত্রীবর কোমল বয়স্ক হইলেও বহু শাস্ত্র জ্ঞান জনিত গরিয়সী বুদ্ধি সহকারে প্রবীণত্বকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, নবীন শাস্ত্রী যে বিচার করিবেন তাহাতেই তাঁহার সুখ্যাতি প্রচার হইবেক আমার অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন ইত্যালম্‌।

উজ্জয়িনী নিবাসি
শ্রীবিদ্যাধর শাস্ত্রিণঃ।

ধর্ম্মা. বিদ্যাধর শাস্ত্রী যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমি সকলের গোচর করিলাম, অতএব রাজ কর্ম্মচারিগণ তোমরা এই লিপি লক্ষপতির আদ্দাশ পত্রের সঙ্গে যুক্ত কর। এই দেখ শাস্ত্রীবর আসিতেছেন।

রাজ ব্যবস্থাপক বেশে ভানুমতী রাজকুমারীর বিচারাগারে প্রবেশ।

ছদ্ম রূপা শাস্ত্রী. ধর্ম্মাবতার আপনি বিচারাসনে উপবেশন করুন, আমি আপনকার আসনৈক প্রান্তরালে আসন লইব। আর আমার সহকারী এই মসীজীবী আমার দক্ষিণে থাকিবেন।

ধর্ম্মা. এই হউক। আপনার মঙ্গল? ও প্রাচীন শাস্ত্রী কেমন আছেন তাহা কহ?

শাস্ত্রী. ধর্ম্মাবতারের দর্শনেই মঙ্গল। নচেৎ উপাসকদিগের মঙ্গল কোথা?

বৃদ্ধ বিদ্যাধর শাস্ত্রী এক্ষণে পীড়িত আছেন।

ধর্ম্মা. শাস্ত্রির লিপ্যর্থানুধাবনে বোধ হইল যে আপনি উপস্থিত বিবাদের বৃত্তান্ত বিদিত হইয়াছেন।

শাস্ত্রী. ধর্ম্মাবতার, আমি সম্পূর্ণ রূপে অর্থাৎ বিধি বোধিত রূপে বিদিত হইয়াছি। লক্ষপতি রায় ও চারুদত্ত বণিক অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদী কোথায়? আমি এক্ষণে দেখিতে চাই।

ধর্ম্মা. কোটাল, চারুদত্ত বন্দী ও লক্ষপতি আদ্দাশীকে সত্বরে সম্মুখে আন।

লক্ষ. ধর্ম্মাবতার, এই আইলাম। আমারি নাম লক্ষপতি রায়। আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান যে বন্দী ইহার নাম চারুদত্ত পোত্ বণিক্ যাহাকে ইহার গণাক্রান্ত লোকেরা সামান্যতঃ রাজ বণিক্ কহিয়া থাকে।

শাস্ত্রী. লক্ষপতি রায়, সম্প্রতি মনোযোগ কর। তোমার আদ্দাশ যদিও আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু উজ্জয়িনী ও গুজরাট দেশের রাজব্যবস্থামতে তাহা অবিচার্য্য নহে। যদি চারুদত্ত ঋণ পত্র অঙ্গীকার করে তবে তাহার সমূহ বিপদ দেখিতেছি। কও চারুদত্ত, তুমি এই ঋণ পত্র আপন দত্ত মান কি না?

চারু. হাঁ ধর্ম্মাবতার মানি। সত্য বাক্য কথনাপেক্ষা সদাচার আর নাই, কেননা কষ্ট শ্রেষ্ঠে সম্পাদ্য যে অশ্বমেধ তাহার ফলের সহিত সত্যতা তুলায় ধৃতা হইলে সত্যতাই গরিয়সী হয়েন, অতএব ধর্ম্মাবতার, এই খৎ যে আমার দত্ত, তাহা প্রাণান্তে অপহ্নব করিব না।

শাস্ত্রী. তবে লক্ষপতি রায় অবশ্যই তোমাকে দয়া করিবেন কেননা তাঁহার দয়া ভিন্ন এক্ষণে তোমার জীবনোপায়ের আর কোন গতি দৃষ্ট হয় না।

লক্ষ. ধর্ম্মাবতার, আপনি কহিলেন যে আমি অবশ্যই উহাকে দয়া করিব, এই কোন্ কথা, বল পূর্ব্বক দয়া গ্রহণ করা কোন্ শাস্ত্র ও কোন্ যুক্তি যুক্ত। তাহা আমি জানিতে চাই।

পয়ার।

শাস্ত্রী. দয়ার শুনহ গুণ লক্ষপতি রায়।
দয়ার গুণের কথা বর্ণন না যায়॥
অসীম দয়ার গুণ জগতে প্রচার।
গগণ অম্বুর ন্যায় সর্ব্বত্র বিস্তার॥
গগণাম্বু ক্ষিতি যেন স্নিগ্ধ মতি করে।
দয়া ধর্ম্ম সেই রূপ শুভ করে নরে॥
দুই মতে শুভঙ্করী দয়ারে জানিবে।
দাতা গ্রহীতার সেই কল্যাণ করিবে॥
দয়াবান হয় সুখী দয়া প্রকাশিয়া।
গ্রহীতা কল্যাণ দেখে গ্রহণ করিয়া॥
রাজ দেহে দয়া যদি করে অবস্থান।
প্রজ্জ্বল মুকুট হৈতে করে দীপ্যমান॥
রাজদণ্ড রাজ করে ঐহিকের তরে।
দণ্ড ভয়ে প্রজাগণ দণ্ডে ভয় করে॥
সিংহাসন শোভা রাজ দণ্ডের ভাজন।
হৃদি সিংহাসনে শোভে দয়ার আসন॥
দেব শরীরের ভূষা ঈশ্বরের গুণ।
সর্ব্বগুণ শ্রেষ্ঠা দয়া শুনহ নিপুণ॥
দয়া ধর্ম্ম দেহ মধ্যে থাকয়ে রাজার।
দয়ার সহিত করে ধর্ম্মের বিচার॥
নরেশ্বর তারে কহি শুন লক্ষপতি।
ঈশ্বর স্বরূপ সেই নরের মূরতি॥
অতএব লক্ষপতি কর অবধান।
দয়া বিনা ইহ লোকে নাহি পরিত্রাণ॥

সংসারেতে নানা পাপ নানা লোকে করে।
পাপে তাপে শীর্ণ হয়ে ডাকয়ে ঈশ্বরে॥
দয়া হেতু দীন যথা স্মরে ভগবান।
হেন মতে লোকে দয়া কর মতি মান॥
দয়ার না কর গয়া দেহের সংযতে।
ধর্ম্মে বিসর্জ্জন তার দিও সঙ্গেতে॥
ইহ লোকে দয়ার্থিকে দয়া করে যেই।
পরলোকে সুরলোকে বাস করে সেই॥
সান্ত্ব না করিতে দক্ষ তব ক্রোধ মন।
দয়ার মাহাত্ম্য আমি করিনু বর্ণন॥
ইথে যদি দয়ার্দ্র নাহও লক্ষরায়।
গুণের বণিক্ প্রাণে মরিবে এদায়॥
রাজ্যের বিধান মত দিব আমি বিধি।
খাতকে রাখিলে সাধু হবে দয়ানিধি॥
কল্যাণ করিবে তব বণিক্ তনয়।
রাজ অনুরোধ রক্ষা কর সদাশয়॥

গদ্য।

লক্ষ. ধর্ম্মাবতার, আপন কৃত কর্ম্মের শুভাশুভ ফল আমি আপনিই ভোগ করিব। এক্ষণে আমি বিচারার্থী আপনি যথার্থ বিচার করিয়া খত পত্রের লিখিত যে দণ্ড তাহারই আদেশ করেন। দয়া ধর্ম্ম ও পাপ পুণ্যের বিচার এখানে নহে, ইহার স্বতন্ত্র স্থান আছে।

শাস্ত্রী. কেন, খাতক কি ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম?

চিত্ত. না ধর্ম্মাবতার, অক্ষম নহে। বরং আমি দশ গুণ পরিমাণে অর্থ দিতে চাহিতেছি। লক্ষপতির তাহাতে সম্মতি নাই, ইহাতে ঐ দুর্জ্জন উত্তমর্ণের দারুণ দ্বেষ ভাব ভিন্ন অন্য কিছু উপলব্ধি হয় না,

অতএব হে ধর্ম্মাধিপতে, এই ক্লেশকর অভিযোগের দায় হইতে দয়াপূর্ব্বক দীন বণিক্‌কে রক্ষা করিয়া ঐ দুরাত্মার দমন ও তাহার দ্বেষ হইতে দেশ রক্ষা করেন।

শাস্ত্রী. তুমি কহিতেছ এই দুঃখদায়ক আঁদাশের দায় হইতে দীন বণিক্‌কে রক্ষা করিয়া দুরাত্মার হস্ত হইতে এ প্রশস্ত দেশ রক্ষা করিব। ইহা কদাচ সম্ভব নহে, আমি ব্যবস্থার বৈপরিত্যে কার্য্য করিলে অধর্ম্মের সঞ্চার হইবেক তাহাতে উত্তরকালে রাজ বিধি কেহই মান্য করিবেক না এবং জন পদের মনে এমত ভ্রম জন্মিবেক যে বিধি বিরুদ্ধা-চারিরা রাজদ্বারে দয়ার যাচ্ঞা করিলে অনায়াসে অব্যাহতিকে পায়েন, এমত হইলে দয়া অপাত্রে পতিতা হইবেক অতএব অপক্ষপাতি হইয়া আমার ইহা কর্ত্তব্য নহে।

চারুদত্ত বণিক্ তুমি প্রস্তুত হও, আমি দণ্ডাজ্ঞা করিব।

লক্ষ. আঃ সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র বিচারাসনে উপবিষ্ট হই-
(উত্তরার্দ্ধ) য়াছেন! সাক্ষাৎ রামচন্দ্র বিচারে আসিয়াছেন! হে পরিণামদ্রষ্টা নবীন প্রাড্‌বিবাক, আমি অন-ভিজ্ঞ, কি স্তব করিয়া তোমাকে তুষ্ট করিব!

শাস্ত্রী. ক্ষান্ত হও, এই খৎপত্রে দেখিলাম যে কেবল দশ সহস্র টাকা মাত্র দেও। কিন্তু ইহারা দশ গুণ অধিক দিতেছে, তবে তোমার লওনের প্রতিবন্ধ-কতা কি আছে?

লক্ষ. ধর্ম্মাবতার, আমি স্বকৃতি করিয়াছি যে নিয়মিত কালে প্রদত্ত না হইলে আমি অর্থ লইব না, তাহা-রও কালাতীত হইয়াছে, তবে কি আমি ভগ্ন সত্যের

হইয়া মিথ্যা শপথ করিয়া নরকস্থ হইব? তাহা কখন হইবেক না।

গুজরাটের রাজপাট পাইলেও তাহা স্বীকার করিব না।

শাস্ত্রী. ফলতঃ ঋণ পরিশোধের কাল অতীত হইয়াছে ইহা প্রকৃত বটে, এ কারণ মহাজনের ক্ষমতা আছে যে এই ঋণ পত্রের নিয়মক্রমে খাতকের বক্ষঃস্থলের অর্দ্ধ সের মাংস কাটিয়া লইতে পারে, অতএব হে লক্ষপতি রায়, তুমি দয়া করিয়া দশ গুণ মুদ্রা লইয়া এই খাতক বণিক্‌কে মুক্তি দেও। আর যদি তোমার অভিমত হয় তবে কহ, আমি এই খত খণ্ডন করি।

লক্ষ. ধর্ম্মাবতার, খত পত্রের মতাচরণ হইলেই খত খণ্ড করা শ্রেয়ঃ গণিব। আপনি সদ্ব্যবস্থাপক ও বিচার-প্রজ্ঞ প্রাড়্‌বিকাক, অতএব দণ্ডাদেশ করুন, আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে কাহার জিহ্বাগ্রে বাক্‌বাদিনী মূর্ত্তিমতী হইয়া বাক্ কৌশল করিলেও আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। ধর্ম্মাবতার, কুরু রাজ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

"সূচ্যগ্রে ণ সুতীক্ষ্ণেন ভিদ্যতে যা চ মেদিনী।
"তদর্দ্ধঞ্চ নদীস্যামি বিনা যুদ্ধে ন কেশব"॥

এই প্রতিজ্ঞা হইতেও আমার প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর।

চিত্র. যদি এমত হয়, তবে তুমিও সেই মত শীঘ্র উচ্ছিন্ন যাইবা।

লক্ষ. (তর্জ্জন পূর্ব্বক) যদি মরিতে হয় সেও ভাল, তবু এই শিখণ্ডী বেটাকে অগ্রে মারিয়া মরিব।

চারু. ধর্ম্মাবতার, আমি বিচারের অপেক্ষা করিতেছি আজ্ঞা করুন। আমার ভাগ্যে যাহা থাকে হই-বেক।

শাস্ত্রী. তবে চারু দত্ত বণিক্, তুমি প্রস্তুত হও যে সাধু তোমার বক্ষঃ হইতে নিয়ম পরিমিত মাংস কাটিয়া লইতে পারে।

লক্ষ. জয় হউক। ধর্ম্মাবতার। "ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকং"। অমি বড় অন্যায়গ্রস্ত হইয়াছিলাম।

শাস্ত্রী. আমি ভূয়োভূয়ঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে রাজ ব্যবস্থা মতে ও খতের নিয়মেতে খাতক বণিকের দেহ হইতে অর্দ্ধ সের মাংস ছেদন করিয়া লইবার এই সাধুর স্বত্ব আছে।

লক্ষ. হে বিচারপতে, আপনি ধন্য। আমি আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলাম, আঃ কি নবীন বয়সে, কি প্রবীণ বুদ্ধিজীবী! জয় হউক ধর্ম্মাবতার!

শাস্ত্রী. অতএব চারুদত্ত, উত্তরি ত্যাগ কর যে সাধুবর পরিমিত মাংস তোমার গাত্র হইতে ছেদন করিয়া লইতে পারে।

লক্ষ. ধর্ম্মাবতার খতে লিখিতেছে যে বক্ষঃস্থল হইতে মাংস কাটিয়া লইব। বরং আপনি পুনর্ব্বার খত পত্র দেখুন যে বক্ষঃস্থলের নিকট হইতে কাটিয়া লইব ঠিক এই কথা লেখা আছে কি না। "যতো ধর্ম্ম স্ততোজয়" ধর্ম্মাবতার আপনকার জয় হউক। আমি বড় অন্যায়গ্রস্ত হইয়াছিলাম।

শাস্ত্রী. মাংস পরিমাণ করিবার তুল কোথা আন। ও ছুরিকা কই?

লক্ষ. ধর্ম্মাবতার সকলি প্রস্তুত রাখিয়াছি বরং এই
(ব্যগ্রতা দেখুন।
পূর্ব্বক)

শাস্ত্রী তবে এক্ষণে এক কর্ম্ম কর, যে এক জন। অস্ত্র বৈদ্য শীঘ্র এথায় ডাকিয়া আন যে গাত্রচ্ছেদন মাত্রে তাহার সুশ্রুষা করিতে পারে নচেৎ বণিক্‌বর সারা হইবেক। আর ইহাতে যে কিছু ব্যয় হইবেক তাহা নিষ্পত্তি পত্রে লক্ষপতি মহাজনের শিরে পড়িবেক।

লক্ষ. দোহাই ধর্ম্ম! দোহাই ধর্ম্ম! খতে এইরূপ ব্যয়ের কথা লেখা নাই।

শাস্ত্রী. হাঁ তা নাই বটে, কিন্তু তথাচ তুমি দয়া পূর্ব্বক ইহা অঙ্গীকার কর।

লক্ষ. না, খতে এই দয়া করিবার কথা নাই। আমি ইহা কদাচ স্বীকার করিব না।

শাস্ত্রী তবে চারু দত্ত, এই আসন্ন কালে আপন আত্মীয় বন্ধু বান্ধব গণের সঙ্গে সংমিলন কর, আর রোদন না করিয়া এই চরম কালে মধুসূদনের নাম কর যে চরমে মঙ্গল হইবেক কেননা আমি দেখিতেছি যে তোমার চরম কাল উপস্থিত হইয়াছে, সকলি অদৃষ্টায়ত্ত জানিবে, ইহাতে ক্ষোভ করা বৃথা।

পয়ার।

চারু. আইসহ প্রিয় সখা করি আলিঙ্গন।
জনমের মত দোঁহে করিহে মিলন ॥
বিষণ্ণ না হও চিত্তে শুন চিত্ত সখা।
আমার অদৃষ্টে ছিল এই মত লেখা ॥
বিধাতা করিয়া দৃষ্টি দরিদ্র উপর।

খণ্ডাইল সংসারের ক্লেশ বহুতর ॥
অর্থহীন নরের জীবনে কিবা কায।
অর্থ বিনা মান নাহি জগতের মাজ ॥
দরিদ্রের দীর্ঘ আয়ুঃ দুঃখের কারণ।
সেই দুঃখে বিধি মোরে করিল তারণ ॥
রাজ নন্দিনীরে মোর নমস্কার দিয়া।
আমার নিধন বার্ত্তা কবে বিবরিয়া ॥
তব প্রেমে বশ হয়ে প্রাণ দিনু দান।
প্রেয়সীরে এই বার্ত্তা কবে মতি মান ॥
সার্থক হইবে দেহ তোমার কার্য্যেতে।
শুধিব মিত্রের ধার শত্রুর করেতে ॥
সখার বিচ্ছেদে সখা নাহিকর খেদ।
চারু চিত্ত বিলাসেতে যদি হয় ভেদ ॥
এস এস লক্ষপতি লহ মোর প্রাণ।
মিত্রের ঋণেতে তবে হই পরিত্রাণ ॥
লহরে লহরে লক্ষ লহ তোর ঋণ।
মিত্রার্থে দিলাম প্রাণ আজি শুভদিন ॥

[এই স্থানে চিত্তবিলাসের অশ্রুপাত।

গদ্য।

চিত্ত. সাশ্রু-মুখে] হে প্রাণ সখে, আমি আপন প্রাণ দিয়া তোমা তুল্য প্রিয় সখার প্রাণ রক্ষা করিতে প্রস্তুত হই-য়াছি ইহাতে যদি লক্ষপতি অবরোধ না করে তবে আমি এইক্ষণে এই অনিত্য দেহপাত করিয়া হৃষ্ট-চিত্ত ও কৃতকৃত্য হইব।

শাস্ত্রী. তুমি কহিতেছ এতদর্থে তুমি স্বীয় প্রাণ পরি-ত্যাগ করিতে সম্মত আছ ইহাতে আমি তোমাকে অশেষ সাধুবাদ দিলাম। কেননা পরার্থে প্রাণের

যে নিয়োগ সে সার্থক ও শ্লাঘ্য বটে। তবে আমি এই কথা সংশয় করি যে পরার্থে দেহের নিয়োগ করিয়া তুমি পাছে ইহ পরলোকের সুখ, দুঃখ ভাগিনী আপন গৃহিণীকে দরিদ্রা কর। কেননা নারীর পতিই প্রাণ ধন, এই হেতুক এই ধনে নারীরা বঞ্চিতা হইলে সর্ব্ব ধনে আপনারদিগকে বঞ্চিতা বোধ করিয়া আশ্রয় বিরহে পতিপ্রাণা সতী শেষে ধনে প্রাণে নিধন হয়েন। দেখ “বিনা-শ্রয়ং ন জীবন্তি কবিতা বনিতা লতাঃ”। অর্থাৎ আশ্রয় না পাইলে কবিতা ও বনিতা ও লতা ইহারা তিষ্ঠিতে পারে না। অতএব তুমি পরার্থে দেহপাত করিলে তোমার গৃহিণী যে বিলাপ করিবেন তাহা মনে করিয়া আমি অন্তরে বিষণ্ণ হইতেছি। আরও দেখ “আত্মানং সততং রক্ষেৎ পশ্চাদ্দারান্ ধনৈ-রপি” অতএব অগ্রে ধন পরে দারা দিয়া আত্ম রক্ষা কর্ত্তব্য ইহাতেও যদি আত্ম রক্ষা না হয় তবে তাহার উপায় বিরহ।

চিত্ত, ধর্ম্মাবতার, বহু গুণ বিশিষ্টা সাধ্বী সুমতি যে দারা তাহাকে আপন ধন প্রাণ হইতেও আমি গরিয়সী বোধ করি কেননা পতিপ্রাণা পতিব্রতা পত্নীরা বহু বিপত্তি হইতে পতিকে রক্ষা করিতে সমর্থা হয়েন। এবং আমার প্রাণ হইতেও গুরুতরা যে সেই সাবিত্রী-সতী দারা তিনি আপন সত্য গুণে সেই সত্যবানের ন্যায় আমাকে বহু ব্যসনে রক্ষা করিয়েও করিতে পারেন, অতএব হে ধর্ম্মাবতার এমত দারাহারা হইয়া কাহারা অসার দেহ ধারণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন।

[এই স্থানে ভানুমতীর উপস্থান্য .

চিত্র. আহাঃ, এমত মিত্রের প্রাণ রক্ষার্থে দারা ধন ও প্রাণেরও নিয়োগ অবৈধ নহে! কেননা, এমত মিত্রই আত্মা বিশেষ, অতএব আত্মার রক্ষার্থে সঞ্চিতার্থাদি নিয়োগ করিবে। এই শাস্ত্র।

সুশীলা. সে বাস্তবিক বটে, কিন্তু অর্দ্ধ দেহত্যাগ করিয়া যদি কেহ বাঁচে, তবে তুমিও বাঁচিয়া আত্মার রক্ষা করিতে পার। তুমি যাহার পতি সে যুবতী অতি ভাগ্যবতী বটে, কেননা পরকার্য্যে পতি-প্রাণা-সতীকে নিয়োগ করে যে পতি সে অতি দয়ালু বটে, যাহাহউক তুমি পরার্থে পরোক্ষে আপন পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে প্রয়াস করিতেছ এই পরম মঙ্গল, নচেৎ প্রত্যক্ষে কহিলে কলহ হইতে পারিত।

লক্ষ. ইহারা কি নিলর্জ্জ পামর! বিচারালয়ে আপনাদের (নিঃশব্দে) ঘরের কথা লইয়া আমোদ করিতেছে। আমার কন্যাটা যদি আস্কুটীর ঘরে পড়িত সেও ভাল ছিল তবু এই বেটাদের হাত হইতে ত্রাণ পাইত।

(প্রকাশে) ধর্ম্মাবতার, “অশুভস্য কালহরণং” এই চিন্তায় অধমর্ণগণ অনর্থক কথোপকথনের দ্বারা অনর্থক কালহরণ ও বিচারের ব্যাঘাত করিতেছে। অতএব ধর্ম্মাধিপতে, দণ্ডাজ্ঞা করুন। যে এই দীন, স্বত্বসত্বা হইয়া আপনার গুণানুকীর্ত্তন করিতে২ ঘরে যায়। ও আপনকার ধীরতার ধীধী শব্দ নিরবধি ধীর গণেরা করিতে থাকেন।

শাস্ত্রী. তবে এক্ষণে এই বিচারাগারস্থ তাবল্লোকে মনোযোগ কর। আমি নিষ্পত্তি আজ্ঞা করি। এই ঋণ পত্রের লিখনানুসারে ও এই রাজ্যের রাজ বিধান ক্রমে এই চারু দত্ত বন্দীর গাত্রের অর্দ্ধসের মাংস এই লক্ষপতি আদ্দাদীর প্রাপ্য, এবং এই সাধুর সাধ্য আছে যে তাহা খাতকের বক্ষঃস্থল হইতে

কাটিয়া লইতে পারে। আমি এই আজ্ঞা করিলাম।

লক্ষ. ধন্য২ ধর্ম্মাধিপতি আপনি ধন্য। আমি কৃতার্থ (অত্যন্ত- হইলাম। বন্দী গলা তোল। আর রোদন করিলে সিতরূপে) কি হইবে। গণপতি রায়, আমার হস্তে ছুরি দেও, আর তুমি তুল ও বাটখারা লইয়া আমার কাছে বৈস। ধর্ম্মাবতার, তবে আজ্ঞা হয় ছেদন করি।

[ভানুমতী ভিন্ন বিচারাগারস্থ তাবতের অশ্রুপাত।

শাস্ত্রী. হাঁ স্বচ্ছন্দে ছেদন কর, কিন্তু ছেদন করিবার পূর্ব্বে এই দুই কথা মনে করিবা। প্রথম এই যে, তোমার খত পত্রে এই মাত্র নিয়ম আছে যে নিয়মিত কালে ঋণ পরিশোধ না হইলে খাতকের বক্ষঃস্থলের নিকট হইতে অর্দ্ধসের মাংস কাটিয়া লইবা, কিন্তু সরক্ত মাংস কাটিয়া লইবা এমত নিয়ম নাই। অতএব হে লক্ষরায় এইরূপ সাবধানে কাট, যে বণিকের কিছু মাত্র রক্তপাত না হয়, কেননা মাংসের ছেদনে রক্তপাত করিবার তোমার খতে কিছু মাত্র নিয়ম নাই, এই হেতু আমি আজ্ঞা করিলাম যে যদি এই বন্দীর অর্দ্ধসের মাংস ছেদন করিতে এক বিন্দু বা সর্ষপ পরিমাণেও রক্তপাত কর তবে তোমার যাবদীয় বস্তু সম্পত্তি রাজ বিধি ক্রমে রাজ কোষ ভুক্ত হইবেক। দ্বিতীয় এই যে তোমার খতে এই মাত্র নিয়ম আছে যে অর্দ্ধসের মাংস কাটিয়া লইবে, অতএব লক্ষরায় এই রূপ সাবধানে কাট যে নিয়মিত অর্দ্ধসেরের কথঞ্চিদ্রূপে ন্যূনাতিরেক না হয়। কেননা দেখ অধিক কাটিলে খতের নিয়মাতিরিক্ত হইবে বিশেষতঃ ঐ ছিন্ন মাংস বন্দীর গাত্রে পুনর্মিলন হইতে পারিবেক না, আর অল্প কাটিলে দ্বিতীয় বার কাটিতে

বন্দীর কষ্ট হইবেক বিশেষতঃ অর্দ্ধসেরের ন্যূন লওয়া খতের নিয়মানুযায়ী নহে। অতএব যদি এই বন্দীর অর্দ্ধসের মাংস ছেদন করিতে কেশার্দ্ধ পরিমাণে ন্যূনাতিরেক কর্ত্তন কর তবে রাজ বিধি ক্রমে তোমার প্রাণ দণ্ড হইবেক। অতএব যাহাতে এই দুই নিয়মের উল্লঙ্ঘন না হয় এমত সাবধান হইয়া কার্য্য করিবা।

চিত্র. আঃ সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন! সাক্ষাৎ রামচন্দ্র বিচারে আসিয়াছেন! হে নবীন প্রাড়্‌বিবাক, আমি কি স্তব করিয়া তোমাকে তুষ্ট করিব!

কহ লক্ষরায় এখন কি জন্য ইতস্ততঃ করিতেছ?

লক্ষ. (রুদ্যমান-রূপে.) যদি ব্যবস্থা এমতি হয় তবে আমার মাংস দণ্ডে প্রয়োজন নাই, আপনারদের স্বীকৃত লক্ষ টাকা আমাকে দেন। আমি খত খণ্ডন করিয়া চলিয়া যাই।

চিত্র. (ব্যগ্রতা পূর্ব্বক) এই ধর আমি লক্ষ মুদ্রা গণিয়া দিতেছি।

শাস্ত্রী. না, তাহা হইতে পারে না, কেননা উত্তমর্ণ একবার প্রকাশ্য বিচারে টাকা অস্বীকার করিয়াছে সুতরাং পুনর্ব্বার টাকার দাওয়া করিতে তাহার ক্ষমতা নাই, লক্ষরায় অতি সূক্ষ্ম বিচারের প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব তৎপ্রতি অতি সূক্ষ্ম বিচার হইবেক। লক্ষপতি তুমি গাত্র কাটিয়া লও।

চিত্র. আঃ! সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র বিচারে আসিয়াছেন। সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র বিচারে বসিয়াছেন! আহা, কি

উত্তম কথাটি, লক্ষপতি আমরা তোমাকে ধন্যবাদ করিলাম কেননা এই উত্তম কথাটি আমরা অগ্রে তোমার মুখেই শুনিয়া শিক্ষিয়াছি।

লক্ষ. যদি সম্পূর্ণ লক্ষ তঙ্কা না দেন, তবে বরং পঞ্চাশ সহস্র দিতে আদেশ করেন, যদি ইহাতেও মত না হয় তবে দয়া করিয়া আমার মূল ধন আমাকে দিতে কহেন যে তাহা লইয়া আমি আপন গৃহে চলিয়া যাই।

শাস্ত্রী. তুমি শুনিয়াছ যে এই কুটিল কালে কেহ দয়া না করিলে প্রায় কেহ দয়া করে না, তুমি রাজ বণিক্‌কে পূর্ব্বে দয়া কর নাই, এক্ষণে তুমি বিচারে দয়া প্রার্থনা করিতে পার না, অতএব ন্যায্য মতে তোমার প্রাপ্য যে অর্দ্ধ সের মাংস তাহাই কাটিয়া লও। কড়া কপর্দ্দক অর্থ পাইবা না। কেননা টাকা তুমি পূর্ব্বে অস্বীকার করিয়াছ ও কহিয়াছ যে তাহা লইলে তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে ও তুমি নরকে মজ্জিবে।

লক্ষ. তবে কি আমি আপন মূল ধনও পাইব না?

শাস্ত্রী. কদাচ নহে, কেননা টাকা তুমি অগ্রে অস্বীকার করিয়াছ এক্ষণ অর্দ্ধ সের মাংস বিনা বিধি মতে তোমার আর কিছু প্রাপ্তব্য নহে। তুমি আপন প্রাণ বাঁচাইয়া ঐ অর্দ্ধ সের মাংস কাটিয়া লও।

লক্ষ. তবে আমাকে অনুমতি দেন, যে বিদায় হইয়া গৃহে যাই।

শাস্ত্রী. না তাহাও হইতে পারে না, কেননা দেখ এই গুজরাট দেশে পূর্ব্বাবধি এই রাজ বিধি আছে যে যদি কোন ভিন্ন দেশীয় লোক বলে ছলে কি কলে কৌশলে বা ষড়যন্ত্র করিয়া এই স্বাধীন দেশের

কোন প্রজার প্রাণ নষ্ট করে বা করিতে বাসনা যা উদ্যম করে তবে ঐ ব্যবস্থানুসারে তাহার সর্ব্বস্ব রাজ কোষ ভুক্ত হইয়া অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তি তাহার অর্দ্ধাংশ পাইবেক ও বক্রী অর্দ্ধেক রাজায় অর্হিবেক। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মাধ্যক্ষের স্বেচ্ছা মতে ঐ অনিষ্টার্থির প্রাণ দণ্ড হইবেক। দেখ লক্ষপতি, তুমি চক্রান্ত করিয়া এই রাজ বণিক্ প্রতিবাদির প্রাণ লইতে উদ্যম করিয়াছ, কেননা ঋণের দশ গুণ তোমাকে অর্পণ করিলেও তুমি তাহা অগ্রে স্বীকার না করিয়া প্রাগুক্ত প্রতিবাদি প্রজার বক্ষঃস্থলের মাংস দণ্ড করণ ছলে, তাহার প্রাণ লইতে উদ্যোগ করিয়াছ। এ কারণ তোমাকে এই বিধির বিরুদ্ধাচারী বিধিবোধিত রূপে বোধ করিয়া তোমার সর্ব্বস্ব রাজ কোষ ভুক্ত করণের আজ্ঞা দিলাম। তোমাকে প্রাণে বধ করা না করার কর্তৃত্ব ধর্ম্মাধ্যক্ষের রহিল। আমার তদর্থে কোন মতামত নাই। তথাচ তোমার হিতার্থে এই যুক্তি দিতেছি যে তুমি পুটাঞ্জলি পূর্ব্বক ধর্ম্মাধ্যক্ষের চরণে শরণ লও আর কাকুক্তি পূর্ব্বক তাঁহার স্থানে ক্ষমা যাচ্ঞা কর, তাহাতে তোমার প্রাণ রক্ষা হইলেও হইতে পারে।

চিত্র. লক্ষপতি রায়, তোমার এক্ষণে মৃত্যু ভাল। তুমি গলায় দড়ি দিয়া মর। তোমার সর্ব্বস্ব রাজ কোষ ভুক্ত হইয়াছে যদি রজ্জু ক্রয় করিবার মূল্য না থাকে তবে আমরা আপন ব্যয়ে রজ্জু ক্রয় করিয়া দিব। আমার এই পরামর্শ।

গণপতি. আহা! আপনি কি দান শৌণ্ড গো! লক্ষপতি রায়, তুমি এই সকল টিট্‌কারিতে বিরক্ত হইও না, দেখ কথা আছে যে "মাতঙ্গ পড়িলে দরে, পতঙ্গ প্রহার করে।"

চিত্র. আ মরি তাই বটে, বেটা কি মাতাল রে!

ধর্ম্মা. এই সকল বাগ্‌বিরোধে প্রয়োজন নাই। শুন লক্ষ-
পতি রায়, আমি দয়া করিয়া তোমার প্রাণ দান
দিলাম। তোমার সমস্ত ধন সম্পত্তি রাজকোষ
ভুক্ত হইয়া তদর্দ্ধেক অন্যায়গ্রস্ত প্রতিবাদী পোত
বণিক্ পাইবেক ও বক্রী অর্দ্ধেক রাজায় অর্শি-
বেক। তোমার দুরাশা জন্য যে পাপ জন্মিয়াছিল
তাহার প্রায়শ্চিত্তের এই পণ জানিবা।

লক্ষ. ধর্ম্মাবতার, আপনি আমার প্রাণ দণ্ড করুন। আমি
ক্ষমা প্রার্থনা করি না, কেননা আপনি যদি আমার
গৃহের স্তম্ভ অর্থাৎ অবলম্বন কাড়িয়া লইলেন, তবে
ঘর কেবল শূন্যে তিষ্ঠিতে পারে না, এতাবতা
আমার সমস্ত অর্থ গেলে আমি কিসে অবলম্বন
করিয়া প্রাণ ধারণ করিব।
আপনি আজ্ঞা করিতেছেন আমার প্রাণ দান করি-
লেন, কিন্তু যাহাতে প্রাণ বাঁচিবে তাহা কাড়িয়া
লইতেছেন, তবে প্রাণ দান করা কি রূপে হইল
বুঝিতে পারিলাম না। বরং ইহাকেই প্রকারান্তরে
প্রাণ দণ্ড করা কহিলে কহিতে পারি।

শাক্ষী. চারু দত্ত বণিক্, তুমি এই লক্ষপতিকে কৃপা কর।

চিত্র. ধর্ম্মাবতার, ভবানুরোধে আমরা এই মাত্র উহাকে
কৃপা করিতে পারি যে উহাকে শূলে দিতে যে ব্যয়
হইবেক তাহার সম্পূর্ণ আনুকূল্য করিব।

চারু. ধর্ম্মাবতার, এইক্ষণে আমার এই নিবেদন যে লক্ষ
রায়ের অর্দ্ধেক ধন সম্পত্তি রাজ কোষ ভুক্ত হইয়া
বক্রী অর্দ্ধেক যাহা নিষ্পত্তি ক্রমে আমার প্রাপ্য
তাহা আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক এই নিয়মে পরিত্যাগ করি-
লাম যে লক্ষপতি ঐ অর্দ্ধেক বিভব জীবনকালে

ভোগ করত আপন অদিদানে তাহার শশি কন্যা ও চন্দ্রসেন জামাতা পাইবেক এমত নিয়মে দানপত্র এক্ষণে এই খানে লিখিয়া দেউক।

ধর্ম্মা. এই প্রস্তাব অতি ভদ্র বটে। তাহা লক্ষের অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য।

শাস্ত্রী. লক্ষপতি, তোমার ইহাতে মতামত কি তাহা আশু আমারদিগের গোচর কর।

লক্ষ. (রুদ্যমান রূপে) আমি সম্মত হইলাম, দানপত্র লেখ, আমি স্বাক্ষর করি। যদি অনুমতি হয় তবে আমি এক্ষণে বিদায় হই। দেখেন, আমি বড় ঘর্ম্মার্ত্ত ও পীড়িত হইয়াছি।

ধর্ম্মা. এই দানপত্রে স্বাক্ষর করিয়া তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর।

লক্ষ. যে আজ্ঞা ধর্ম্মাবতার, আমি অদ্যাই স্বাক্ষর করিব এক্ষণে বিদায় হই।

[লক্ষপতি রায় ও গণপতি রায়ের প্রস্থান।

ধর্ম্মা. কোটাল, লক্ষপতি রায়কে যাইতে দেও, আর নগরে কিসের কোলাহল হইতেছে তাহা জান।

কোটাল. ধর্ম্মাবতার, এই নবীন শাস্ত্রির সদ্বিচারে আবাল বৃদ্ধ বনিতা তুষ্ট হইয়া চারু দত্ত রাজ বণিকের মুক্তিতে সকলে উৎসব করিতেছে, এবং শাস্ত্রিবরের জয় ধ্বনি ও তৎকর্ত্তৃক দেশের কল্যাণ হওয়াতে সকলে প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া হরি ধ্বনি করিতেছে, অতএব এই শাস্ত্রিবরের গুণকীর্ত্তন ও হরি সংকীর্ত্তনের ধ্বনিতে নগরে ঈদৃশ "কোলাহল কুতূহলি" হইতেছে। শান্তি ভঙ্গের কোন শঙ্কা নাই।

ধর্ম্মা. এই উৎসবে আমারও এমত উৎসাহ জন্মিতেছে যে আমিও ঊর্দ্ধ বাহু পূর্ব্বক এই নবীন শাস্ত্রির গুণ সংকীর্ত্তন করি।

শাস্ত্রী. মহারাজ, আজ্ঞা হয় আমরা এক্ষণে বিদায় হই। কেননা বহু দূর গমন করিতে হইবেক। এখানে অবস্থান করিবার আমার অবকাশ কাল নাই, অতএব এইক্ষণেই যাত্রা করিব।

ধর্ম্মা. আমরা অতি খিদ্যমান হইলাম যে আপনকার এখানে তিষ্ঠিবার আর অবকাশ কাল নাই। অতএব হে চারু দত্ত রাজ বণিক্ও ত্বদীয় প্রিয়বান্ধব চিত্ত বিলাস, তোমারদের ত্রাতা এই নবীন পণ্ডিত ব্যবস্থাপক শিরোমণিকে যথা সাধ্য পরিতোষ কর, কেননা ইহাঁর অপূর্ব্ব বুদ্ধির প্রভাবে ও বিচারের পারিপাট্যে তোমরা ভদ্র দেখিলা নচেৎ বড় অকুশল হইত।

চারু. যে আজ্ঞা, ধর্ম্মাবতার।

[ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও রাজকর্ম্মচারিগণ ও কোটাল ও দণ্ডনায়কের প্রস্থান

চিত্ত. হে গুণময় নবীন ব্যবস্থাপক, তোমার কৃপায় আমরা সপরিবারে এই বিপদ সাগর হইতে উঠিয়া কূল পাইলাম। আপনি অনুকূল হইয়া আপনার আয়াস জন্য ঋণ পত্রে উক্ত এই দশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করেন।

চারু. যত কাল পর্য্যন্ত দেহে জীবন থাকিবেক তত কাল আপনকার মহতী বিদ্যার বন্দনা করিব ও বাধিত থাকিব।

শাস্ত্রী. আমার বিচারে আপনারা যে পরিতুষ্ট হইয়াছেন ইহাতেই আমি আপনাকে কৃত কৃত্য মানিলাম।

আপনারদের তুষ্টিই আমার লক্ষ লাভ। ফলতঃ আমি ব্যবস্থা দিয়া তদর্থে অর্থ গ্রহণ করি না। আমার এই নিয়ম আছে। অতএব হে চিত্ত-প্রফুল্লকারক চিত্তবিলাস, ইহাতে আপনি চিত্ত মালিন্য করিবেন না। যদিও আমি আকিঞ্চন বিহীন নহি বটে, তথাচ আমি অর্থের আকিঞ্চন করি না। আমার চিত্ত প্রফুল্ল ও চিত্তের বিলাস ও উল্লাস হইল সেই আমার সুখ।

চিত্ত. যদি আপনকার অর্থেতে অভিরুচি না হয় তবে স্মরণার্থে কোন উপঢৌকন গ্রহণ করেন। আপনি যদি ইহাও অস্বীকার করেন তবে হতভাগ্য আমরা অকৃতার্থ হইব, কেননা ভবদীয় কৃপায় এই ঘোর বিপদার্ণব হইতে আমরা উদ্ধার পাইয়া যে অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইয়াছি তাহাতে আপনকার নিগ্রহ জন্য বিষাদ উপস্থিত হইলে বুঝি আমারদিগের আবার দুরদৃষ্টক্রমে হরিষ বিষাদে কৌরব প্রধানের মৃত্যু ঘটিবে অতএব আপনি অনুকম্পা করিয়া কোন চিহ্ন গ্রহণে অনুমতি প্রদান করেন।

শাস্ত্রী. যদি আপনকার ঈদৃশ অভিমত হইয়াছে তবে আমি অবশ্যই কোন স্মরণার্থ চিহ্ন গ্রহণ করিব। যদি অনুকূল হয়েন তবে আপন হস্তে ধারণ করিয়াছেন যে দেদীপ্যমান ঐ হীরক অঙ্গুরী ঐটি আমাকে প্রসাদ করেন। যে আমি তাহা ধারণ করিয়া আজীবন স্মরণ করিব আর আপনি যে ইদানীং ভূয়োভূয় আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন ইহাতে আমার বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতেছে যে আমি আপনকার কথঞ্চিদ্রূপে স্নেহার্হ হইয়াছি, যদি এমত হয় তবে প্রিয় চিহ্ন আমাকে অর্পণ করিতে যোগ্য হউন নচেৎ বিদায় দেউন আমি গৃহে যাই।

চিত. হে নবীন শাস্ত্রি, এই মূল্যবতী অঙ্গুরীর অপেক্ষা না করিয়া চিহ্লান্তর অভিলাষ কর, কেননা পরম প্রেয়সী দত্তা এই প্রিয়াঙ্গুরী আজীবন আপন করে ধারণ করিবার কারণ ঐ রাজকিশোরীর অঙ্গ স্পর্শ পূর্ব্বক সুকৃতি করিয়াছি, অতএব এই অঙ্গুরীর পার্থক্যে ঐ অতি বড় সুকৃতি হইতে আমার নিষ্কৃতি হইবে না। বরং বীরবর তনয়া অভিমানিনী হইয়া কহিবেন যে আমি তদ্দত্তাঙ্গুরীয়ক অন্য নারীকে অর্পণ করিয়াছি। আমি সেই চিন্তায় বিষণ্ণ হইতেছি।

শাস্ত্রী. আপনকার অত্যভিলাষ বুঝিয়া আমি তৃণ হইতেও লঘুতর হইয়া অঙ্গুরী যাচ্ঞা করিলাম, এক্ষণে আপনি সামান্য যাচককে যে রূপ অকৃতার্থ করিতে হয় তাহা করিয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতেছেন, ইহাতে আমি খিদ্যমান নহি, কেননা যাচকের মান কোথায়। আর আমা কর্ত্তৃক আপনকার যে সুসার হইয়াছে ইহা যদি ভবদ্‌গৃহিণী রাজনন্দিনী জ্ঞাতা হয়েন তবে এই অঙ্গুরীর বিচ্ছেদ জন্য আপনকার সহিত চির বিচ্ছেদ করিবেন না। যাহা হউক আমরা বিদায় হইলাম, অঙ্গুরী আপনকার করে চির দিন শোভাকরী হউক।

[ভানুমতী ও সুশীলার প্রস্থান।

চারু. সখে, আমরা আপনারদের ভ্রাতাকে ঈদৃশী অকৃতার্থ করিয়া ভাল করিলাম না, ভাগ্যে যাহা থাকে শেষ হইবেক। আপনি এক্ষণে মিত্র চিত্রসেনকে অঙ্গুরী দেন যে সখা সত্বরে নবীন শাস্ত্রীর পশ্চাতে গমন করত এই হীরক অঙ্গুরী তাঁহাকে অর্পণ করিয়া আইসেন।

চিত্র. ভাল এই হউক, "যদ্ভবেত্তদ্ভবিষ্যতি" শেষ ভাগ্যে যাহা থাকে হইবেক। হে প্রিয়তমা অঙ্গুরী তুমি করান্তরে শোভাকরী হও, আমি অগত্যা তোমার সহিত বিচ্ছেদ করিলাম বিপদ পড়িলে তোমাকে স্মরণ করিব।

[চিত্তবিলাস চিত্রসেনের হস্তে অঙ্গুরী অর্পণ করেন।

চিত্র প্রাণের বিচ্ছেদ না হইয়া অঙ্গুরীর বিচ্ছেদ হইল, অতএব সখে প্রাণ হইতেও গুরুতর ধন তুমি অদ্য আমার হাতে হারাইলা।

[চিত্রসেনের প্রস্থান।

চিত্ত সখে চারু দত্ত, এক্ষণে এখানে কাল হরণ করা ক্লেশকর বোধ হইবেক। অতএব এমত আয়োজন কর যে আমরা কল্য প্রত্যূষে উভয়ে উজ্জয়িনী যাত্রা করিতে পারি।

[চিত্তবিলাস ও চারু দত্তের প্রস্থান।

নবম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি গুজরাট নগর, রাজপথ।

পূর্ব্বোক্ত ছদ্মবেশে ভানুমতী ও সুশীলার প্রবেশ।

গদ্য।

ভানু. সুশীলে, এই স্থানপত্রে চন্দ্রসেন ও শশিমুখীর মহোৎসব হইবে। অতএব আমারদের আগমনে স্বজন

গণের কত কুশল হইল তাহা সজনি বিবেচনা করিয়া দেখ।

সুশীলা. হে কল্যাণি রাজনন্দিনি, মঙ্গলগ্রহের সঞ্চারের ন্যায় যে তোমার গতি তাহা অবশ্যই মঙ্গলকারিণী হইতে পারে। ঐ গ্রহদেবতার সঞ্চারে যেমত বারির সঞ্চার হইয়া জগতীতল শীতল, ও শস্যের মঙ্গল, ও জন পদের কুশল হইতেছে, আপনার সঞ্চারও জগতের এইরূপ কল্যাণার্থ হউক।

চিত্রসেনের প্রবেশ।

চিত্র. হে শাস্ত্রীবর ক্ষণেক, অপেক্ষা করিয়া চিত্তবিলাস প্রেরিত এই অপূর্ব্ব অঙ্গুরী গ্রহণ কর। তাঁহার অভিলাষ যে আপনারা অদ্য রাত্রি তথায় যাপন করেন।

ভানু. আমি হস্তান্তরে তৎসখার এই অঙ্গুরী গ্রহণ করিলাম ও এই অপূর্ব্ব প্রসাদ জন্য চিত্তবিলাসকে অগণ্য ধন্যবাদ করিলাম। আমরা সত্বরে গৃহে গমন করিব, অতএব অবস্থানের যে অনুরোধ তাহা হইতে আপনি আমারদিগকে অব্যাহতি দেন। আর অনুগ্রহ করিয়া আমার মসীজীবীকে লক্ষের ভবন দেখাইয়া দেন যে তাহার কৃত দানপত্রে তৎস্বাক্ষর হইতে পারে।

চিত্র. আপনকার যেমত অভিমত তাহাই হউক। আইস, লক্ষপতির গৃহ দেখাইয়া দিব।

সুশীলা, (বিরলে) আমিও বিবাহ কালে এই পতিকে যে অঙ্গুরী দিয়া যাবজ্জীবন ধারণ করিতে স্বীকৃতি করাইয়াছি, কৌশলক্রমে তাহা ইহার স্থানে হরণ করিব মনেং এই যুক্তি করিয়াছি।

ভানু. আহা, যদি তাহা পার তবে কি না কর। কেননা (বিরলে) চাতুরী করিয়া অঙ্গুরী হরিয়া আমরা ঘরে বসিয়া ভাল রঙ্গ করিব। আর গোপনে অঙ্গুরী অঙ্গে রাখিয়া অঙ্গুরীর তরে এমত কপট মানন্তরে মানিনী হইব যে সমস্ত যামিনী সাধিলেও কামিনী ভামিনী থাকিবেক। অতএব হে চিত্রসেন রমণি, যদি অভিমানিনী হইয়া যামিনীতে প্রাণ পতির সাধ্য সাধনা রূপ সুখের লালসা কর, তবে চতুরা রমণীর ন্যায় বাক কৌশল করিয়া স্বামির প্রিয় চিহ্নাপহরণ করিতে যোগ্যা হও। আর এক্ষণে এমত ত্বরা কর যে আমরা ইহাঁরদের অগ্রেই গৃহে উত্তীর্ণ হইতে পারি নচেৎ হিতে বিপরীত হইবেক।

সুশীলা. তবে চিত্ত সখে, আপনি আমার সঙ্গে চলুন লক্ষের ঘর দেখাইয়া দিবেন।

চিত্র. চলুন, (সুশীলার রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া প্রণয়ে জিজ্ঞাসা করিল) কই আপনি তো কোন প্রার্থনা করিলেন না কিন্তু আপনার পরিশ্রমের গুণে আমারদের সকল মঙ্গল হইল।

সুশীলা. আমি অন্য প্রত্যাশা রাখি না যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আপনি কেন আপনার অঙ্গুরীটি আমাকে দিউন না, যে আমরা উভয়ে তুল্য রূপ সন্তোষে স্বদেশে গমন করি।

চিত্র. ভাল চিত্তবর তো অঙ্গুরী দিয়াছেন তবে আমিও (চিন্তিত কেন দিই না। চিত্তে) এই গ্রহণ করুন।

[সুশীলা হরষে অঙ্গুরী গ্রহণ করিল, পরে চিত্রসেন তাঁহাকে লক্ষের গৃহ দেখাইল।

[ভানুমতী ও সুশীলা ও চিত্রসেনের প্রস্থান।

ও

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি উজ্জয়িনী রাজবাটি সমীপস্থ উপবন।

শশিমুখী ও চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

মালঝাঁপ।

চন্দ্র. দেখ আসি, শোভা রাশি, পৌর্ণমাসী, ধনি।
হের শশি, কাছে বসি, প্রাণ শশি, মণি॥
সুধাকরে, সুধাক্ষরে, স্মর স্মরে, মরি।
অঙ্গ স্মরে, কর অরে, স্নিগ্ধ করে, ধরি॥
মনোলোভা, হের শোভা, কত শোভা, ধরে।
হৃষ্ট মন, বিলক্ষণ, তরুগণ, করে॥
সরোবর, মনোহর, শশধর, করে।
করে জল, টলটল, শতদল, ভরে॥
ত্বরাত্বরি, করে করি, মোরে ধরি, লহ।
হায় শশি, শুন শশী, কেন বসি, রহ॥
হের থর, থরথর, কলেবর, কাঁপে।
থর থর, অঙ্গবর, স্থির কর, চাপে॥
গুণমণি, প্রাণ ধনি, চন্দ্রাননি, প্রাণ।
ধরি জোরে, কহি তোরে, কর মোরে, ত্রাণ॥
তার সাক্ষি, কমলাক্ষি, তব আঁখি, আগে।
রসবতী, লয়ে পতি, ভুঞ্জে রতি, রাগে॥
সরোবরে, ইন্দীবরে, নেত্র পরে, ধর।
দেখি সুখী, শশিমুখি, মোরে সুখী, কর॥
নিতম্বিনি, বিষাদিনী, কুমুদিনী, মুখ।
মর্ম্ম রাখে, হেরি নাথে, মনে আছে, সুখ॥

প্রেম ভরে, পিক করে, মধুস্বরে, ধ্বনি।
কর ত্রাণ, রাখ প্রাণ, শুন প্রাণ, ধনি॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

শশি. নিশি নহে অবসান, কেন বা অস্থির প্রাণ,
প্রাণ নাথ কেন ভাব মিছে২
হেরি কুমুদিনী সুখ, মনে কেন ভাব দুখ,
সুখে দেখ দুঃখ পিছে২॥
নাথের বিরহ তাপ, তাহে তপনের তাপ,
দুই তাপে তাপিতা হইয়া।
অঙ্গ ডুবাইল জলে, তাহাতেও অঙ্গ জ্বলে,
অঙ্গ নাথে চক্ষে না হেরিয়া॥
প্রাণ নাথে নাহি দেখি, কত দুখ দেখ দেখি,
দুঃখেতে মুদিল তার আঁখি।
উদয় হইল শশি, কুমুদ আনন্দে বসি,
মেলাইছে আঁখি দূরে থাকি॥
সুখের নাহিক লেশ, পদ্মিনীর হের ক্লেশ,
মত্ত করি করে টানে তারে।
উন্মত্ত কুঞ্জর জাতি, সবল অবলা খ্যাতি,
প্রবল পুরুষে কেবা পারে॥
নাথের হেরিয়া মুখ, দিবসে ভুঞ্জিল সুখ,
যামিনীতে হৈলা বিরহিণী।
হৃদয়ে ভাবিয়া দুখ, মুদিল কমল মুখ,
সুখে দুঃখে বঞ্চে কমলিনী॥
কোকিলার ঝালাপালা, কভু লাগে কর্ণে ভালা,
জ্বালা হৈলা শুনি তার স্বর।
ধৈরজ আছিল যাহা, কোকিল নাশিল তাহা,
কুহু স্বরে কৈল জর জর॥
নিশাযোগে চক্রবাকী, প্রাণ নাথে নেত্র রাখি,
থাকি নদী তীর পাশি পারে।

বিরহে দহিছে অঙ্গ, না পাইয়া নাথ সঙ্গ,
দুই পারে মুখামুখী করে ॥
ভ্রমরার নাহি লাজ, রাত্রি দিন তার কায,
সদা ব্যস্ত মকরন্দ হেতু।
পদ্মিনী কেমনে সহে, রাত্রে আঁখি মুদি রহে,
তবু নাহি ছাড়ে মীন কেতু ॥
ক্ষুধিত চকোর যারা, সুধাকর খোঁজে তারা,
সদা লুব্ধ সুধার লাগিয়া।
তপন দহন দাহে, শীতল হইতে চাহে,
চাঁদ পানে তাকিয়া থাকিয়া ॥
পুরুষ পরশমণি, রমণীর শিরোমণি,
গুণমণি না ভাব বিষাদ।
উতলা না হও স্বামি, হৃদয়ে রাখিব আমি,
হৃদি মধ্যে না গণ প্রমাদ ॥
তরুণ তরুণী আমি, রতির মদন স্বামি,
তরুণীরে নাহি দেও তাড়া।
নিকটে না যাব তবে, প্রাণ নাহি দেহে রবে,
রতি তবে কামে হবে ছাড়া ॥
কমল কোরক পরে, অলি নাহি বল করে,
অলি ভাবে কলিতো আমার।
ফুটিলে ভুঞ্জিব মধু, এই ভাবি তার বঁধু,
কলিকার না করে সংহার ॥
ব্যস্ত কেন হও প্রাণ, সময়ে তুষিব প্রাণ,
প্রাণপণে যতনে রাখিব।
শীতল শশির করে, শীতল হইবে পরে,
কুল ভরে আমোদে থাকিব ॥

দুলালের প্রবেশ।

গদ্য।

চন্দ্র. কও দুলাল সম্বাদ কি?

দুলাল. সম্প্রতি দূত আসিয়া কহিল যে দেবালয় হইতে যোগিনী রূপা সুশীলা সখীকে সঙ্গে করিয়া আমার-দের মা লক্ষী অর্থাৎ লক্ষ্মী মা ঘরে আসিতেছেন।

শশি লক্ষ্মী মা ঘরে আসিতেছেন আমারদের দুঃখ যাইবে, কিন্তু মাধব না আইলে আমারদের ঘর পূর্ণ হইবে না।

দুলাল. মাধব কুঞ্জের বাহিরে গিয়াছেন, মার আগমন হই-লেই বাপের আগমন হইবেক। আর যদি তোমার অক্রূর লক্ষপতি পিতার চক্রে পড়িয়া মথুরা গিয়া থাকেন তবে তাঁহার আসার আশা করা মিথ্যা।

চন্দ্র. না দুলাল, আমি জনশ্রুতিতে বোধ করিতেছি যে তথায় ভদ্র হইয়াছে, ভাবনার বিষয় নহে।

সুলোচনার প্রবেশ।

সুলোচনা. দূত আসিয়া কহিল যে দেবালয় হইতে রাজনন্দিনী প্রত্যাগমন করিতেছেন। অতএব হে সজনি শশি-মুখি, চল আমরা যাইয়া কুমারীর তৃপ্ত্যর্থে যথা-যোগ্য আয়োজন করি।

শশি এই হউক, আপনি অগ্রে গমন করুন, আমি অনু-গামিনী হইব।

[দুলাল ও সুলোচনার প্রস্থান।

চন্দ্র. হে প্রেয়সি শশি, তুমি অনেক অন্তঃপটে যাও দেখ জনেক রাজ দূত লিপি সহ আমার অভিমুখে আসি-তেছে।

শশি- এই দৌত্য কর্ম্মে যে জন আসিতেছে ইহাকে দেখিয়া আমার মনে হইতেছে যে ইহার অন্তরে কোন কুশল বার্ত্তা অবস্থান করিতেছে কেননা ইহার প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া আমি অন্তরে প্রফুল্লা হইতেছি।

[যবনিকা মধ্যে প্রবেশ।

দূতের প্রবেশ।

দূত. ঠাকুর নিবেদন, মহারাজ চিত্তবিলাস স্বীয় মিত্র চিত্রসেন ও চারুদত্ত প্রিয়সখা সমভিব্যাহারে কল্য দিবা ভাগে কি নিশিযোগে ভবনে আগমন করিবেন আর তত্রস্থ তাবন্মঙ্গল তদর্থে উৎকণ্ঠিত নহিবেন। সম্প্রতি তৎপ্রেরিত এই সংক্ষেপ লিপি পাঠ পূর্ব্বক বৃত্তান্তাবগত হউন।

[চিত্তবিলাসের লিপি অর্পণ পূর্ব্বক দূতের প্রস্থান।

চন্দ্র. এই সন্দেশ রসাস্বাদনে, হে শশি বদনে, আমি এমত পরিতুষ্ট হইলাম যে বাক্ কৃপণ এই ক্ষুদ্র পত্রিকার প্রত্যেক বর্ণ আমি একং রত্ন বোধ করিয়া অতি যত্ন পূর্ব্বক এই রত্ন গর্ভার বচনার্থকে স্বীয় দেহ সম্পুটে আশ্রয় দান করিলাম।

শশি. তবে ঐ অর্দ্ধেক রত্ন আমার ইহা নিশ্চয় জানিও। আর স্বৎসঙ্কিতার্থে আমি অধিকারিণী কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ।

চন্দ্র. হে প্রিয়ে ইহাতে সংশয় নাই, কেননা আমা কর্ত্তৃক উপার্জ্জিত যে ধন তাহাতে আমার দেহার্দ্ধ রূপে তোমার প্রনার্দ্ধ থাকায় অর্দ্ধার্থে তোমার স্বত্ব আছে, এবং প্রাণেশ্বরী সম্বন্ধে বকী অর্দ্ধেকেও অধিকারিণী বট, এতাবতা হে বিধু বদনে, আমার সর্ব্বস্বেতে তুমি, আপনাকে সর্ব্বেশ্বরী জ্ঞান কর। আর এক্ষণে চল,

আমরা নিকুঞ্জ হইতে রাজ নিকেতনে গিয়া উচিত বিধানে চিত্ররাজের ও রাজনন্দিনীর আগমনের প্রাক্কালিক মঙ্গলাচরণ করি।

শশি. আমি বুঝি যে রাজনন্দিনীর শুভাগমনের কাল সন্নিকট হইয়াছে, কেননা দেখ এই অট্টালিকা এমত আলোকময়ী হইয়াছে যে তাহাতে ক্ষপাকরের কিরণ মলিন হইয়া তাঁহার আলোক আরও দেদীপ্যমান করিতেছে, এবঞ্চ অট্টালিকার অন্তর্বর্ত্তিনী রাত্রিকে দিবা প্রায় মানিতেছি, আর সুমধুর বংশী ধ্বনি আমার কর্ণের মোহিনী হইতেছে। নিকুঞ্জে সেবকেরা স্থানে২ কদলী বৃক্ষ রোপণ করিতেছে, এবং কুসুম কাননস্থা নারীরা সারি সারি জল পুর্ণ কলসোপরি আম্রশাখা সারি দিতেছে। এই সমস্ত রাজনন্দিনীর আশু আগমনের প্রতিপাদ্য বুঝিলাম। অতএব হে নাথ আরও কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা কর আমরা অগ্রসর হইয়া আমারদের পরম শুভানুধ্যায়িনী সেই রাজনন্দিনী কল্যাণীর সহ পথে সংমিলন করিতে পারি।

চন্দ্র. এই যুক্তি যুক্ত বটে।

শশি. সম্প্রতি হে প্রাণপতে, এই সুমধুর বংশী ধ্বনি শুনিয়া আমার অঙ্গ পুলকে পূর্ণিত ও মনঃ প্রফুল্ল হইল। দেখ সেই ব্রজাঙ্গনাগণের প্রাণ রূপ যে সেই বংশী বদন তাঁহার বদনে বংশী ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ঐ প্রেম পরায়ণা রসিকাগ্রগণ্যা গোপাঙ্গনারা যে ব্যস্ত হইতেন ইহা আশ্চর্য্য নহে। গোষ্ঠ মধ্যে এই বেণু শুনিয়া ধেনুগণ যে ঊর্দ্ধকর্ণা নির্নিমেষাক্ষী হইবে তাহাও বিচিত্র নহে, আর বংশী ধ্বনি কর্ণে শুনিয়া যে রতিরজা ব্রজ কামিনীরা কুল মানে জলাঞ্জলি দিয়া ও সংসারের কষ্ট নষ্ট

করিয়া হৃষ্ট মনে শব্দান্বেষণে নিকুঞ্জ বনে ভ্রমণ করিতেন ইহাও চমৎকারী নহে, এবং এই বংশীর গান শুনিয়া গিরিগণ যে আনন্দে নৃত্য করিবে ইহাও অলীক নহে, কেমনা এই সামান্য বংশীর গানেও দেখ আমাকে প্রাণে মোহিতা করিতেছে।

দীর্ঘ চতুষ্পদী।

চন্দ্র. বংশির মোহিনী ধ্বনি, বাদ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠগণি,
শুনি তাহা সুবদনি, পুলকিত নহে যার মন।
চৈতন্য নাহিক যার, স্তব করে সাধ্য কার,
পাষাণহৃদয় তার, ব্যাধ মধ্যে গণ্য সেই জন॥
দয়া যারে পরিহরে, ধর্ম্ম নাহি কলেবরে,
তারে কেবা আর্দ্র করে, সেই নর পাষাণহৃদয়।
গানে হৃষ্ট নহে যারা, শ্রবণে বধির তারা,
জীবনে চৈতন্য হারা, মোহনে মোহিত নাহি হয়॥

গদ্য।

শশি. সম্প্রতি দেখ, রাজতনয়া নিকটবর্ত্তিনী হইলেন।

ভানুমতী রাজ কন্যা ও সুশীলা সহচরীর
কিয়দ্দূরে প্রবেশ।

পয়ার।

ভানু. অনেক প্রাসাদ শোভা দেখ সহচরি।
আলোকে হইল প্রায় দিবস সর্ব্বরী॥
পৌর্ণমাসী শশির কিরণ মনোলোভা।
জ্যোতিতে মলিন কৈল সে শশির শোভা॥
আলোকে যেমত করে অন্ধকার নাশ।
এই মত কীর্ত্তি করে যশের প্রকাশ॥
প্রবল বায়ুতে করে দীপের সংহার।
চিরজীবী হয় সেই কীর্ত্তি আছে যার॥

প্রস্ফুটিত পুষ্প তুল্য কীর্ত্তিরে জানিবে।
সুখ্যাতি সমীর তার বাস বিস্তারিবে॥
অতএব মন্ত্রী বালা যশে দেহ মতি।
মহী পরে কীর্ত্তি যার সেই সে জীবতি॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

সুশীলা. মধুর বংশির ধ্বনি, নিকুঞ্জে পিকের স্বনি,
সুবদনী শুন দিয়া কাণ।
বেণুর মোহন স্বর, পিকের পঞ্চম স্বর,
দুই স্বরে স্মরে জ্বরে প্রাণ॥
বিরহিণী নারী যারা, প্রাণ হীন দেহাকারা,
সারা হয় তারা পঞ্চশরে।
মলয়া সমীরবর, দেহ করে জ্বর জ্বর,
খরতর স্মরাগ্নিরে করে॥
দহিলে দহিলে প্রাণ, বিচ্ছেদে দহিলে প্রাণ,
বিরহে নাশিলে প্রাণনাথ।
বিরহিণী আর্ত্তনাদ, বিরহির বিসম্বাদ,
কাণে ধ্বনি বাজয়ে নির্ঘাত॥
বসন্তে বিরহ জ্বালা, অন্তরে না সহে বালা,
সহে যার কপাল বিগুণ।
যে আগুনে প্রাণ দহে, সে আগুন কেবা সহে,
আগুনের কপালে আগুন॥
এ বার আইলে নাথ, মিলিব প্রাণের সাথ,
দেহ প্রাণে রব এক ঠাঁই।
প্রাণে যদি ছাড়ে দেহ, প্রাণ সহ যাবে সেহ,
দেহ প্রাণে ছাড়াছাড়ি নাই॥

পয়ার।

ভানু. ভূতলে ভ্রমিছে শশি হেরে শশিমুখি।
মিলন করিতে বুঝি আছে শশিমুখি॥

ধরিয়া নাথের কর বরাননী ধনী।
পথ পানে চাহি আছে চন্দ্রের রমণী॥

চামর ছন্দ।

সুশীলা. চন্দ্র নটবর, ধরি শশি কর, নেহালিছে ঘন।
মৃদুহাসে ধনী, হের চন্দ্রাননি, তার সুবদন॥
হয়ে অগ্রসর, আছে চন্দ্র বর, লইতে তোমায়।
ঢাক চন্দ্রানন, চন্দ্র আগমন, হইল হেথায়॥

পয়ার।

শশি. নিকটে আইল দেখ চিত্তের মোহিনী।
আগে করি সম্বোধন শুনি গে কাহিনী॥
জিজ্ঞাসিব শুভ বার্ত্তা পথের কুশল।
আপন কুশল আর চিত্তের মঙ্গল॥

ভানু. আমরা কল্যাণে আছি শুনহ কল্যাণি।
তোমার কুশল কহ শশি সুবচনী॥
পতির কুশল কহ গৃহের মঙ্গল।
চিত্তের সম্বাদ কহি কর সুশীতল॥
কবে বা আসিবে নাথ কি শুনেছ ধনি।
সম্বাদে সন্তোষ মোরে কর সুবদনি॥
নাথের কুশল হেতু শঙ্করে পূজিনু।
তাঁহার প্রসাদে শূলপাণিরে দেখিনু॥
সহস্র কণক চাঁপা দিয়া বিশ্বনাথে।
গঙ্গা জল বিল্বদলে পূজি যোড় হাতে॥
নাথের মঙ্গল হেতু চাহিলাম বর।
স্বপ্নান্তরে মোরে বর দিলা দিগম্বর॥
প্রত্যাদেশে ত্রিপুরারি প্রাণ দিল করে।
নাথের কুশল হবে যাহ বালা ঘরে॥

শশি. পুরে এসো রাজবালা সকল মঙ্গল।
তোমার বিচ্ছেদ মাত্র ছিল অকুশল॥
চিত্তের মঙ্গল শুন রাজার নন্দিনী।
বিচারে পাইল জয় শুনি কুশলিনি॥
প্রিয় চারুদত্ত আর চিত্রসেন বয়
দুই সখা সহ চিত্ত আসিছেন ঘর
কালি তব নাথ সহ হইবে মিলন॥
অন্তরে হইবা সুখী দেখিবা যখন॥
শ্রান্তি দূর হবে গৃহে চল রাজসুতা।
শ্রী অঙ্গে বহিছে স্বেদ্ উজ্জ্বল মুকুতা॥
রাকা মুখী দেখ মুখে ঘর্ম্ম বিন্দুচয়।
পূর্ণ শশি ঘেরি যেন তারার উদয়॥
রথের হেলনে শ্রান্তি হৈল বহুতরা।
চল চল নিকেতনে চিত্ত মনোহরা।

[ভানুমতী ও সুশীলা ও শশিমুখী ও
চন্দ্রসেনের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি উজ্জয়িনী রাজ বাটীর অন্তঃপুর।

ভানুমতী ও সুশীলা ও সুলোচনা ও
শশিমুখীর প্রবেশ।

একাবলী ছন্দ।

ভানু. কহ সুলোচনে কুশল বাণি।
নাথের সম্বাদ কিছু না জানি॥
আজি আসিবেন শুনিনু হেথা।
বিচারে বিজয় হইল সেথা॥

শশিমুখী সখী কহিল কথা॥
দূতে আসি নাকি দিল বারতা।
কেমন বিচার করিল রায়?
কিসে এড়াইল লক্ষের দায়॥
বিবরিয়া সব কহ সুমুখি।
শুনিয়া পরাণে হইব সুখী॥

দুলালের প্রবেশ।

দুলাল. শুন লক্ষ্মী ঠাকুরাণি। শুন লক্ষ্মী ঠাকুরাণি।
ঠাকুর আইলা ঘরে হের মহেন্দ্রাণি॥
দেখ মনের হরিষে। দেখ মনের হরিষে।
চারু মিত্র আর চিত্র মিত্র অনিমিষে॥
দিতে আইনু সম্বাদ। দিতে আইনু সম্বাদ।
বার্ত্তা শুনি ঠাকুরাণী ত্যজিবে বিষাদ॥
পাব শিরোপা সুন্দর। পাব শিরোপা সুন্দর
দেশে যাব যশ গাব প্রতি ঘরে ঘর॥

ভঙ্গ পয়ার।

ভানু. শুনি হৈনু পরিতোষ।
তোমারে শিরোপা দিয়া করিব সন্তোষ॥
লহ সুবর্ণের হার।
শোভিলে তোমার গলে শোভা হবে তার॥
তুই পতির বিশ্বাসী।
হিত করিবারে তোর আমি অভিলাষী॥
সখী শুন সুলোচনা।
সুবর্ণের হারে এরে কর সুখী মনা॥

দ্বিপদী।

সুশীলা. পতির বারতা, আনিয়াছ যথা।
নহিবে অন্যথা, কুমারীর কথা॥

ধর পুরস্কার, স্বর্ণ ময় হার।
হবে শোভা তার, অঙ্গেতে তোমার॥
চিকণ বরণ, মনের মতন।
হেররে শোভন, দুলাল সুজন॥
যেন ক্ষণ প্রভা, এই হার শোভা।
হের তার আভা, কিবা মনোলোভা॥
হৃষ্ট হয়ে মনে, যাবে নিকেতনে।
দিয়া প্রিয় জনে, দেখিবা নয়নে॥

চিত্তবিলাস ও চিত্রসেনের প্রবেশ।

[রাজকুমারী ও চন্দ্রসেন ও শশিমুখী ও সহচরী-
গণের যবনিকা মধ্যে প্রবেশ।

গদ্য।

চিত্ত. হে প্রেয়সি সুমতি ভানুমতি, তোমার শ্রী মুখের কিরণ না হেরিয়া আমরা ইদানীং যেন রসাতলে বাস করিতেছিলাম, এক্ষণে তোমার শুভ্রাঙ্গের কর নিকর হেরিয়া আর তোমার শুভ্র কমল কর করে করিয়া আমি সপ্ত স্বর্গের ফল লাভ করিলাম, অতএব হে কমল নয়নে এক্ষণে তোমার কুশল কহিয়া আমাকে প্রফুল্ল কর।

ভানু. হে নাথ, তোমার বিচ্ছেদ রূপ বৃশ্চিকের দংশনে আমরাও অত্যন্ত কাতরা ছিলাম, ইদানীং সংমিলনে সুশীতল হইলাম, কেননা তোমার সুধাময় বাক্য রস কর্ণ পথে পান করিলে কোন্ জ্বালার নিবারণ না হয়? এক্ষণে তত্রস্থ কুশল ও মিত্রের মঙ্গল কহিয়া আমাকে চরিতার্থ কর। আর এ সেবিকার কারণ উৎকণ্ঠিত হইবেন না, কেননা সর্ব্ব সুখপ্রদ সর্ব্বময় স্বামির স্বাচ্ছন্দ্যে দাসীগণের মঙ্গল নচেৎ অনুচরীদিগের মঙ্গল কোথায়।

চারুদত্তের প্রবেশ।

চিত্ত. সম্প্রতি দৃষ্টি কর চারুদত্ত মিত্রবর আসিতেছেন।

চারু. সখে আমি রাজনন্দিনী দর্শনকারিত হইয়া চরিতার্থ হইলাম, কেননা জগদ্ব্যাপিকা তাঁহার দয়া ও দান-শৌণ্ডতা শ্রবণে শ্রবণে, তদ্দর্শনে মানস লসিত হইয়াছিল, এক্ষণে নয়নের সার্থক হইয়া শ্রবণ ও নয়নের বিবাদ ভঞ্জন হইল।

সুশীলা. হে সখে, কুমারীও তদ্দর্শনে পরিতুষ্টা হইলেন, বিশেষতঃ এ নিকেতনে আপনকার আগমন হওয়াতে আমরাও আপনাদিগকে ভাগ্যবতী মানিলাম, এক্ষণে তত্রস্থ মঙ্গল কহিয়া আমারদিগকে হৃষ্ট চিত্তা করুন।

চারু. হে কুরঙ্গ নয়নে, শশি বদনে, তোমারদিগের দর্শনেই আমারদের সকল মঙ্গল। নচেৎ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিদিগের আর মঙ্গলেচ্ছা কি আছে।

ভানু. হে নাথ এক্ষণে তত্রস্থ কুশল বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কহিয়া আমারদিগকে আপ্যায়িত করুন। কেননা তাহা শুনিতে আমারদের অভিরুচি আছে।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

চিত্ত. না ভাব না ভাব প্রিয়া, স্থির কর নিজ হিয়া,
কল্যাণ হইল সব তথা।
মিত্রবর প্রাপ্ত প্রাণ, লঙ্করায় হতমান,
সুখাজ্ঞার কহিব কি কথা॥
ব্যয় নাহি হয় ধন, ফিরাইনু তব ধন,
আরো ধন লাভ হৈল ধনি।
মিত্র পায় প্রাণ ধন, আমি পাই হারা ধন,
নিজ ধন লহ সুবদনি॥

বিচারে হারিল লক্ষ, নাশ তার কত লক্ষ,
লক্ষ্মী লাভ চন্দ্রের ভবনে।
লক্ষের অন্তেতে শশি, পাইবে অর্থের রাশি,
শুনি শশি হৃষ্টা হবে মনে॥
অপূর্ব্ব বিচার গুণে, লক্ষ পণ সব শুনে,
নবীন পণ্ডিত দিল বিধি।
এমন বিচারপতি, আর না দেখিব সতি,
রূপে ভানু গুণে গুণনিধি॥
আসন উজ্জ্বল হৈল, সবে পরিতোষ কৈল,
তুষ্ট হৈল ধর্ম্ম অধিপতি।
তর্কের কৌশলে সতি, পরাজিয়া লক্ষপতি,
মিত্রে বাঁচাইলা মহামতি॥
এমন না দেখি আর, কেমন বিচার তাঁর,
বাক্যে যার যুড়ায় অন্তর।
নয়নে দেখিলে তাঁরে, পাসরিতে কেবা পারে,
স্বরূপ পুরুষ মনোহর॥
যদ্যপি হেরিতে প্রাণ, কেমনে ফিরাতে প্রাণ,
নবীন পণ্ডিত মুখ স্মরি।
কি গুণ সে গুণনিধি, কেমন দিলেক বিধি,
সেই সুধী গুণে মোরা তরি॥
যুবক লেখক সঙ্গে, পণ্ডিত বসিয়া রঙ্গে,
লিখিল লেখনী রসখনী।
মুখ দেখি লেখকের, সুশীলা পাইতে টের,
কভু আঁখি না ফিরাতে ধনি।
দেখি মসীজীবী মুখ, প্রাণেতে পাইনু সুখ,
সেই সুখে সুখী নব নারী।
শুনহ সুশীলা সখী, হেন নাহি চক্ষে লখি,
কষ্টে আঁখি ফিরাইতে নারি॥

চন্দ্র. শুনিয়া কুশল বাণি, সানন্দ হইনু জানি,
শশিমুখী পুলকে পূরিল।

তোমার কৃপার বলে, বঞ্চি সুখ মহীতলে,
তব যশ জগত ঘুষিল ॥
অনুগত মিত্র আমি, অনুকম্পা অনুগামি,
বন্ধুর করিলে বহু কায।
কৃপা করি চারু শিষ্ট, বান্ধবের কৈলা ইষ্ট,
হৃষ্ট হবে বিশিষ্ট সমাজ ॥

শশি. নাহি গণি হিতাহিত, আশা করি অপ্রমিত,
তেঁই পিতা গেল ছার খারে।
অন্যায় করিয়া আশ, পূর্ব্ব ধন কৈল নাশ,
কেবা রাখে বিধি বাম যারে ॥
যক্ষ যেন রাখি ধন, নহে সুখী এক ক্ষণ,
চক্ষে দেখে এই মাত্র সুখ।
পিতার যক্ষের ঋদ্ধি, রাজকোষ কৈল বৃদ্ধি,
বিধি তাঁরে হইল বিমুখ ॥

সুশীলা ও চিত্রসেনের যবনিকা মধ্যে প্রবেশ।

পয়ার।

ভানু. বিচার বৃত্তান্ত কথা যে কহিলা স্বামি।
এমন আশ্চর্য্য বাণি নাহি শুনি আমি ॥
কেমন পণ্ডিত সেই না হেরিলে দুখী।
দেখাও যদ্যপি নাথ তবে হই সুখী ॥
বুদ্ধির সাগর বুঝি সেই সুধী মণি।
বিচারে অমর গুরু এই মনে গণি ॥
হরিল চিত্তের চিত্ত চাহি যার পানে।
চিত্তের মোহিনী নারী বুঝি অনুমানে ॥
চাহিয়া সন্ধান করি সম্মোহন বাণ।
বিন্ধিয়া তোমারে প্রাণ করিল অজ্ঞান ॥
কাহার মোহিনী হবে বুঝিলাম ভাবে।
নচেৎ তোমারে কেন চঞ্চল করাবে ॥
যদি সে পণ্ডিতে পাই পণ্ডিতা হইব।
শাস্ত্রের প্রসঙ্গে দোঁহে কুশলে রহিব ॥

চিত্র. চঞ্চল নারীর চিত্ত চিত্তে নাহি বুঝে।
মনোহর হেলে আত্ম পর নাহি সুঝে॥
শুনিয়া তোমার প্রাণ হইল ব্যাকুল।
হেরিলে হরিত প্রাণ হৈত হুলস্থুল।
বাক্য সুধারসে প্রাণ শীতল করিত।
কাব্য রসে তব মন প্রফুল্ল হইত॥
ব্যবস্থায় তোমারে করিত ধনি বশ।
পণ্ডিতা হইতে প্রাণ দেশে দেশে যশ॥

ভানু সুশীলা করিছে দ্বন্দ্ব কিসের লাগিয়া।
কাণ পাতি সুলোচনা শুন দেখি গিয়া॥
চিত্রসেন পতি সহ বাজিছে কন্দল।
কিসের কলহ সখি শীঘ্র করি বল॥
হের দেখ ক্রোধ ভরে আসিছে অবলা।
ধরিয়া পতির বাস সুশীলা সবলা॥

চিত্রসেন ও সুশীলার প্রবেশ।

পয়ার।

কহলো সুশীলা কেন কলহ করিছ।
রসিকা রমণী কেন বিরস হইছ॥
ধরিয়া নাথের কর কেনবা টানিছ।
বাক্য বাণে ওরে প্রাণে কেনবা হানিছ॥
নাথের অঙ্গের বাস কেনবা হরিছ।
কালি বিয়া হৈল আজি কন্দল করিছ॥

সুশীলা. কি কব কন্দল কথা মহারাজ রাণি।
ওরে জিজ্ঞাসহ আমি না কহিব বাণী॥
অঙ্গের অঙ্গুরী লয়ে কারে দিল ডালি।
ভাবিয়া আমার তনু হইতেছে কালি॥
দ্বিব্য করে ছিল মোর মাথে হাত দিয়া।
অঙ্গুরী রাখিবে করে যাবত বাঁচিয়া॥

সেই সতী রসবতী অঙ্গুরী হরিল।
চঞ্চল উহার মন যাহাতে মজিল॥

চিত্র. নবীন লেখক আসি সুধীরের সনে।
অঙ্গুরী চাহিয়া তারা লৈল দুই জনে॥
শ্রম করি বাঁচাইল সেই প্রিয় জনে।
দিলাম অঙ্গুরী তাহে গেল নিকেতনে॥
অঙ্গুরীর তরে তুমি পাছে হও সারা।
নয়ন মিলাহ ধনি নয়নের তারা॥

ভানু. এমন আমার পতি নহে লো সুশীলা।
প্রিয়ার অঙ্গুরী লয়ে করে হেলাখেলা॥
গুণমণি গুণ কথা কি কব বাখান।
রমণী রতনে পতি অতি যত্নবান্॥
লম্পট তোমার পতি শুন রসবতী।
দিলেক অঙ্গুরী তারে তোষিল যে সতী॥
সত্য কৈল পতি মোর অঙ্গে হাত দিয়া।
অঙ্গুরী রাখিবে করে যাবত বাঁচিয়া॥

সুশীলা. চিত্রের মোহিনী চিত্তে না কর বড়াই।
হের চিত্রবর করে তবাঙ্গুরী নাই॥
চিত্রের চঞ্চল চিত্ত কাহাতে পড়িল।
ভুষিয়া চিত্রের চিত্ত অঙ্গুরী হরিল॥
যুক্তি করি দুই জনে অঙ্গুরী ত্যজিল।
ধন্য সেই ধনী যেই অঙ্গুরী পরিল॥
ঠাকুর জামাই আর মোর গুণমণি।
অঙ্গুরী দিলেক দোঁহে তোষি দুই ধনী॥
এই কথা যদি মোর কভু মিথ্যা হয়।
আমার কথায় আর না কর প্রত্যয়॥
অঙ্গুরী হরিল নারী কথা মিথ্যা নয়।
কহিবারে পারি কোন নারী তারা হয়॥

ভানু. কহ নাথ একি শুনি সুশীলার মুখে।
অঙ্গুরীরে দেখাইয়া দূর কর দুখে।

নচেত মালিনী হব শুন প্রাণপতি।
দিয়াছ অঙ্গুরী যারে সেই তব সতী॥
অঙ্গুরীর শোকে অঙ্গ অবশ্য ঢালিব।
অঙ্গ নাথ অঙ্গ আর চক্ষে না চাহিব॥
সুশীলা কহিলা সত্য বুঝিলাম মনে।
নচেত মলিন মুখ কেন এইক্ষণে।

চিত্ত   ত্যজ অভিমান ধনি হের প্রাণ ধন।
অঙ্গুরীর তরে কেন বিষণ্ন বদন॥
অঙ্গুরী দিলাম কারে যদ্যপি জানিতে।
তবে প্রয়োজন বুঝি নাহি জিজ্ঞাসিতে॥
কিমর্থে দিলাম তারে যদ্যপি বুঝিতে।
অঙ্গুরীর তরে প্রাণ তবে না ঝুরিতে॥
প্রসন্না হইয়া তবে বদন তুলিতে॥
চিত্তের অঙ্গুরী কথা কভু না ভুলিতে॥
অঙ্গুরী সপিনু তাতে প্রাণ পাই যাতে।
ত্যজ অভিমান প্রাণ মান কেন তাতে॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

ভানু.   এবে বুঝিলাম আমি, শঠ শিরোমণি স্বামি,
নট নাহি কর প্রিয়া সহ।
নটবর নাথ তুমি, শঠতার মূল তুমি,
অঙ্গুরী কাহারে দিলা কহ॥
অঙ্গুরীর তরে প্রাণ, আমি না ধরিব প্রাণ,
যাও প্রাণ যথা তব মন।
সুশীলা কহিল সত্য, আমি নাহি জানি তথ্য,
তুমি নাথ কি কঠিন মন॥
ভাবিয়া তোমারে প্রাণ, কালি হৈল মোর প্রাণ,
ভাজি দিনু জোণার যৌবনে।
ভাষিলে তাহার ধার, বিজ্ঞ সন্ধ্যে হৈলে পার,
এই বুঝি ছিল তব মনে॥

তুমি তার সে তোমার, যাহ প্রাণ কাছে তার,
কেন আর কর জ্বালাতন।
অঙ্গুরী যাহাকে দিলে, তার সঙ্গে রহ মিলে,
আর রঙ্গে নাহি প্রয়োজন ॥
অঙ্গুরীর গুণ যাহা, যেই জন দিল তাহা,
যে জন্য পাইলে সেই ধন।
যদ্যপি বুঝিতা মনে, যতন করিতা ধনে,
ত্যাগ নাহি করিতা রতন ॥
কপট পুরুষ জাতি, অবলার প্রাণ ঘাতি,
পরকীয়া হেতু প্রাণ ফাটে।
আর না হেরিব স্বামী, জীবনে মরিব আমি,
এমন পুরুষে কেবা আঁটে ॥

পয়ার।

চিত্ত. তোমার মাথার দিব্য শুন প্রাণ ধনি।
অঙ্গুরী পাইবে কোথা অন্যের রমণী॥
শাস্ত্রীবর শাস্ত্র দিয়া অঙ্গুরী হরিল।
কেমনে কহিব প্রাণ বিকল করিল ॥
বহু ধনে অবহেলা করি সুধীবর।
চিহ্ন জন্য চাহিলা অঙ্গুরী মনোহর ॥
স্ত্রীঅঙ্গ অঙ্গুরী হেতু নাহি দিনু দান।
অকৃতার্থ হয়ে সুধী করিল পয়ান ॥
অকল্যাণ হবে ইথে ভাবিলাম শেষে।
যার হেতু মিত্র বর বাঁচিল বিশেষে ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহে দিলাম অঙ্গুরী।
চিন্তিত হইনু চিত্তে কি কহে সুন্দরী ॥
তুষ্ট হয়ে নবীন পণ্ডিত গেলা ঘর।
হয় নয় জিজ্ঞাসহ সখারে সত্বর ॥
ধন দিয়া মান রক্ষা করিলাম ধনি।
ত্যজ মান যায় প্রাণ দেখ সুনয়নি ॥

দেখিতা যদ্যপি বুধে কুরঙ্গ নয়নে।
আগে ভাগে অঙ্গুরী লইতে সেই ক্ষণে॥
কোমল কমল করে অঙ্গুরী করিয়া।
শাস্ত্রী বরে দিতে করে আপনি ধরিয়া॥
আমি নাহি নিতে আগে তুমি দিতা দান।
যত্ন করি ধনি তার রাখিতা সম্মান॥

ভানু. প্রাণের দোসরী সেই অঙ্গুরী পরিয়া।
সুধীবর মন প্রাণ লইল হরিয়া॥
নয়নে না হেরি তারে হেন ক্রোধ হয়।
প্রাণের অঙ্গুরী মম ছল করি লয়॥
কিন্তু ন্যায় মতে তার নাহি দেখি দোষ।
দাতা হয়ে তারে নাথ করিলা সন্তোষ॥
প্রিয়ার অঙ্গুরী দিয়া প্রিয় হৈলে যার।
তব প্রিয় হৈল যেই আমি প্রিয়া তার॥
যা চাহিবে সুধীবর আমি দিব দান।
অদেয় চাহিলে সেই পাবে মোর স্থান॥
নারী দত্ত রত্ন দিয়া দাতা হৈলা স্বামি।
তব বস্ত্র দান দিয়া দাত্রী হব আমি॥
কুসুম শয্যায় তব স্থান পাবে সেই।
প্রাণ ধন রত্ন মোর পাইলেক যেই॥
অতএব গৃহে নাথ থাক অনুক্ষণ।
সহস্র নয়নে মোরে কর নিরীক্ষণ॥
আমারে রক্ষিতে তবু পার কি না পার।
তব পাশে পণ্ডিতেরে নিবারিতে নার॥

সুশীলা. সুধীর লেখক সহ যদি হয় দেখা।
সুখেতে বঞ্চিব নিশি তারে করি সখা॥
অতএব আত্ম চিন্তা কর দুই জন।
অবশ্য ঘটয়ে তাহা যাহে যার মন॥

চিত্র. এই যদি পণ হৈল শুন সুবদনি।
মন ফিরে দেহ মোর গৃহে যাই ধনি॥
পুরাতন কেলিয়া যতনে দেহ মতি।
নবরসে সরসা হইবে রস বতী॥
রসিকা রমণী ধনী নবীনা যুবতী।
রসিক লেখক সহ সুখে বঞ্চ রতি॥
মিলন হইলে বুঝি মিল না হইবে।
ফিরে যদি কই কথা ফিরে না কহিবে॥

চারু. এই বিবাদের মূল বুঝিলাম আমি।
কেনবা অঙ্গুরী হারা হয়ে তব স্বামি॥
পণ্ডিত না হল তুষ্ট অঙ্গুরী নহিলে।
পরি তুষ্ট মাত্র সুধী হীরক হরিলে॥
কে জানে হইবে কষ্ট কলহ এমন।
যতনে রাখিত তবে রমণী রতন॥

ভানু. প্রিয় নাথ প্রিয় সখা না ভাব বিষাদ।
তব আগমনে বহু জন্মিল আহ্লাদ॥
কলহ সর্ব্বদা হয় স্ত্রী পুরুষ মাঝে।
লম্পটে ভর্ৎসিতে সতী যুবতীরে সাজে॥

চতুষ্পদী।

চিত্র. ত্যজ মান সুলোচনি, কমাকর সুবদনি,
অন্যে নাহি জানি ধনি, দিব্য করি কহিব।
অঙ্গুরী বিচ্ছেদে প্রাণ, কাতর আমার প্রাণ,
তাহে তব বাক্য বাণ, আর কত সহিব॥
প্রসন্না হইয়া চাও, প্রিয়া মোর মাথা খাও,
আর যদি দোষ পাও, যাহা বল করিব।
অভয় যদ্যপি দেও, প্রাণ তবে প্রাণ দেও,
নহে প্রাণ প্রাণ নেও, বিচ্ছেদেতে মরিব॥
যে কিছু করিনু দোষ, সেত নহে কর্ম্ম দোষ,

তাহে যদি এত রোষ, তবে কিসে তরিব।
রক্ষা হেতু তব মান, অঙ্গুরী করিনু দান,
তাহে হৈল অপমান, চির কাল স্মরিব॥
বদন তোলহ ধনি, রমণীর শিরোমণি,
করে ধরি চন্দ্রাননি, কিসে মান হরিব।
তব মানানলে সতি, দেখহ পতির গতি,
মান ত্যজ রসবতি, তবে প্রাণ ধরিব॥
ভাল মন্দ নাহি জানি, মন্দ ভাগ্য এই মানি,
তেঁই মান অনুমানি, বুঝি মানে মরিব।
অনুমতি দেহ প্রাণ, ফিরে দেহ মোর প্রাণ,
ঘরে গিয়া করি মান, মানে মানে রহিব॥

পয়ার।

চারু. ক্ষমা কর রাজ বালা চাহ পতি পানে।
দেহ দান কৈনু আমি যাহার সম্মানে॥
হরিল অঙ্গুরী যেই তার কৃপাবলে।
হইল দেহের মুক্তি তব পুণ্য ফলে॥
সখারে করিব মুক্ত দিয়া নিজ প্রাণ।
প্রতিভূ হইনু ধনী তব বিদ্যমান॥
এবার যদ্যপি সখা সত্য না পালিবে।
মোরে দণ্ড কর যাহা মনেতে লাগিবে॥

ভানু. মধ্যস্থ হইলে সখে সত্য যেন থাকে।
আপন সখারে কহ যেন দিব্য রাখে॥
হের ধন লহ সখে অঙ্গুরী সুন্দরী।
বটে কি না বটে সেই দেখ ভাল করি॥
সখারে কহিবে সখে করিতে যতন।
পণ্ডিতে না দেয় যেন রমণী রতন॥
পতির নয়ন বারি বক্ষে মারে ছুরি।
নারী হয়ে কেমনে বা চক্ষে হেরি ভুরি॥
দেহ লো সুশীলে তোর পতিরে অঙ্গুরী।

মধ্যস্থ হইল মিত্র নাঁতরি টাতুরি।
দিব্য যদি ভাঙ্গে এরা দ্রব্য দিবে সেই।
মধ্যে থাকি বিবাদ ভঞ্জন কৈল যেই॥

চারু. হের ধর লহ সখে দোঁহার অঙ্গুরী।
যতনে রাখিতে দোঁহে কহিল সুন্দরী॥
অঙ্গুরী ধরহ করে প্রাণ হাতে করি।
যদি যাবে প্রাণ যাবে এই ভয়ে মরি।

[এই স্থানে সকলের হাস্য

চিত্ত. পণ্ডিতে দিলাম এই অঙ্গুরী তো বটে।
(চমৎকৃত) কেমনে আইল প্রিয়া তোমার নিকটে॥
চঞ্চল হইল চিত্ত বুদ্ধি নাহি ঘটে।
নাহি জানি মম ভাগ্যে আর কিবা রটে॥

[ভানুমতী ও সুশীলার উপহাস্য

ভানু. ক্ষমাকর প্রাণ পতি অবলার দোষ।
পণ্ডিত দিলেক মোরে হয়ে পরিতোষ॥
যামিনী যাপন হেথা করি শাস্ত্রীবর।
আমারে অঙ্গুরী দিয়া সুখী গেল ঘর॥
অঙ্গুরীর মায়া আমি ত্যজিতে নারিয়া।
অঙ্গনা হইয়া চিহ্ন লইনু চাহিয়া॥

সুশীলা. শাস্ত্রীবর সঙ্গে ছিল মসীজীবী যেই।
এজনারে স্বর্ণাঙ্গুরী দান কৈল সেই॥
লেখক সহিত শাস্ত্রী হেথায় বঞ্চিল।
সেই সে কারণে দুই অঙ্গুরী ঘটিল॥

চিত্র. অবাক হইনু শুনে বাক নাহি মুখে।
কোন্ লাজে কহ কথা পতি অভিমুখে॥
ছার আর ধনে যার নারি বক্ষে সুখে।
কি ছার জীবনে তার পতি বক্ষে দুখে॥

চতুষ্পদী।

ভানু. শুন শুন প্রাণ পতি, চঞ্চল না কর মতি,
যদি ক্রুর অবগতি, কলঙ্ক না করিবে।
পতি ব্রতা যেই নারী, সতীত্ব ভূষণ তারি,
হেন ভূষা নাশ কারি, কলঙ্কে কে মরিবে॥
সতীর পবিত্র মতি, পতি তার মতি গতি,
নিজ গুণে রক্ষে পতি, ভেবে নাথ দেখিবে।
আয়ু হৈল অবসান, মরিলেন সত্যবান,
ভেবে বুঝ মতি মান, সাবিত্রী কে সেবিবে॥
সত্যবানে দিয়া প্রাণ, ধর্ম্ম হৈল লজ্জাবান,
সতী পানে পুন চান, বর দান করিবে।
বাপে চক্ষু দিয়া সতী, তবু নহে তৃপ্ত মতি,
ধর্ম্ম বরে নরপতি, রাজ্য পদ ধরিবে॥
নিজ গুণে সতীশ্বরী, প্রাণ পতি সমুদ্ধরি,
মাতা পিতা হিত করি, তবে ঘরে চলিবে।
সর্ব্ব দেব রূপ পতি, হেন ভাবে যে যুবতী,
বিধিমতে সেই সতী, পতি ব্রতা বলিবে॥
সতীর পবিত্র কায়া, পবিত্র অঙ্গের ছায়া,
বাঞ্ছা করে হর জায়া, কিসে তাহা ধরিবে।
সতী পদ স্পর্শ জ্ঞানে, মেদিনী কৃতার্থ মানে,
সতী গুণ শিব জানে, যার গুণে তরিবে॥
নারীর ভূষণ যাহা, কোন্ নারী নাশে তাহা,
সতী যত্নে কহে তাহা, পতিরে যে মানিবে।
করিতে পতির হিত, রূপ ধরি বিপরীত,
আমি হই সে পণ্ডিত, হয় নয় জানিবে॥
সুশীলা লেখক বেশে, চলিল গুজাট দেশে,
বসিল আমার শেষে, দেখ মনে পড়িবে।
বিদ্যাধর প্রতিনিধি, হইয়া দিলাম বিধি,
যদি ইচ্ছ গুণ নিধি, এই লিপি পড়িবে॥

যুক্তি করি সুধী সনে, লিপিলয়ে সংগোপনে,
ছদ্ম বেশে দুই জনে, বুঝিতে বা নারিবে।
বিচারে হইনু ধীর, লক্ষেরে করিনু স্থির,
ভাবিয়া দেখহ ধীর, মনে হতে পারিবে॥
লক্ষ হয় পরাজয়, বহু অর্থ হৈল ক্ষয়,
শেষে অর্থ যাহা রয়, শশি তাহা পাইবে।
দান পত্র কৈল সেই, লিখিল তাহাতে যেই,
হয় নয় দেখ এই, ইথে বোঝা যাইবে॥
বিচারে পাইনু যশ, গুজরাট হইল বশ,
নব্য সুধী অপ যশ, কেহ নাহি গাইবে।
এই কথা হবে যথা, মোর যশ হবে তথা,
নারীর বিচার কথা, দেশে দেশে ধাইবে॥
সখী সুশীলার সনে, যুক্তি করি মনে মনে,
মোরা ভিন্ন কোন জনে, তবাঙ্গুরী হরিবে।
যুগল অঙ্গুরী হরি, সহচরী সঙ্গে করি,
ঘরে আসি ত্বরা তরি, বিষাদ না করিবে॥
তুমি নাথ প্রাণ পতি, তুমি মম মতি গতি,
অসতী কহিলে পতি, সতী প্রাণে মরিবে।
পতি সরসিজ পদ, সেবি হয় নিরাপদ,
হৃদে ভাবি পতি পদ, অন্তে নারী তরিবে॥

পয়ার।

চিত্ত. এমন আশ্চর্য্য বাণি না শুনি শ্রবণে।
বিচারে করিলা বশ রাজ সভা জনে॥
পণ্ডিত আমার প্রাণ হইল এখন।
পণ্ডিতে তোমাতে ভেদ না হয় কখন॥
যে তুমি সে সুধীবর যে সুধী সে তুমি।
পণ্ডিতা রমণী প্রাণ সর্ব্ব গুণ ভূমি॥
পণ্ডায় মণ্ডিত হব পণ্ডিতা লভিয়া।
দেখো যেন ভ্রম পণ্ড নাহি হয় প্রিয়া॥

চিত্র. সুধীর লেখক সহ বঞ্চিবে সুশীলা।
লিখিবে আপন করে লেখকের লীলা॥
লেখা যোখা নাই লেখা কতই লিখিবে।
লেখালে লিখিবে ধনী শেখালে শিখিবে॥

অন্তঃযমক পয়ার।

চারু. আশ্চর্য্য রহস্য বটে শুনে হাসি পায়।
স্ত্রী পুরুষে কন্দল আছয়ে পায় পায়॥
এমন কলহ কেবা করি বারে পারে।
একাকিনী যারা যায় উজ্জয়িনী পারে॥
পতি ছিদ্র অন্বেষণ করে সব নারী।
আমরা নারীর ছিদ্র অন্বেষিতে নারি॥
ছলাবতী নারী পতি সহ ছল করে।
ফিরে চাহে ধন ধনী ধন করি করে॥
এমন নারীরে সখা ধন্যবাদ করি।
করিণীর যোগ্য মাত্র হয় মত্ত করী।
খুন হয় পতি নারী মুখ পানে চেয়ে।
যোগী হয়ে পতি মরে মান ভিক্ষা চেয়ে॥
তথাপিও নারী মান কভু না নিবারে।
সাধিলে মানিনী সাধ বাড়ে বারে বারে॥
সরল সুন্দর দেখ পুরুষের মন।
যদ্যপি নারীর মন হইত এমন॥
পতির সহিত কেবা করিত কন্দল।
প্রবল না হৈত তবে অবলার দল॥
রহস্যের কটু বাণি ক্ষমা কর ধনী।
বরাভয় দানে দীন মিত্রে কর ধনী॥

পয়ার।

ভানু. তুমিত পতির সখা পক্ষ পাতে রত।
নারীর বাখান কৈলা আত্ম মনোমত॥
চতুর হইলে পতি চতুরা রমণী।
বুদ্ধি বলে রক্ষা করে নিজ পতি ধনী॥

রসিকা রমণী করে পতি সঙ্গ আশ।
রসিক পুরুষ রহে পরকীয়াবাস ॥
পতি দোষে দুষ্টানারী এই সত্য কথা।
শ্রীঅঙ্গের সঙ্গ বিনা অঙ্গ রাখে যথা ॥
অঙ্গনাথ অঙ্গ যদি চক্ষে না হেরিবে।
অনঙ্গের অঙ্গ তবে পরাঙ্গে দেখিবে ॥
রাখিলে নারীর প্রাণ প্রাণ রাখে নারী।
চঞ্চল পুরুষ চিত্তে চিন্তে নব নারী।
নাগরী আছয়ে বহু জানয়ে চাতুরী।
পতির আড়ালে থাকি খেলে লুকাচুরি ॥
হেন মতে ভাল মন্দ আছে দুই বোল।
যেই জানে সেই টানে আপনার কোল ॥

চারু. যে হকু রাজার পুত্রি ভাগ্যে চারু ছিল।
এ হেন তোমার মান সেই সে ভাঙ্গিল ॥
প্রফুল্ল বদনা দেখি সুশীলা সুন্দরী।
মধ্যস্থে বিদায় কর বিবেচনা করি ॥
ত্যজিলা কপট মান হৈলা হৃষ্ট মতি।
ভানুমতী পায় চিত্ত চিত্ত ভানুমতী ॥

ভানু. দম্পতী কলহ ভাঙ্গি যাচিছ বিদায় ॥
হিতৈষি বান্ধবে কি বিদায় দেওয়া যায়।
হের ধর লহ লিপি পতি সখে সুখে।
পড়িয়া পাতির পাঠ দূর কর দুখে ॥
তিন তরি তব যেই পাটনে আছিল।
তারার কৃপায় তরি তীরে উত্তরিল ॥
অসংখ্য আনিল ধন রত্ন বহুতর।
হেরিলে হইবে তব প্রফুল্ল অন্তর ॥
বিদায় বিষম বাণী নাহি আন মুখে।
ভাবিয়া আপন গৃহ বন্ধ হেথা সুখে ॥

চারু জীবন করিলা দান গুজরাট পুরে।
জীবন উপায় দান দিলা নিজ পুরে॥
পাটন হইতে ফিরে আইল তরণী।
ধন প্রাণ দিলা মোরে বিলাস রমণী॥
মূঢ় মতি আমি অতি কি বলিব সতী।
আজন্ম বাধিত মোরে জান ভানুমতী॥

ত্রিপদী।

ভানু. সুশীলা শশাঙ্ক মুখি, চন্দ্রসেনে কর সুখী,
সুসম্বাদে চারুরে তোষিনু।
দান পত্র দিয়া দান, তুষ্ট কর তার প্রাণ,
লক্ষপতি কাছে যা পাইনু॥
চন্দ্র সেন হবে তুষ্ট, শশি মুখী নহে রুষ্ট,
বহু ধন রত্ন হবে লাভ।
বিয়োগান্তে লক্ষপতি, চন্দ্র হবে ধন পতি,
এই বুঝি দান পত্র ভাব॥

সুশীল. হের চন্দ্রবর ধর, দান পত্র করে কর,
ভানুমতী দিল মোর করে।
পাইবে লক্ষের ধন, যেমন যক্ষের ধন,
ভাগ্য গুণে ভোগ করে পরে॥
মসীজীবী বটি তাঁর, নাহি চাহি পুরস্কার,
মনে রাখ এই মোর মন।
নবীন পণ্ডিত হিত, কৈল তব অপ্রমিত,
পণ্ডিতে না ভুল কদাচন॥

পয়ার।

চন্দ্র. আজি বুঝি কল্পতরু হৈলা রাজ বালা।
কাম ধেনু বুঝি আজি হইল সুশীলা॥
করিছ অমৃত বৃষ্টি ক্ষুধিতের আগে।
দীনেরে তুষিছ ধনী নিজ পুণ্য ভাগে॥

কত জন্মে এই ধার আমরা শুধিব।
বিরলে বসিয়া গুণ সঘনে ঘুষিব॥
কৃতার্থ করিলে মোরে রাজার নন্দিনী।
থাক চিত্ত সুখে সদা চিত্ত বিলাসিনী॥

[চারুদত্ত ও চন্দ্রসেন ও শশিমুখীর প্রস্থান।

সুলোচনা. স্বল্পমাত্র নিশি আছে হের বিনোদিনি।
শশি অস্ত দেখি আঁখি মুদে কুমুদিনী॥
পর্য্যটন শ্রান্তি দূর কর রাজ বালা।
শ্রীঅঙ্গে বহিছে ঘর্ম্ম মৌক্তিকের মালা॥
নিদ্রায় আকৃষ্টা আঁখি অম্বরে ঢাকিয়া।
আর না ঢুলিহ তন্বি সর্ব্বরী জাগিয়া॥

[সুলোচনার প্রস্থান

চিত্র. যামার্দ্ধ আছয়ে নিশি প্রভাত হইতে।
কহলো সুশীলে ধনি মনের সহিতে॥
আছে কি না আছে মন শয়ন করিতে।
যদি থাকে তবে থাকি কহলো ত্বরিতে॥
দিবার আলোকে প্রাণ না পারি চাহিতে।
অরুণ উদয় বুঝি আশারে নাশিতে॥
বিচ্ছেদ দহন দাহ নারি উপেক্ষিতে।
দিবসে রজনী করি মানস বঞ্চিতে॥
যায় নিশি হে প্রেয়সি চাহিতে চিন্তিতে।
উঠ ধনি বরাননি আমার পিরিতে॥
দিব্য করিলাম হাত দিয়া তব মাথে।
হৃদয়ে রাখিব প্রাণ অঙ্গুরীর সাথে॥

[সুশীলা ও চিত্রসেনের প্রস্থান।

ভানু. পতি সহ গেল চলি সুশীলা যুবতী।
নিদ্রায় আকৃষ্টা আমি হের প্রাণপতি॥

শয়ন মন্দিরে যাই দেহ অনুমতি।
চল চিত্ত প্রাণ যদি হয় তব মতি ॥

ত্রিপদী।

চিত্ত. নিশি হয় অবসান, কোকিল করয়ে গান,
শয়ন মন্দিরে চলে ধনী।
মলয়া বহরে মন্দ, প্রিয়া হবে হৃদানন্দ,
ভ্রমরা না কর উচ্চ ধ্বনি ॥
মধুর গুঞ্জর রবে, যদি গান কর তবে,
প্রিয়া তোরে অন্তরে বাসিবে।
পদ্মিনী মেলিলে মুখ, অন্তরে পাইবে সুখ,
মকরন্দ আনন্দে ভাসিবে ॥
অস্ত হৈতে সুধাকর, ক্ষণেক বিলম্ব কর,
যাবত শীতল নহে প্রিয়া।
হিমকর তব কর, বিরহির খরতর,
কভু দগ্ধ কর তার হিয়া ॥
শীতল নীহার দানে, প্রিয়ারে তোষহ প্রাণে,
তবে ধনী শীতল হইবে।
সুখেতে মুদিবে আঁখি, নিশি নাথ প্রভা রাখি,
অস্তাচলে গগন করিবে ॥
মল্লিকা মালতী জাতি, প্রফুল্লা সেবতী যাতি,
মন্দ মন্দ বিস্তারহ বাস।
মলয়া সমীর ভরে, প্রমোদ করহ পরে,
প্রেয়সীর হইবে উল্লাস ॥
কাম শুন হে সুমতি, নিদ্রা যাবে মোর রতি,
শিয়রে জাগিয়া তার রহ।
কাঁচা ঘুমে উঠি রতি, যদি হয় ক্রোধ মতি,
তবে কোথা লুকাইবে কহ ॥
কাম পুরে রহ লুকি, না দেখিবে চন্দ্রমুখী,
সময়ে সন্ধান কর বাণ।

সহায় হইলে আমি, হবে তুমি অন্তগামি,
এই মাত্র কহিনু সন্ধান ॥

পয়ার।

ভানু. ভাল হৈল প্রাণ চল নিদ্রা যাই তবে।
মদন প্রহরী সেই মাত্র জাগি রবে ॥

[রাজকুমারীর ঈষদ্ধাস্য।

চিত্ত. মন্মথের আশা আগে পূরাইবে ধনি।
তেঁই হাসিতেছ মনে বুঝি সুবদনি ॥

[চিত্তবিলাস ভানুমতীকে কৌশলে ক্রোড়ে করেন

দীর্ঘ ত্রিপদী।

ভানু. করে ধরি প্রাণেশ্বর, অঙ্গে নাহি দিও কর,
হের মোর অঙ্গ কাঁপে ডরে।
তরুণ তরুণী আমি, রতির পণ্ডিত স্বামি,
ক্ষমা কর নিতান্ত কাতরে ॥
কামের দেখিয়া কায, রতির হইছে লাজ,
কায নাই প্রাণ হেন কাযে।
শুন শুন রসরাজ, দেখিয়া কামের সাজ,
রতি পাছে সারা হয় লাজে।
শুন বলি প্রাণ অলি, বিক্রমে না ভাঙ্গ কলি,
তুমি বলী আমিতো অবলা।
সময়ে ফুটিলে ফুল, হৃষ্ট হয় অলিকুল,
কেন নাথ হইছ উতলা ॥
শুন শুন প্রাণ বঁধু, কলিতে না পাবে মধু,
শুধু শুধু কেন কলি নাশ।
বসন ছাড়িয়া প্রাণ, অবলার রাখ প্রাণ,
যদি প্রাণ মোরে ভাল বাস ॥
অধুনা যৌবন মোর, না কর না কর জোর,
ছিছি নাথ নাহি কর নট।

বিক্রম করিলে স্বামি, জীবনে মরিব আমি,
সত্য কহি না করি কপট ॥
চঞ্চল হইয়া প্রাণ, অঞ্চলে না দেও টান,
কেন প্রাণ কর টানাটানি।
বসনে ঢেকিছি মান, টানিয়া না ভাঙ্গ প্রাণ,
তবে নাথ হবে জানা জানি ॥
হইলে দ্রৌপদী মত, বসন না শেষ হত,
অম্বরেতে সম্বরিত মান।
বসন হইল শেষ, গণিকার হৈল বেশ,
রতি দেশ হৈল দীপ্যমান ॥
নির্লজ্জ পুরুষ জাতি, সবল অবলা ঘাতি,
লাজ নাহি লাজে মরি আমি।
দুঃশীলা সুশীলা জানি, করিবেক কাণাকাণি,
কায নাহি ক্ষমা দেহ স্বামি ॥
যদি নাথ হয় ক্ষুধা, পান কর অন্য সুধা,
প্রস্ফুটিত কত পুষ্প আছে।
তোমার হইবে তোষ, আমি না করিব রোষ,
যাও অলি সেই পুষ্প কাছে ॥
হের যুগ পয়োধর, তোমার প্রখর কর,
নখাঘাতে করিলা বিক্ষত।
ঝর ঝর ঝরে ঘাম, থর থর কাঁপে ঠাম,
দর দর ডরে অঙ্গ কত ॥
ক্ষীণাঙ্গ হইল ক্ষীণ, রজনী হইল দিন,
দেখ আমি নবীন যুবতী।
আর বা সহিব কত, প্রাণ হৈল ওষ্ঠাগত,
অবলার না কর দুর্গতি ॥
ছিছি নাথ ছাড় মোরে, কায না হইবে জোরে,
লাজে মরি ছাড় প্রাণ পতি।
হেরি নিশি সুপ্রভাত, অস্তে গেল নিশানাথ,
মন্মথ ছাড়িয়া দিল রতি ॥

(ভানুমতী ও চিত্তবিলাসের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি উজ্জয়িনী রাজ বাটীর অন্তঃপুর।

ভানুমতী ও চিত্ত বিলাস ও চিত্র সেন ও সুশীলা ও সুলোচনা ও চন্দ্র সেন ও শশিমুখী ও চারুদত্ত ও দুলালের প্রবেশ।

পয়ার।

চারু. আইল পাটন হতে মম তিনতরী।
অনুমতি দেহ মিত্র দেশে যাত্রা করি ॥
চির উপকৃত হই শুন চিত্তবর।
আজ্ঞা দেহ রাজ বালা এবে যাই ঘর ॥

চিত্ত. কেমনে বঞ্চিব সখে বিচ্ছেদে তোমার।
সখার বিরহ দুঃখ অসহ্য আমার ॥
মনে থাকে মিত্র বর এই অভিলাষ।
ঈশ্বর ইচ্ছায় গৃহে সুখে কর বাস ॥
সময়ে হইবে পুনঃ দোঁহার মিলন।
দিলাম অনেক কষ্ট আমি অকিঞ্চন ॥
সেই সব কথা সখে নাহি কর মনে।
বিধির ইচ্ছায় সুখে বঞ্চ ধনে জনে ॥

ভানু. করিলে দেহের দান সখার কারণে।
এমত সখিতা সখে না দেখি নয়নে ॥
তোমার বিচ্ছেদে গৃহে রব কোন সুখে।
রাজ্য সুখে নহে সুখ বান্ধব বিমুখে ॥

চারু. অন্তরে না ভাব দুঃখ রাজার নন্দিনী।
কষ্টে চারু যাচে অনুমতি প্রণয়িনি ॥

যদ্যপি বিধির মনে থাকয়ে কখন।
ঈশ্বর ইচ্ছায় পুনঃ হইবে ঘটন॥

[চারুদত্তের প্রস্থান।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

চন্দ্র. এবে নিবেদন করি, স্বদেশে যাইবে তারি,
অনুমতি দেহ যাই ঘর।
লক্ষ যাবে তীর্থবাসে, আর না বা দেশে আসে,
অতএব যাইব সত্বর॥
দিলাম অনেক ক্লেশ, তাহাতে না ছিল দ্বেষ,
তুষ্ট বরং হইলা আমারে।
তব সখী শশিমুখী, আছিল পরম সুখী,
কত বা যতন কৈলা তারে॥
শশির আছয়ে আশ, হেথায় করয়ে বাস,
পিতৃ ধন করি হস্ত গত।
অন্তরে বিষমাসকী, হইবে তোমার সখী,
আসি তথা বঞ্চি দিন কত॥

ভানু. কহ শশি সহচরি, কেন মোরে পরিহরি,
দুঃখী করি যাবে পিতৃ বাস।
আর না আসিবে ধনী, এই আমি মনে গণি,
মোর বুঝি ত্যজিবে আবাস॥
বল শশি মোরে বল, এই বুঝি তোর ছল,
ছল করি ছাড়িবি আমারে।
হেরিয়া তোমার মুখ, অন্তরে পাইনু সুখ,
দুঃখ দিয়া যাবি নিজাগারে॥

পয়ার।

শশি দুঃখের উপরে দুঃখ আজি মোর ঘটলো।
তেঁই বুঝি তব মুখে হেন কথা রটলো॥
নচেৎ এমন কথা কেন আসি যুটলো।

শুনিয়া পতির মন দেখ আজি টুট্‌লো॥
হইব তোমার সখী এই মোর কোট্‌লো।
পিতৃ অর্থ তরে যাব ভাগ্যে যদি পোট্‌লো॥
তেঁই পিতৃ বাসে যেতে মোর মন ছুট্‌লো।
বিধি বরে বণিকের তরি আসি যুটলো॥

একাবলী।

ভানু. এসোশশি শীঘ্র আমার বাসে।
তোর তরে প্রাণ সদাই আশে॥
পূর্ণ কর মোর মনের আশে।
যতনে রাখিব আমার পাশে।
তোর মুখ শশি তিমির নাশে।
না দেখি কেমনে রহিব বাসে॥
প্রিয় পতি তোরে সদাই বাসে।
তেঁই বুঝি বাসে চলিলি ত্রাসে॥
কহিয়াছি বহু আভাষ ভাষে।
নাহি কর মনে মানসোল্লাসে॥

[শশি মুখীও চন্দ্র সেনের প্রস্থা:

অন্তঃযমক পয়ার।

দুলাল. [খেদ পূর্ব্বক] একে একে সুখে সবে করিলা বিদায়।
অবশেষ ঠেকিলা বিষম মোর দায়॥
দক্ষিণে আমার ঘর বৈতরণী পার।
তরণী নাহিক তথা গরু করে পার॥
দিবা কর নাতি মোর পিতৃ নাম কাল।
যাইব পিতার গৃহে বুঝি আজি কাল॥
এথায় না টেঁকে মন যাব পিতৃ বাস।
সেহ মাতা মোরে নাড়ে তিন হাত বাঁস॥

পয়ার।

সুশীলা. এখন কি যাবি তুই আগে বিয়ে কর।
বিলাসের ভগ্নি আছে তার হবি বর॥
পরম রসিকা শালী পাইবি দুলাল।
সুখেতে বঞ্চিবি যেন আহ্লাদে গোপাল॥

দুলাল. যোটনা কার্য্যেতে তুমি বুঝিলাম পটু।
পাগলের কথা কিন্তু নাহি বুঝ কটু॥
এরে বলি রাজ যোট যদি এটা ঘটে।
তুমি যদি যোট্ পাট কর তবে বটে॥

ভানু. অতঃপর প্রিয়নাথ করি নিবেদন।
প্রাণ পতি পিতৃ পাতি করহ শ্রবণ॥
দীর্ঘকাল পরে পিতা আসিবেন ঘরে।
কিম্বা বঞ্চিবেন তীর্থে পুণ্যার্জ্জন তরে॥
সাম্রাজ্যের ভার আর করে না করিবে।
অতএব তুমি রাজ মুকুট ধরিবে॥
পাত্র হবে চিত্র সেন রাজার বচন।
সুলোচনা কৈল অভিষেক আয়োজন॥
শুভ দিন আজি নাথ বৈস সিংহাসনে।
অভিষেক হেতু আমি বসি তব সনে॥
চিত্র মিত্র বর তব দক্ষিণে রাজিবে।
সুশীল রমণী বামে উজ্জ্বলা সাজিবে॥
রাজ দণ্ড করে কর হৈল শুভ ক্ষণ।
হের সহচরী সব করে আয়োজন॥

চিত্র. রাজার আদেশে আমি বসি সিংহাসনে।
হৈল শুভক্ষণ বামে বৈস বরাননে॥
মন্ত্রিত্বে নিয়োগ রাজা কৈল চিত্রসেনে।
অতএব মন্ত্রি বর বৈস বিধি জেনে॥

সুলোচনা. হের ধর রাজ দণ্ড মুকুট বিরাজে।
রাজ টীকা দেহ মন্ত্রি যা যেখানে সাজে॥
অভিষেক করি আমি এই শুভক্ষণে।
চিত্তবর ভানুমতী শোভে সিংহাসনে॥

[চিত্ত বিলাস রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন

সুশীলা. অপূর্ব্ব হইল শোভা হের সভা জন।
সচীর দক্ষিণে যেন সহস্র লোচন॥
শ্যামের বামেতে যেন শোভিলেন রাই।
মনোলোভা সেই শোভা দেখিবারে পাই॥
দক্ষিণে সচীর পতি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
সিংহাসনে চিত্ত রাজ রাণী ভানুমতী॥

[সর্ব্বেষাং প্রস্থানং।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

পরিশেষ

ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ অথবা যাঁহারা ইংরাজী কোন নাটক গ্রন্থ পাঠ করেন নাই তাঁহারদের বিজ্ঞাপনার্থে নিম্নে কতিপয় উপদেশ লিখিত হইল এই গ্রন্থ পাঠ কালে এই সকল উপদেশ দ্বারা তত্তন্মহাশয়দিগের বুঝিবার অনেক সুগম হইবেক ইতি।

১। গ্রন্থারম্ভে যে২ ব্যক্তিদিগের নাম বা উপাধি লিখিত হইয়াছে এতন্নাটকে ঐ সকল ব্যক্তিরা বর্ণিত অর্থাৎ প্রধানত্ব রূপে সংসৃষ্ট আছেন বোধ করিতে হইবেক।

২। প্রত্যেক বক্তৃতার আরম্ভে বর্ণিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে এক২ ব্যক্তির নাম পার্শ্বে লিখিত হইয়াছে উক্ত বক্তৃতা উক্ত ব্যক্তির উক্তি।

৩। কোন২ বক্তৃতার শিরোভাগে বা কাব্যারম্ভে বর্ণিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহার প্রবেশ কালে "প্রবেশ" এই শব্দ লিখিত হইয়াছে তাহাতে ঐ ব্যক্তির নাট্যাগারে আগমন বুঝিতে হইবেক।

৪। কোন২ বক্তৃতার পরিশেষে "প্রস্থান" এই শব্দ লিখিত হইয়াছে তাহাতে তৎ পূর্ব্ববর্ত্তি ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা নাট্যাগার হইতে বিদায় হইলেন বিবেচনা করিবেন।

৫। (?) এই অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি রেখাদ্বয়ের মধ্যে যে চিহ্ন আছে তাহা জিজ্ঞাসা বোধক, অতএব যে২ পদের অন্তে এই চিহ্ন দৃষ্ট হইবেক ঐ পদ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ন্যায় পাঠ করিতে হইবেক।

৬। (,) এই বক্র রেখাদ্বয়ের মধ্যস্থিত যে লঘু চিহ্ন তাহা পদ বিচ্ছেদ নিমিত্ত ও বিরামার্থ বোধ হইবেক।

৭। "-" এই ঋজু রেখার আদ্যন্তে যে যুগল লঘু চিহ্ন বাক্য বা পদের আদ্যন্তে থাকিবেক ঐ পদ বা বাক্য অন্য২ গ্রন্থ কর্ত্তার বচন হইতে গৃহীত এমত বুঝিতে হইবেক।

৮। (!) এই বক্র রেখাদ্বয়ের মধ্যে তিলকাকৃতি চিহ্ন যেং পদের অন্তে স্থাপিত হইবেক তাহা খেদ বা বিস্ময় বা আশ্চর্য্য বোধক জ্ঞান করিবেন।

৮। ( ) এই অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি রেখাদ্বয় যেং পদ বা বাক্যের আদ্যন্তে বসিবেক সেইং পদ বা বাক্য ত্যাগ করিলে মূল লিপির তাৎপর্য্য বা অর্থের অন্যথা হইতে পারে না।

১০। ——, যে পদের অন্তে এই লঘু চিহ্নযুক্ত ঋজু রেখা দৃষ্ট হইবেক সেই পদ অসম্পূর্ণ আছে এমত বোধ করিতে হইবেক অর্থাৎ বক্তার কথন কালে অস্পৃষ্ট কেহ অনপেক্ষিত রূপে উক্তি করিয়া বাধা জন্মাইলে পূর্ব্ব বক্তা আপন বাক্য যে সমাধা করিতে পারেন নাই কিম্বা স্বীয় বাক্যের শেষাংশ অস্পষ্ট করিতে ইচ্ছুক আছেন এতদো-ধার্থে ইংরাজীতে এইরূপ রেখা তাঁহার বাক্যের অবসানে দেওয়া হইয়া থাকে ইতি।

মন্তব্য। অজ্ঞানত বা জ্ঞানতই হউক এই গ্রন্থে যে দোষ হইয়া থাকে সুধী মহাশয়েরা স্বং গুণে তাহার পরিহার করিবেন। স্বর্ণকারেরা স্বর্ণের সৌবর্ণ্য ও বৈবর্ণ্য উভয়ই করিতে পারেন।

RAJKRISHNA GHOSE, PRINTER AND PUBLISHER.

শুদ্ধি পত্র।

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১৫	ভানুমতি	ভানুমতী
১৫	৭	বৈসাখীয়	বৈশাখীয়
১৫	২২	এতভিন্ন	এতদ্ভিন্ন
১৬	৩	চব্যচোষ্য	চর্ব্যচোষ্য
২৩	১১	রাজবাট	গুজরাট
৪৫	২৩	অভিলাস	অভিলাষ
৪৬	৭	মম	মন
৫৮	৪	যার	যাব
৬৬	২১	উৎকন্টিতা	উৎকণ্ঠিতা
৭৩	২৯	করি	কবি
৮৮	২৮	সম্ভ্রেতে	স্বপ্নেতে
৮৯	২৩	হুতাস	হুতাশ
৯০	১০	সুর্য্য	সূর্য্য
১০৭	১৩	পারিসদ	পারিষদ
১১৪	২৪	ক্লীশের	কুলিশের
১১৬	১৭	তন্বী	তন্বী
১২২	২৮	ধর্ম্মিষ্ট	ধর্ম্মিষ্ঠ
১২৩	৫	বলিষ্ট	বলিষ্ঠ
১২৪	২৩	থাইতেছে	যাইতেছে
১৩২	১৯	সচি	শচী
১৩৩	৮	বৈপরিত্যে	বৈপরীত্যে
১৩৬	২৩	দেও	দেয়
১৩৪	১৪	প্রাদুবিকাক	প্রাদুর্ভাব
১৭৪	১১	গহের	গৃহের
২০৫	২৬	গুজাট	গুজরাট